তাওহীদের ডাক

৫৮ ও ৫৯তম সংখ্যা, জুলাই-অক্টোবর ২০২২
Web : www.tawheederdak.com

- সৌভাগ্যবান জীবন
- শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষাক্রম মনিটরিং-এর গুরুত্ব
- সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক আব্দুল হামীদ
- কবরপূজা ও মাযারপূজার বিরুদ্ধে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী
- চেরামন জামে মসজিদ : ভারতবর্ষের প্রথম মসজিদ
- A Tale of a Cancer patient

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত **'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে'** মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারণ করা যরূরী হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে বহুতল বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য ক্ষেত্রে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সাধ্যমত দান করার তাওফীক দিন-আমীন!!

মাস্টারপ্লান

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফান্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা

মোবাইল নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৫৮ তম সংখ্যা
জুলাই-অক্টোবর ২০২২

উপদেষ্টা সম্পাদক
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মুখতারুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭১৫-২০৯৬৭৬
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
  অর্থ-বিত্ত নয়, আমাদের মূল সম্বল ঈমান ও সৎআমল
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা : হালাল রূযী** ৩
  আক্বীদা
- **সৌভাগ্যবান জীবন** ৫
  মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
  তাবলীগ
- **জুম'আর দিনে করণীয় : গুরুত্ব ও ফযীলত** ৯
  আব্দুর রহীম
  তারবিয়াত
- **অমুসলিমদের প্রতি আচরণবিধি** ১৬
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে
- **খোদা প্রাপ্তির জন্য পীর-মুর্শিদের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নাই** ১৯
  মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী
- **সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ** ২০
  ধর্ম ও সমাজ
- **স্ত্রীর প্রতি সুন্নাত** ২৭
  যহুরুল ইসলাম
  ইংরেজী প্রবন্ধ
- A Tale of a Cancer patient ৩২
  -Hashim Raza
  চিন্তাধারা
- **ইসলামী বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা (৩য় কিস্তি)** ৩৫
  মুহাম্মাদ আব্দুর নুর
  ইতিহাস-ঐতিহ্য
- **চেরামন জামে মসজিদ : ভারতবর্ষের প্রথম মসজিদ** ৩৯
  শিক্ষাঙ্গন
- **অধিকাংশ সমাচার (৩য় কিস্তি)** ৪১
  লিলবর আল-বারাদী
- **শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষাক্রম মনিটরিং-এর গুরুত্ব** ৪৫
  মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
  পরশ পাথর
- **ছাবাহ : আযানের শব্দে ভাঙলো ঘুম যার** ৪৮
  অনুবাদ গল্প
- **ব্যবসায়ীর বদান্যতা** ৫০
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৫

সম্পাদকীয়

অর্থ-বিত্ত নয়, আমাদের মূল সম্বল ঈমান ও সৎআমল

দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উল্লম্ফন, আয়ের সাথে ব্যয়ের ক্রমব্যবধান, জীবন-জীবিকার ব্যাপক সংকোচন, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনমন, তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের অস্বাভাবিক সংকট আমাদের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনধারায় এক বড় ধরণের ধাক্কা দিয়েছে। করোনার পর আবার ঘুরে দাড়ানোর মুহূর্তে হঠাৎ এই ছন্দপতনে হতোদ্যম হয়ে পড়েছে নাগরিক জীবন। পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের বেহাল দশায় যোগ হয়েছে বাড়তি ভীতি। অজানা আশংকায় ভীতচকিত মানুষের মনজুড়ে বিরাজ করছে এক ধরণের অস্থিরতা। মনে হচ্ছে এই বুঝি আর পেরে ওঠা হবে না। সন্তান-সংসার, পরিবার-পরিজন নিয়ে এমন অনিশ্চয়তা আর দুর্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে বহু পরিবার। দুনিয়াবী জীবনই যাদের কাছে সবকিছু, তাদের জন্য তো বটেই, দ্বীনদার পরিবারগুলোতেও নেমেছে হতাশার আঁধার। সীমিত ও নির্ধারিত আয়ের মানুষগুলো অধীর অপেক্ষায় আছেন কবে বেতন-ভাতা বাড়বে। মাত্র ১২০ টাকা দৈনিক মজুরীতে যে সব চা শ্রমিক কাজ করে এসেছেন বছরের পর বছর, তারাও আর পেরে উঠছেন না। ইতিমধ্যে তারা মজুরী বাড়াতে মরিয়া হয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন। শুধু দক্ষিণ এশিয়াতেই নয়, করোনা এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের জোড়া ধাক্কায় সমগ্র বিশ্বেই শুরু হয়েছে দ্রব্যমূল্যের ভয়াবহ উর্ধ্বগতি। বিশ্বজুড়ে শোনা যাচ্ছে নতুন করে অর্থনৈতিক মন্দার পদধ্বনি। *মা'আযাল্লাহ*।

প্রতিবার ধাক্কা আসে, আর আমরা নির্দিষ্ট কাউকে দোষারোপ করি। কখনও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, কখনও বিশ্বব্যবস্থাকে। কিন্তু আমরা হয়ত কখনও ভাবার অবকাশ পাই না যে, এসব আমাদের জন্য অবধারিতভাবে প্রাপ্য। কেননা এসব যে আমাদেরই পাপাচারের ফল! সরকার দূর্নীতিগ্রস্ত, অবিবেচকের মত তেল-বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ; কিন্তু একই অপরাধের অংশীদার কি আমরাও সমানভাবে কিংবা আরো অধিকতরভাবে নই? নইলে তেলের দাম বাড়তে না বাড়তেই অন্য সবকিছুর দাম এমন আকাশছোঁয়া কেন হ'ল? এই সিন্ডিকেটেড অপরাধের জন্য দায়ী কি সরকার? তেলের দরবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি না রেখে রাতারাতি ইচ্ছেমত বহুগুণ দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় তো সরকার নয়, আমরাই লিপ্ত। এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, সরকার জনগণের প্রতিচ্ছবি। যে দেশের জনগণ যেমন, সে দেশের সরকারও তেমন হবে-এটাই স্বাভাবিক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এজন্যই ঘোষণা দিয়েছেন- 'মানুষের কৃতকর্মের ফল হিসাবে স্থলে ও সমুদ্রে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে । এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কর্মের কিছু শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (আল্লাহ্র দিকে) ফিরে আসে' *(সূরা রূম ৪১)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফসল। অনেক গুনাহ তো আল্লাহ ক্ষমাই করে দেন' *(সূরা আশ-শূরা ৩০)*। অর্থাৎ দুনিয়াবী বিপদাপদ কখনও আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ আসে; তবে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের নিজেদেরই কর্ম প্রতিফল।

সুতরাং ঈমানদার হিসাবে এ জাতীয় বিপদাপদে আমাদেরকে **প্রথমতঃ** দু'টি উপায় অবলম্বন করতে হবে।

ক. তওবা ও ইস্তিগফার : যে কোন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য যাবতীয় পাপাচার থেকে তওবা করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার বিকল্প নেই। সূরা হূদে এসেছে, (হূদ আঃ বলেন) তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তার দিকে ফিরে আস। (তাহলে) তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত উত্তম জীবনের স্বাদ দেবেন। এবং প্রত্যেক অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মোতাবেক অনুগ্রহ করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর মহাদিনের শাস্তির আশংকা করি *(হূদ ৩)*।

খ. ধৈর্য ধারণ : মুমিন যিন্দেগী সবসময় পরীক্ষায় ঘেরা। এই পরীক্ষায় টিকে থাকার জন্য ধৈর্য ধারণের চেয়ে উত্তম গুণ আর নেই। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা নিব। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে' *(বাক্বারা ১৫৫)*।

মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হ'ল সে যেমন সুখের সময় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থেকে প্রাণভরে শুকরিয়া আদায় করবে, তেমনি দুঃখ-কষ্টের সময় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে ধৈর্য অবলম্বন করবে। কোন অবস্থাতেই সে আল্লাহকে ভুলে যাবে না এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা হারাবে না। একথা সে সর্বদা মনে রাখবে যে, রিযিকের ফয়ছালা হয় আসমানে। যে রব সুসময়ে রিযিক দিয়েছেন, সেই রব দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দুঃসময়েও রিযিক দিতে পারেন। তিনিই সবকিছুর মালিক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা *(বাক্বারা ২৪৫)*। এজন্য ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.) চমৎকারভাবে বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি মোটেই পরোয়া করি না যদি যবের একটা দানার মূল্য এক দিনারও হয়। কেননা আমার দায়িত্ব হ'ল আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক ইবাদত জারি রাখা। আর আল্লাহর কাজ হ'ল আমাকে তাঁর প্রতিশ্রুত রিযিক দান করা'। সুতরাং দিশেহারা হওয়া নয়; বরং আমাদেরকে তওবা এবং ধৈর্যের মাধ্যমে এই বিপদাবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাইতে হবে। এতেই আমাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়তঃ আমাদেরকে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখতে হবে যে, দুনিয়াবী জীবন-জীবিকা, ধন-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি কোনকিছুই আমাদের প্রকৃত সম্পদ নয়, বরং ক্ষণকালের ভোগসামগ্রী মাত্র। সুতরাং এসবের মূল্যবৃদ্ধি, ঘাটতি, ক্ষয়ক্ষতি যেন আমাদের হীনবল করে না দেয়।

[বাকী অংশ ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

হালাল রূযী

আল-কুরআনুল কারীম :

১- يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ -

(১) ‘হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ’তে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, সব বিষয়ে আমি অবগত’ *(মুমিনূন ২৩/৫১)*।

২- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ-

(২) ‘হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক’*(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

৩- يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ-

(৩) ‘হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*।

৪- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ-

(৪) জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ’ত, তাহ’লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম’ *(আ‘রাফ ৭/৯৬)*।

হাদীছে নববী :

৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ أَخذ الْحَلَال وَترك الْحَرَام-

(৫) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, রিযক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করো না। কেননা কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যায় না যতক্ষণ না তার নির্ধারিত শেষ রিযক তার কাছে পৌঁছে যায়। অতঃপর তোমরা হালাল রিযক সুন্দরভাবে তালাশ কর। আর হারাম থেকে বিরত হও’।[১]

৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ -

(৬) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, দীনারের পূজারী, দিরহামের পূজারী ও পোশাকের পূজারী ধ্বংস হোক! তাকে দেয়া হলে সে খুশী। আর না দিলে নারায। সে ধ্বংস হোক, অধঃপতিত হোক। সে কাঁটাবিদ্ধ হলে তা আর বের করা হয় না। শুভ সংবাদ ওই বান্দার জন্য! যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরা অবস্থায় আছে, ধূলায়-ধুসর কেশ নিয়ে, ধূলোমলিন দুই পা নিয়ে। যদি সে প্রহরার দায়িত্বে থাকে তবে সে পাহারা দেয়। যদি সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে থাকা তার দায়িত্ব হয়ে থাকে তবে সে পশ্চাদ্ভাগে থাকে। যদি সে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। যদি সে সুফারিশ করে, তার সুফারিশ কবুল করা হয় না’।[২]

৭- عَنِ الْمِقْدَامِ رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

(৭) মিক্বদাদ (রাঃ) রাসূল হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ খায়নি। আর নিশ্চয় আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতের উপার্জন থেকেই খেতেন’।[৩]

৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ-

---

১. *মুসতাদরাক হা/২১৩৪; সিলসিলাতুস্ ছহীহাহ্ হা/২৬০৭।*
২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬১।*
৩. *বুখারী, মিশকাত হা/২৭৫৯।*

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের সামনে এমন একটি যুগ আসবে, যখন কেউ কি উপায়ে ধন-সম্পদ উপার্জন করলো, হারাম না হালাল উপায়ে- এ ব্যাপারে কেউ কোনো প্রকার পরোয়া করবে না'।[৪]

৯- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

(৯) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ উভয়ের মধ্যে এমন অনেক সন্দেহভাজন বিষয় রয়েছে, যে ব্যাপারে অনেক মানুষই এগুলো হালাল, কি হারাম-এ বিষয়ে অবগত নয়। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় হতে বিরত থাকবে, তার দীন ও মান-মর্যাদা পুত-পবিত্র থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহে পতিত থাকবে, সে সহসাই হারামে জড়িয়ে পড়বে। বিষয়টি সেই রাখালের ন্যায়, যে রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার কাছাকাছি নিয়ে চরালো, তার পাল অজান্তেই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সাবধান! প্রত্যেক দায়িত্বশীলেরই (প্রশাসন বা সরকারেরই) চারণভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা) আছে, আর আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ চারণভূমি হারামসমূহকে নির্ধারিত করেছেন। মনে রাখতে হবে, মানব দেহের ভিতরে একটি গোশতপিন্ড আছে, যা ভালো থাকলে গোটা শরীরই ভালো থাকে। আর এটি নষ্ট হয়ে গেলে বা বিকৃতি ঘটলে সমস্ত শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। সেই গোশতপিন্ডটিই হলো 'কলব' (অন্তঃকরণ)'।[৫]

১০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ، أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟.

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পুত-পবিত্র, তিনি পুত-পবিত্র জিনিসকেই গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা যে কাজ করতে রাসূলদের প্রতি নির্দেশ করেছেন তদ্রূপ এই একই কাজের নির্দেশ মু'মিনদেরকেও করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! পাক-পবিত্র হালাল রূযী খাও এবং নেক আমল কর' *(মু'মিনূন ২৩/৫১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি সেই পাক-পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

অতঃপর তিনি (ছাঃ) দৃষ্টান্ত হিসাবে এক ব্যক্তির অবস্থা উল্লেখ করে বলেন যে, এ ব্যক্তি দূর-দূরান্তের সফর করছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীর ধূলাবালুতে মাখা। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি দু'হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কাতর কণ্ঠে বলে ডাকছে, হে রব্! হে রব্! কিন্তু তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পরনের পোশাক হারাম। আর এ হারামই সে ভক্ষণ করে থাকে। তাই এমন ব্যক্তির দো'আ কিভাবে কবুল হতে পারে?[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. আবু আব্দুল্লাহ বাজী আল-যাহেদ (রহঃ) বলেন, 'আমলের পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয় যরূরী- ক. মহান আল্লাহকে জানা খ. সত্যটা জানা গ. ইখলাছ তথা আমলের পরিশুদ্ধিতা ঘ. সুন্নাহ মোতাবেক আমল করা এবং ঙ. হালাল রূযী ভক্ষণ করা'।[৭]

২. সাঈদ ইবনু যুবাইর এবং যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'পবিত্র খাবার খাও অর্থাৎ হালাল রূযী খাও'।[৮]

৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর প্রণেতা বলেন, বান্দার দো'আ এবং ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হ'ল হালাল রূযী ভক্ষণ এবং হারাম খেয়ে কখনো দো'আ ও ইবাদত মহান আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না'।[৯]

সারবস্তু :

১. নিজের হাতে কামাইকৃত হালাল রূযীই ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক।

২. যে কোন ইবাদত ও দো'আ কবুলের পূর্ব শর্ত হল হালাল রূযী।

৩. বয়স ও সম্পদ বৃদ্ধি করতে চাইলে হালাল রূযী ভক্ষণের বিকল্প নেই।

৪. মহান আল্লাহ্র ভালবাসা প্রাপ্তির মাধ্যমে জান্নাত লাভের গুরুত্বপূর্ণ পথ হ'ল হালাল রূযী ভক্ষণ করা।

৫. দুনিয়ার সৌভাগ্য অর্জন এবং আখেরাতের মুক্তির সোপান হ'ল হালাল রূযী ভক্ষণ।

---

৪. বুখারী, মিশকাত হা/২৭৬১।
৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২।
৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০।
৭. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১১১ পৃ.।
৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/২৪৭ পৃ.।
৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২০৬ পৃ.।

সৌভাগ্যবান জীবন

-মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

ভূমিকা : সৌভাগ্যবান জীবন কে না চায়? কিন্তু সেই সুখী ও সৌভাগ্যবান জীবন অধিকাংশের কাছেই অধরা থেকে যায়। দুঃখের গ্লানি মানুষের জীবনকে বিষিয়ে তুলে। ইসলাম মানুষের জীবনে সুখ ও সৌভাগ্যের পরশ মেলাতে সুনিয়ন্ত্রিত পথ দেখিয়েছে। নিম্নে এই পথগুলো উল্লেখ করা হ'ল।

১. ঈমান ও সৎকর্ম ঃ সৌভাগ্যময় জীবন লাভের অন্যতম প্রধান ও আসল উপায় হ'ল ঈমান ও সৎকর্ম। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'পুরুষ হৌক নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমান ও সৎআমলের সমন্বয় সাধন করতে পারবে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইহকালে পবিত্র জীবন এবং পরকালে উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর এর কারণ সুস্পষ্ট। কেননা মুমিনগণ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশুদ্ধ ঈমানের ফলে সৎকাজ করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য মন-মানসিকতা ও নৈতিক চরিত্রকে সংশোধন করে। তাছাড়া ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি দুঃখ-কষ্টের প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে আসার যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে তোলার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শক্তি-সামর্থ সঞ্চয় করে এবং সর্ববস্থায় আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট থাকে। এজন্য সে একটি পবিত্র ও সুখী জীবন যাপন করতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ 'মুমিনের কর্মকাণ্ডে অবাক হওয়ার বিষয় হ'ল তার সকল কাজই মঙ্গলজনক। সে সুখ-শান্তি লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে সে ধৈর্য ধারণ করে; ফলে তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর এই সুযোগ মুমিন ব্যতীত অন্য কারও ভাগ্যে জুটে না'।[১]

সুতরাং নবী করীম (ছাঃ) জানিয়ে দিলেন যে, মুমিনের প্রাপ্তি ও কল্যাণ দ্বিগুণ। হাসি-আনন্দ ও দুঃখ-কষ্ট সকল অবস্থায়ই সে তার কর্মকাণ্ডের সুফল ভোগ করবে।

অন্যদিকে যে ব্যক্তির নিকট প্রকৃত ঈমান নেই এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল নেই, তাকে যখন অভাব-অনটন দ্বারা অথবা দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়ার কিছু থেকে বঞ্চিত করার দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়, তখন সে দুঃখ-কষ্টে চরম বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়ে যায়।

২. সৃষ্টির প্রতি ইহসান ঃ সৌভাগ্যবান জীবন লাভের অন্যতম উপায় হ'ল কথা, কাজ ও সদাচরণের মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি ইহসান করা। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পুণ্যবান ও পাপীর কর্মকাণ্ড অনুসারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা দূর করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব' *(নিসা ৪/১১৪)*।

৩. উপকারী জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত থাকা ঃ অস্থিরতা ও পাপ-পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকা মনকে নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম উপায় হচ্ছে উপকারী জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত থাকা। কেননা তা মনকে ঐসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখে, যা তাকে অস্থির করে তোলে। ফলে সে মানসিকভাবে আনন্দ অনুভব করবে এবং তার মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে।

৪. বর্তমানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ঃ সুখময় জীবন লাভের অপর উপায় হ'ল বর্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং ভবিষ্যত ও অতীতকালীন কর্মকাণ্ড নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বন্ধ করা। কেননা অতীতের কোন বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, যা কোন দিন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আর ভবিষ্যতকালে কোন দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকাও ক্ষতিকর। অতএব বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল তার আজকের দিন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তার সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা বর্তমান সময়কে ঘিরে ভাল কাজে ব্যয় করা। কারণ এদিকে মনোযোগ দিলেই তার কর্মকাণ্ড পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ হবে এবং সে দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। আর নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন দো'আ করতেন অথবা তাঁর উম্মতকে দো'আ করতে বলতেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনার সাথে সাথে যা পাওয়ার জন্য দো'আ করা হয়, তা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে উৎসাহ প্রদান করতেন। আর যা দূর করার জন্য দো'আ করা হ'ত, তা থেকে দূরে সরে থাকতে উৎসাহ দিতেন। কারণ দো'আ আমলের মতই। সুতরাং বান্দা দ্বীন ও

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৭।*

দুনিয়ার ক্ষেত্রে তার উপকারী বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে এবং তার উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করবে। আর এই ব্যাপারে তাঁর নিকট সাহায্য চাইবে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ‘দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে; যা তোমার জন্য উপকারী, তা তুমি কামনা কর এবং আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। আর অক্ষমতা প্রকাশ করো না। কোন বস্তু অর্জন করার পর এ কথা বল না যে, যদি আমি এরূপ এরূপ কাজ করতাম। বরং বল, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন; কেননা যদি শয়তানের পথকে খুলে দেয়’।[২]

সুতরাং নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক অবস্থায় উপকারী কর্মের কামনা করতে আদেশ করেছেন। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্র সাহায্য চাইতে এবং দুর্বলতা ও অক্ষমতার নিকট আত্মসমর্পণ না করতে, যা ক্ষতিকারক অলসতা। তিনি আরও আদেশ করেছেন অতীতকালের বিষয় এবং আল্লাহ্র ফয়ছালা ও তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যকে মেনে নেয়ার জন্য।

আর তিনি সকল কর্মকাণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম প্রকার : বান্দা তা পুরাপুরি বা অংশবিশেষ অর্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় অথবা তা প্রতিরোধ করতে বা কিছুটা লাঘব করতে সক্ষম। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বান্দা তার চেষ্টা-প্রচেষ্টার শুরু করবে এবং মা‘বুদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। দ্বিতীয় প্রকার : এই ব্যাপারে তার ক্ষমতা নেই। সুতরাং এই ব্যাপারে সে শান্ত ও সন্তুষ্ট থাকবে এবং তা মেনে নেবে। আর কোন সন্দেহ নেই যে, কোন বান্দা এই নীতি মেনে চললে তা তার আনন্দ অনুভব করা ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হওয়ার কারণ হবে।

৫. বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকির ঃ হৃদয়ের উদারতা ও মনের প্রশান্তির বড় উপায় হ’ল বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকির করা। কারণ হৃদয়ের প্রশস্ততা ও মনের প্রশান্তি কায়েম করতে এবং তার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করতে যিকিরের আশ্চর্য ধরনের প্রভাব রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ‘জেনে রাখ, আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়’ *(রা‘দ ১৩/২৮)*।

সুতরাং বান্দার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের লক্ষ্য অর্জন ও তার প্রত্যাশিত ছওয়াব ও প্রতিদান পেতে আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণের বিরাট প্রভাব রয়েছে।

৬. আল্লাহ্র নে‘মতের আলোচনা ঃ সৌভাগ্যবান জীবনলাভের অন্যতম উপায় হ’ল আল্লাহ্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার নে‘মতের আলোচনা করা। কারণ তাঁর নে‘মত সম্পর্কে জানা এবং তার আলোচনা দ্বারা তিনি বান্দার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করেন। আর তিনি বান্দাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করেন; যদিও সে অভাব-অনটন, অসুস্থতা ইত্যাদি নানা প্রকারের বালা-মুছীবতে থাকে। কারণ বান্দা যখন তার উপর আল্লাহ প্রদত্ত নে‘মতের মধ্যে থাকে, তখন তা গণনা বা হিসাব করা সম্ভব হয় না। আর তিনি সাধারণত বান্দা যেসব অপসন্দনীয় ও কষ্টকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়, তাও বর্ণনা করে দিয়েছেন; যেসব অপসন্দনীয় বস্তু বা বিষয়ের সাথে নে‘মতের কোন সম্পর্ক নেই। বরং বিপদ-মুছীবত দ্বারা যখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করেন; বান্দাও সেই ব্যাপারে ধৈর্য, সন্তুষ্টি ও মেনে নেয়ার মত দায়িত্ব পালন করে, তখন বিপদের সেই চাপটি সহ্য করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর ছওয়াব ও প্রতিদানের আশা এবং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সাথে কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদত করার দ্বারা সে তিক্ত বস্তুকে মিষ্টি বস্তু মনে করে। ফলে প্রতিদানের স্বাদ বান্দাকে ধৈর্যের তিক্ততার কথা ভুলিয়ে দেয়। ফলে সহজেই সে সুখী জীবন লাভ করে।

৭. জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে অধঃস্তন ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ্য করা ঃ রাসূল (ছাঃ) বলেন, انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ‘তোমরা তোমাদের চেয়ে নিম্নস্থ ব্যক্তির দিকে তাকাও। আর তোমাদের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির দিকে তাকিও না।

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৮।*

কারণ তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা'।[৩]

সুতরাং বান্দার কপালে যখন গৌরবময় ভাগ্যরেখা অঙ্কিত হয়, তখন সে নিজেকে সুস্থতা এবং রিযিকের ক্ষেত্রে অন্য অনেকের চেয়ে উন্নত মনে করে। ফলে তার অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা দূর হয় এবং আল্লাহ্র নে'মতের প্রতি তার সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যখনই আল্লাহ্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দ্বীনী ও দুনিয়াবী নে'মতের প্রতি বান্দার আশা-আকাংখা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'তে থাকে, তখনই সে তার রবকে দেখে যে, তিনি তাকে অনেক কল্যাণ দান করেছেন এবং বহু অকল্যাণ দূর করেছেন। কোন সন্দেহ নেই যে, তার এই আশা-আকাংখা দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনাসমূহ দূর করবে এবং হাসি-খুশি ও আনন্দকে আবশ্যক করে তুলবে।

৮. দুশ্চিন্তার কারণগুলো দূর করা ও সুখ-শান্তি অর্জনের উপায় অবলম্বনে সচেষ্ট হওয়া : দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করা এবং সুখ-শান্তি অর্জন করার অন্যতম উপায় হচ্ছে দুশ্চিন্তার কারণ দূরিকরণ ও সুখ-শান্তি অর্জনের উপায় অবলম্বনে সচেষ্ট হওয়া। আর তা হচ্ছে ব্যক্তি তার অতীতে ঘটে যাওয়া দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাবে, যা তার পক্ষে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব এবং তাকে বুঝতে হবে যে, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা অনর্থক কাজ। আর এ ধরনের কাজ আহাম্মকী ও পাগলামী যে, তার মন অতীতে ঘটে যাওয়া দুঃখ-কষ্ট নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে উঠবে এবং ঠিক একইভাবে তার মন ভবিষ্যৎ জীবনের কাল্পনিক অভাব-অনটন, ভয়-ভীতি ইত্যাদি ধরনের দুঃখ-কষ্টের চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠবে।

সুতরাং তাকে জানতে হবে যে, ভবিষ্যতকালীন বিষয়াদি অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট। তার মধ্যে ভাল-মন্দ আশা-হতাশা এবং দুঃখ-বেদনা সবই থাকতে পারে। আর তা মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র হাতে। তার কোন কিছুই বান্দার হাতে নয়। বান্দা শুধু তা থেকে কল্যাণসমূহ অর্জন এবং অকল্যাণসমূহ থেকে বাঁচার জন্য সচেষ্ট থাকবে। আর বান্দাকে আরও জানতে হবে যে, সে যখন ভবিষ্যতকালীন বিষয় নিয়ে তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও চিন্তা-ভাবনা থেকে ফিরে আসবে; তার ভাল-মন্দের ব্যাপারে তার প্রতিপালকের উপর ভরসা করবে এবং তার প্রতি আস্থাশীল হবে, তখন তার অন্ত র শান্তি অনুভব করবে, তার অবস্থার উন্নতি হবে এবং সকল দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যাবে।

৯. দীন, দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করার জন্য প্রার্থনা ঃ যেমন নবী করীম (ছাঃ) প্রায়শই এই দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِى دِينِىَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِى وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِى وَأَصْلِحْ لِى آخِرَتِى الَّتِى فِيهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِى فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে সংশোধন করে দাও, যা আমার কর্মকাণ্ডকে পাপমুক্ত রাখবে; তুমি আমার দুনিয়াকে সংশোধন করে দাও, যার মধ্যে আমার জীবন-জীবিকা রয়েছে এবং তুমি আমার আখেরাতকে সংশোধন করে দাও, যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে। আর তুমি প্রতিটি কল্যাণের জন্য আমার হায়াতকে বাড়িয়ে দাও এবং খারাপ বা অকল্যাণের চেয়ে আমার জন্য মৃত্যুকে আনন্দদায়ক করে দাও'।[৪] অনুরূপভাবে তিনি আরও বলেন, اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِى إِلَى نَفْسِى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِى شَأْنِى كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ 'হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমার রহমতেরই প্রত্যাশা করি, সুতরাং তুমি এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ো না। আর তুমি আমার সকল বিষয় সংশোধন করে দাও; তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই'।[৫]

সুতরাং বান্দা যখন এই দো'আটি বিশুদ্ধ নিয়তে মনোযোগ দিয়ে তার বাস্তব দিক নিয়ে চিন্তা-গবেষণাসহ পাঠ করবে, যার মধ্যে তার দ্বীনী ও দুনিয়াবী ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তখন আল্লাহ তার প্রার্থনা ও প্রত্যাশা বাস্তবে রূপান্তরিত করবেন এবং তার দুশ্চিন্তাকে খুশী ও আনন্দে পরিণত করবেন।

১০. বিপদ-মুছীবত লাঘব করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনা করা ঃ বান্দা যখন দুর্ঘটনা কবলিত হয়, তখন তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা দূর করার অন্যতম কার্যকারী উপায় হ'ল তা লাঘব করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনা করা এবং তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়া। তার এই প্রস্তুতি ও ফলপ্রসু চেষ্টা-সাধনার দ্বারা তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তাসমূহ দূর হবে।

সুতরাং যখন তাকে ভয়-ভীতি, রোগ-ব্যাধি, অভাব-অনটন আচ্ছন্ন করে ফেলবে, তখন সে যেন এতেই প্রশান্তি লাভ করে এবং নিজের জন্য এই পরিবেশকে অথবা তার চেয়ে আরও কঠিন পরিবেশকে আপন করে নেয়। কারণ দুঃখ-কষ্টের সম্ভবনাময় পরিবেশে কোন ব্যক্তি বসবাস করলে তার জন্য তা থেকে উত্তরণ সহজ হয় এবং তার ভয়াবহতা দূর হ'তে থাকে। বিশেষ করে যখন সে নিজেকে তার সাধ্যানুযায়ী দুঃখ-কষ্ট প্রতিরোধে ব্যস্ত রাখে, তখন সে বিপদ-মুছীবত দূর করার জন্য ফলপ্রসু চেষ্টা-সাধনার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বসবাস করতে থাকে এবং দুঃখ-কষ্ট মূলোৎপাটনে আল্লাহ্র উপর ভরসা ও আস্থা রেখে নতুন নতুন শক্তি ও কৌশল প্রয়োগে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। কোন সন্দেহ নেই যে, বান্দার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন প্রতিদান লাভের আশা-আকাঙ্খার সাথে সাথে সুখ-শান্তি ও

৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪২।*

৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৩।*

৫. *আবুদাউদ হা/৫০৯০; মিশকাত হা/২৪৪৭।*

হৃদয়ের প্রসারতা ও উদারতার গুণ অর্জনে এসব কর্মকাণ্ডের বিরাট উপকারিতা রয়েছে। আর এটা অভিজ্ঞতালব্ধ দৃশ্য বা দৃষ্টান্ত, যা সংঘটিত হয় অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে।

১১. মনোবল বৃদ্ধি এবং কল্পনাপ্রসূত অস্বস্তি, আবেগ-উত্তেজনা বর্জন করা : মানসিক ও শারীরিক রোগ চিকিৎসার অন্যতম উপায় হচ্ছে মনোবল বৃদ্ধি এবং কল্পনাপ্রসূত অস্বস্তি ও আবেগ-উত্তেজনা বর্জন করা, যা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার জন্ম দেয়। কারণ মানুষ যখন কল্পনার নিকট আত্মসমর্পন করে এবং তার মন যখন রোগব্যাধি, ক্রোধ, বেদনাদায়ক কারণে বিশৃঙ্খলা, দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হওয়া ইত্যাদির প্রভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠে, এসব তখন তাকে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, মানসিক ও শারীরিক রোগ এবং স্নায়ুবিক দুর্বলতার দিকে ঠেলে দেয়; তার এমন অনেক কুপ্রভাব রয়েছে, যার বহু ক্ষতিকারক দিক সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করে।

১২. আল্লাহ্র উপর ভরসা করা : যখন বান্দার অন্তর আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল হয়, সে নিজেও তার (আল্লাহ্র) উপর ভরসা করে, আন্দাজ-অনুমান ও কল্পনার নিকট আত্মসমর্পন না করে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়, আল্লাহ্র প্রতি আস্থাশীল হয় এবং প্রভুর অনুগ্রহের আশা-আকাঙ্খা রাখে, তখন তার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাসমূহ দূর হয় এবং তার মানসিক ও শারীরিক রোগসমূহ সেরে যাবে। আর মানসিক শক্তি, উদারতা ও প্রফুল্লতা অর্জিত হবে। উল্লেখ্য যে, হাসপাতালগুলো ভরপুর হয়েছে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাগ্রস্ত মানসিক রোগীদের দ্বারা। অনেক শক্তিশালী লোকও এ কারণে বুদ্ধিহীন ও পাগলে পরিণত করেছে। এর প্রভাব থেকে শুধু ঐ ব্যক্তিই বেঁচে গেছে, যাকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধি ও মনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করার ফলপ্রসু উপায় অবলম্বনের তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট' *(তালাক ৬৫/৩)*।

সুতরাং আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী ব্যক্তি মানসিকভাবে শক্তিশালী, যাকে কোন কুধারণা ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা প্রভাবিত করতে পারে না।

এতদসত্ত্বেও সে জানে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তার সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে সে আল্লাহ্র প্রতি আস্থাশীল হয় এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। এতে তার দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা দূর হয়; দুঃখ সুখে পরিণত হয়; কষ্ট আনন্দে রূপান্তর হয় এবং ভয়-ভীতি পরিণত হয় নিরাপত্তায়। সুতরাং আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সুস্থতা কামনা করছি এবং আরও প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের উপর অনুগ্রহ করেন, যে ভরসার কারণে আল্লাহ তার সকল কল্যাণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং সকল অকল্যাণ ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে নিরাপদে রাখবেন।

১৩. মন্দ আচরণের পরিবর্তে ইহসান করা ঃ নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ 'কোন মুমিন বান্দা কোন মুমিন বান্দীকে ঘৃণা করবে না। তার কোন আচরণকে সে অপসন্দ করলেও তার কোন কোন আচরণকে সে পসন্দ করবে'।[৬]

চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনেকেই বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগ ও বিপদ-মুছীবতের সময় নিজেদেরকে ধৈর্য ধারণ করা ও শান্ত থাকার প্রবোধ দিয়ে থাকে। কিন্তু তারাই আবার অনেক তুচ্ছ বিষয়ে অস্থির হয়ে উঠে এবং পরিচ্ছন্নতাকে পঙ্কিলতায় পরিণত করে। এর একমাত্র কারণ হ'ল, তারা বড় বড় বিষয়ের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে দায়িত্ববান মনে করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের ক্ষেত্রে তেমন দায়িত্ববান মনে করে না। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং বুদ্ধিমান লোক নিজেকে ছোট ও বড় সকল বিষয়েই দায়িত্ববান মনে করে এবং এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে। এক মুহূর্তের জন্যও সে নিজেকে দায়িত্বহীন মনে করে না। ফলে তার নিকট ছোট-বড় সকল সমস্যাই সহজ হয়ে যায় এবং সে প্রশান্ত হৃদয়ে বহাল তবিয়তে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে থাকে। *(ক্রমশঃ)*

[লেখক : মূল শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী লিখিত 'আল-অসায়েলুল মুফীদাহ লিল হায়াতিস সাঈদাহ' বইটি অবলম্বনে]

---

৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪০।

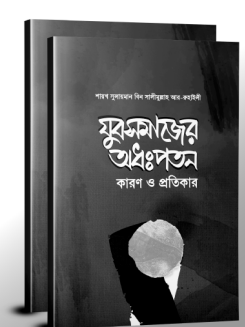

সদ্য প্রকাশিত

যুবসমাজের অধঃপতন কারণ ও প্রতিকার

লেখক : শায়খ সুলায়মান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী

কুরআন বর্জন, হাদীছ থেকে দূরে সরে যাওয়া, সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ না বুঝা, জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের ব্যাপারে ঔদাসীন্য, অসৎ সঙ্গ, সময়ের অপব্যবহার, ইন্টারনেট আসক্তি ইত্যাদি নানা কারণে বর্তমান মুসলিম যুবসমাজ ক্রমশঃ অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রশান্তিময় জীবন-যাপনের দিশা লাভের জন্য বইটি পাঠ করা প্রত্যেক মুসলিম যুবকের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

জুম'আর দিনে করণীয় : গুরুত্ব ও ফযীলত

- মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

জুম'আর দিন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, যা মুসলমানদের নিকট সাপ্তাহিক ঈদ। এটি সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে এই দিন ছুটি থাকে। মানুষ মনে করে শুক্রবার মানে অবসর দিবস। আবার কেউ মনে করে জুম'আর দিন মানে বেড়ানোর দিন। তবে একজন মুমিন ব্যক্তির কাছে জুম'আর দিন ও রাত বিশেষ ইবাদতের দিন। সে সকালে উঠে জামা'আতে ফজর ছালাত আদায় করে নাস্তা করে আবারো মসজিদ পানে দৌড়াবে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবে। জুম'আর ছালাত আদায় শেষে বাড়িতে ফিরবে এবং খাবার খেয়ে অল্প বিশ্রাম নিয়ে আবারো মসজিদ পানে ছুটে যাবে নিজের পাপ মোচনের জন্য বা আল্লাহর রহমত লাভের আশায়। মাগরিব পর্যন্ত জোর চেষ্টা চালাবে নিজেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে। অবসর দিন ভেবে এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটিকে সে হেলায় কাটাবে না।

জুম'আর দিনে আল্লাহ তা'আলা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করেছেন। সপ্তাহের সর্বোত্তম দিন হ'ল জুম'আর দিন। এ দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এ দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে (দুনিয়ায় পাঠিয়ে) দেয়া হয়েছে। আর ক্বিয়ামত ও এ জুম'আর দিনেই কায়েম হবে'।[১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুম'আর দিন। সুতরাং ঐ দিন তোমরা আমার উপর অধিকমাত্রায় দরূদ পড়। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। লোকেরা বলল, হে রাসূল! আপনি তো (মারা যাওয়ার পর) পচে-গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ পয়গম্বরদের দেহসমূহকে খেয়ে ফেলা মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন'।[২] সর্বোপরি জুমআ'র দিন কেবল ছুটির দিন নয়, এটি অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ একটি দিন।

জুম'আর দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত:

জুম'আর দিন মূলতঃ ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের দিন। এই দিনে ইবাদতের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও দুনিয়াবী কাজ গুটিয়ে নিয়ে ইবাদতে মনোনিবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'হে মুমিনগণ! যখন জুম'আর দিন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ *(জুম'আ ৬২/০৯)*।

জুম'আর দিনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ 'লোকেরা যেন জুম'আ ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন, তারপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে'।[৩] তিনি আরো বলেন, مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ 'যে ব্যক্তি অলসতা ও অবহেলা করে পরপর তিন জুম'আর ছালাত ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর বা তালা লাগিয়ে দেবেন'।[৪] তিনি আরো বলেন, জুম'আর ছালাত আদায় করতে আসে না এমন এক দল লোক সম্পর্কে নবী (ছাঃ) বললেন, لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ 'আমার ইচ্ছা হয় যে, কোন ব্যক্তিকে ছালাতে ইমামত করার নির্দেশ দেই আর আমি গিয়ে যারা জুম'আর ছালাত আদায় করতে আসে না, আগুন লাগিয়ে তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই'।[৫]

জুম'আর দিনের ফযীলত :

জুম'আর দিনের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ– 'সূর্য উদিত হয়েছে এমন দিন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল জুম'আর দিন। এ দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এদিন তাকে সেখান থেকে বের করা হয়। আর ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না জুম'আর দিন ব্যতীত'।[৬] তিনি আরো বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ

১. *মুসলিম হা/৮৫৪; মিশকাত হা/১৩৫৬।*
২. *আবুদাউদ হা/১০৪৭; নাসাঈ হা/১৩৭৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৭৪।*
৩. *মুসলিম হা/৮৬৫; মিশকাত হা/১৩৭০।*
৪. *আবুদাউদ হা/১০৫২; মিশকাত হা/১৩৭১; ছহীহুত তারগীব হা/৭২৭।*
৫. *মুসলিম হা/৬৫২; মিশকাত হা/১৩৭৮।*
৬. *মুসলিম হা/৮৫৪; মিশকাত হা/১৩৫৬।*

الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، 'মানুষ এবং জ্বিন ব্যতীত এমন কোন প্রাণী নাই, যে প্রাণী জুম'আর দিন ভোরবেলা হ'তে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে চিৎকার করে না'।[৭] জুম'আর বিশেষ কিছু ফযীলত নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল;

১. জুম'আর দিনে একাধিক সৎ আমলে জান্নাতবাসীর অন্তর্ভুক্তি :

জুম'আর দিন এত ফযীলতপূর্ণ একটি দিন যে এই দিনে পাঁচটি আমল করতে পারলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতবাসী হিসাবে গণ্য করবেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً 'পাঁচটি আমল যে একই দিনে করবে, আল্লাহ তা'আলা তার নাম জান্নাতবাসীদের মধ্যে লিখে দিবেন। ১. যে রোগীর সেবা করল, ২. যে কারো জানাযায় উপস্থিত হ'ল, ৩. যে ছিয়াম পালন করল, ৪. জুম'আর দিনে মসজিদে গেল এবং ৫. একজন দাস মুক্ত করল'।[৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَشَهِدَ جَنَازَةً،و عَادَ مَرِيضًا، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً 'পাঁচটি আমল যে একই দিনে করবে আল্লাহ তা'আলা তার নাম জান্নাতবাসীদের মধ্যে লিখে দিবেন; যে জুম'আর দিনে ছিয়াম পালন করবে, জুম'আর জন্য মসজিদে যাবে, জানাযায় উপস্থিত হবে, রোগীর সেবা করবে ও একজন দাস মুক্ত করবে'।[৯] কোন বর্ণনায় রয়েছে, যে আমলগুলো করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে'।[১০]

২. জুম'আর দিন আল্লাহ্র নিকট মহান দিন :

জুম'আর দিন দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন। এই দিন ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার দিন অপেক্ষা উত্তম। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، فِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ : خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلا سَمَاءٍ وَلا أَرْضٍ وَلا رِيَاحٍ ' وَلا جِبَالٍ وَلا بَحْرٍ إِلا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ জুম'আর দিন সকল দিনের সর্দার, সব দিনের চেয়ে বড় ও আল্লাহ্র নিকট বড় মর্যাদাবান। এ দিনটি আল্লাহ্র কাছে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের চেয়ে অধিক উত্তম। এ দিনটির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (১) আল্লাহ তাআলা এ দিনে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। (২) এ দিনে তিনি আদমকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। (৩) এ দিনেই আদম মৃত্যুবরণ করেছেন। (৪) এ দিনে এমন একটা ক্ষণ আছে সে ক্ষণে বান্দারা আল্লাহর কাছে হারাম জিনিস ছাড়া আর যা কিছু চায় তা তিনি তাদেরকে দান করেন। (৫) এ দিনেই ক্বিয়ামত হবে। আল্লাহ্র নিকটবর্তী মালাক (ফেরেশতা), আসমান, যমীন, বাতাস, পাহাড়, সাগর সবই এই জুম'আর দিনকে ভয় করে'।[১১]

৩. জুম'আ আদায়কারীর জন্য আলোকবর্তিকা :

যারা জুম'আর ছালাত আদায় করবে তাদের জন্য এই জুম'আ কিয়ামতের দিন নূর বা আলো হবে। আর এই আলোতে সে পুলছিরাত পার হবে। জুম'আর দিনকে সাপ্তাহিক ঈদ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। জুম'আয় উপস্থিত হওয়ার যেমন বিশেষ ফযীলত রয়েছে তেমনি এতে উপস্থিত হয়ে ছালাত আদায় করা আল্লাহ্র নূর অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيَبْعَثُ الْجُمُعَةَ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً، أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا كَالْعَرُوسِ تُهْدَى، إِلَى كَرِيمِهَا تُضِيءُ لَهُمْ، يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا، أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا، وَرِيحُهُمْ تَسْطَعُ كَالْمِسْكِ يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ لَا يُطْرِفُونَ تَعَجُّبًا حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، لَا يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ – 'আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দিনসমূহকে নিজ অবস্থায় উত্থিত করবেন। তবে জুম'আর দিনকে আলোক-উজ্জ্বল ও দ্বীপ্তিমান করে উত্থিত করবেন। জুম'আ আদায়কারীগণ আলো দ্বারা বেষ্টিত থাকবে যেমন নতুন বর বেষ্টিত থাকে, যা তাকে প্রিয়জনের অভিমুখী করে। তারা আলোক বেষ্টিত থাকবে এবং সেই আলোতে চলবে। তাদের রং হবে বরফের মত উজ্জ্বল ও সুগন্ধি হবে কাফূরের পর্বত থেকে সিঞ্চিত মিশকের মত। তাদের দিকে জিন ও মানুষ তাকাতে থাকবে। তারা আনন্দে দৃষ্টি ফিরাতে না ফিরাতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সাথে একনিষ্ঠ ছওয়াব প্রত্যাশী মুয়ায্যিন ছাড়া কেউ মিশতে পারবে না'।[১২]

৪. জুম'আ মুসলমানদের জন্য নে'মত, যা থেকে ইহূদী-নাছারারা বঞ্চিত :

জুম'আর দিন মুসলমানদের জন্য বড়ই নে'মত। এতে যত কল্যাণের সমাবেশ ঘটেছে অন্য কোন দিনে ঘটেনি বা

৭. *ইবনু হিব্বান হা/২৭৭২; ছহীহুত তারগীব হা/৬৯৭।*
৮. *ইবনু হিব্বান হা/২৭৭১; ছহীহাহ হা/১০২৩।*
৯. *আবু ইয়া'লা হা/১০৪৪; ছহীহাহ হা/১০২৩।*
১০. *আবু ইয়া'লা হা/১০৪৩; ছহীহাহ হা/১০২৩-এর আলোচনা।*
১১. *ইবনু মাজাহ হা/১০৮৪; মিশকাত হা/১৩৬৩; ছহীহুল জামে' হা/২২৭৯।*
১২. *হাকেম হা/১০২৭; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৩০; ছহীহাহ হা/৭০৬; ছহীহুত তারগীব হা/৬৯৮।*

ঘটবেওনা। এই দিনের প্রার্থনায় বড় বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কল্যাণকর কিছু চাওয়া হলে তা পাওয়া যায়।

যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي يَدِهِ مِرْآةٌ بَيْضَاءُ، فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ؛ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ، تَكُونُ أَنْتَ الأَوَّلُ، وَتَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَعْدِكَ، قَالَ: مَا لَنَا فِيهَا، قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا رَبَّهُ فِيهَا بِخَيْرٍ، هُوَ لَهُ قَسْمٌ إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، أَوْ لَيْسَ لَهُ بِقَسْمٍ إِلا ادُّخِرَ لَهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، أَوْ تَعَوَّذَ فِيهَا مِنْ شَرٍّ، هُوَ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ، إِلا أَعَاذَهُ مِنْ أَعْظَمَ مِنْهُ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ النُّكْتَةُ السَّوْدَاءُ فِيهَا؟ قَالَ: هِيَ السَّاعَةُ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الأَيَّامِ عِنْدَنَا، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيدِ، 'একদা জিবরীল (আঃ) আমার নিকট আসলেন। তখন তার হাতে একটি স্বচ্ছ সাদা আয়না ছিল। যার মধ্যে একটি কালো দাগ ছিল। আমি বলললাম, হে জিবরীল, এটা কী? তিনি বললেন, এটা জুম'আ, আপনার রব এটা আপনার নিকট উপস্থাপন করেছেন যাতে এই দিন আপনার ও আপনার পরবর্তী লোকদের জন্য ঈদ হয়ে যায়। পরকালে আপনিই অগ্রগামী আর ইহূদী-নাছারারা পশ্চাৎগামী। তিনি বললেন, এতে আমাদের জন্য লাভ কী? জিবরীল (আঃ) বলেন, এতে অনেক কল্যাণ রয়েছে। এই দিনে একটি মুহূর্ত রয়েছে, এ সময়ে যে তার রবের নিকট কোন কল্যাণের জন্য দো'আ করবে আর যদি তার ভাগ্যে তা থাকে তাহলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দিবেন। আর যদি ভাগ্যে নাও থাকে তাহলে তার জন্য তার থেকে অনেক মূল্যবান কিছু জমা রাখা হবে। আর যদি সে কোন অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে আর তার ভাগ্যে লেখা থাকে তাহলে তার থেকেও বড় বিপদ থেকে তিনি তাকে রক্ষা করবেন। তিনি বললেন, এই কালো দাগটা কীসের? তিনি বললেন, এটি হল কিয়ামত যা জুম'আর দিনে কায়েম হবে। আমাদের নিকট এটিই শ্রেষ্ঠ দিন। আমরা পরকালে এই দিনকে 'ইয়াওমুল মাযীদ' বলে জানব'।[১৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ- 'আল্লাহ আমাদের পূর্বের উম্মতগুলিকে পথভ্রষ্ট করেছেন জুম'আর ব্যাপারে। ইহূদীদের ছিল শনিবার ও নাছারাদের ছিল রবিবার। আর আল্লাহ আমাদেরকে শুক্রবারের জন্য পথপ্রদর্শন করেন। অতএব শুক্রবারের পর শনি ও রবিবার হওয়ার কারণে তারা আমাদের পিছনে পড়ে গেছে। ফলে দুনিয়াতে আমরা পিছনের উম্মত হ'লেও ক্বিয়ামতের দিন আমরা প্রথমে থাকব। সৃষ্টিজগতের সকলের পূর্বে আমাদের হিসাব শেষ করা হবে'।[১৪]

আরেকটি হাদীছে আরো সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاخْتَلَفُوا، فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمَ لَنَا، وَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى- 'আমরা সবশেষে আগত উম্মত, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা হব সর্বাগ্রবর্তী। আমরাই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব। অথচ তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে তা দেয়া হয়েছে তাদের পরে। তারা বিরোধে

১৩. মুসনাদুল বাযযার হা/৭৫২৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৮৭৭১; ছহীহুত তারগীব হা/৩৭৬১।

১৪. মুসলিম হা/৮৫৬; নাসাঈ হা/১৩৬৮; আবু হুরায়রা ও হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হ'তে; ইবনু কাছীর।

লিপ্ত হয়ে পড়ল কিন্তু তারা যে সত্য দীনের ব্যাপারে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল, আল্লাহ আমাদেরকে সে দিন সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের জন্য আজকে জুম'আর দিন আর ইয়াহুদীদের জন্য পরের দিন এবং খৃষ্টানদের জন্য তারও পরের দিন'।[১৫]

৫. কুরবানীর ছওয়াব লাভের দিন :

জুমআ'র দিন ছওয়াব লাভের দিন। এই দিনে ছালাতের উদ্দেশ্যে আগেভাগে মসজিদে গমনে অসংখ্য ছওয়াব রয়েছে যা সীমাহীন। যেমন রয়েছে বছরব্যাপী ছিয়াম-কিয়ামের ফযীলত তেমনি রয়েছে উট, গরু, দুম্বা কুরবানীর ছওয়াব বা মুরগী ও ডিম দানের ছওয়াব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلاَ تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَائِرًا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً فَإِذَا قَعَدَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ– 'যে দিনের উপর সূর্যোদয় বা অস্ত যায় সে দিনগুলোর মধ্যে জুম'আর দিনই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ এবং জ্বিন ব্যতীত এমন কোন প্রাণী নাই, যে প্রাণী জুম'আর দিন ভোরবেলা হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে চিৎকার করে না'।[১৬]

জুম'আর দিনে মসজিদের প্রত্যেক দরজায় ফেরেশতাগণ বসে থাকেন, তাঁরা মর্যাদা অনুসারে মানুষের নাম লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। ফলে কতক মানুষ সেই তালিকায় উট কুরবানীকারীর ন্যায়, কতক মানুষ গরু কুরবানীকারীর ন্যায়, কতক মানুষ বকরী কুরবানীকারীর ন্যায়, কতক মানুষ ভেড়া ছাদাকাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ চড়ুই/মুরগী ছাদাকাকারীর ন্যায় এবং কতক মানুষ ডিম ছাদাকাকারীর ন্যায়'।[১৭]

৬. মুসলমানদের তৃতীয় ঈদ :

জুম'আর দিন মুসলমানদের তৃতীয় ঈদ। যদিও ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা অপেক্ষা জুম'আর দিন উত্তম। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে জুম'আর আগমন থাকায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে গুরুত্ব কম মনে হয়। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ– 'নিশ্চয় আল্লাহ এই দিনকে মুসলিমদের ঈদের দিনরূপে নির্ধারণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি জুম'আর ছালাত আদায় করতে আসবে সে যেন গোসল করে এবং সুগন্ধি থাকলে তা শরীরে লাগায়। আর মিসওয়াক করাও তোমাদের কর্তব্য'।[১৮]

৭. প্রতি কদমে এক বছরের ছিয়াম ও তাহাজ্জুদ ছালাতের ছওয়াব লাভ :

জুম'আর ছালাতের জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে আগমনে প্রতি কদমের জন্য এক বছরের ছিয়াম ও এক বছরের তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের ছওয়াব পাওয়া যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَابْتَكَرَ وَغَدَا، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَأَنْصَتَ، ثُمَّ لَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا– 'যে ব্যক্তি গোসল করল এবং গোসল করালো, সকাল সকাল মসজিদে আসল, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শুনল এবং নিশ্চুপ থাকল তার জন্য প্রতি কদমের বিনিময়ে এক বছরের (নফল) ছিয়াম ও ছালাতের ছওয়াব রয়েছে'।[১৯] ওয়াকী বলেন, গোসল করল এবং করালো- শব্দের অর্থ নিজে গোসল করল এবং স্ত্রীকে গোসল করালো।

৮. কবরের আযাব বা ফিৎনা থেকে মুক্তি :

জুম'আর দিনের বিশেষ ফযীলতের কারণে কেউ এর দিনে বা রাতে মারা গেলে সে কবরের ফিৎনা থেকে রক্ষা পাবে। যেখানে নবী-রাসূল ও শহীদগণ ব্যতীত প্রত্যেক মানুষই কবরের ফিৎনায় নিপতিত হবে। কিন্তু জুম'আর দিনের বিশেষ ফযীলতের কারণে এই দিনে মারা গেলে সে কবরের ফিৎনা থেকে রক্ষা পেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ 'যদি কোন মুসলিম জুম'আর দিন অথবা জুম'আর রাতে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের ফিৎনা থেকে রক্ষা করবেন'।[২০]

৯. সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ ছালাত :

জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। বিশেষতঃ ফজর ও এশার ছালাত জামা'আতে আদায়ের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এই জামা'আত যদি জুম'আর দিনের ফজরের ছালাতে হয় তাহলে সেই ছালাত সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ ছালাত। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) হিমরান ইবনু আবানকে বললেন, مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةِ الصُّبْحِ، قَالَ: أَوَمَا بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللهِ صَلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ

---

১৫. বুখারী হা/৮৯৬; মুসলিম হা/৮৫৫; মিশকাত হা/১৩৫৪।
১৬. ইবনু হিব্বান হা/২৭৭২; ছহীহুত তারগীব হা/৬৯৭।
১৭. আহমাদ হা/৭৬৭৩; নাসাঈ হা/১৩৮৭; ছহীহুত তারগীব হা/৭০৮।
১৮. ইবনু মাজাহ হা/১০৯৮; ছহীহুত তারগীব হা/৭০৭।
১৯. আবুদাউদ হা/৩৪৫; নাসাঈ হা/১৩৯৮; আহমাদ হা/১৬২১৭, ১৭০০২; মিশকাত হা/১৩৮৮; ছহীহুত তারগীব হা/৬৯৩।
২০. আহমাদ, তিরমিযী হা/১০৭৪; মিশকাত হা/১৩৬৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫৬২, অবশ্য এই হাদীছের সনদকে কেউ কেউ যঈফ বলেছেন।

الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةِ– ‘তোমাকে জামা‘আতে ছালাত আদায়ে কীসে বাধা দিল? সে বলল, আমি জুম‘আর দিনে ফজরের ছালাত জামা‘আতে আদায় করেছি। তখন তিনি বললেন, তোমার নিকট কি একথা পৌঁছেনি যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম ছালাত জুম‘আর দিনে জামা‘আতে আদায়কৃত ফজরের ছালাত’।[২১]

১০. গুনাহ মাফের দিন :

জুম‘আর দিন হ’ল গুনাহ মাফের দিন। মানুষ নিজের অজান্তে অনেক ছোট ছোট গুনাহ করে ফেলে। জুম‘আর দিনে বিশেষ ফযীলতের কারণে আল্লাহ তা‘আলা এই গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুমু‘আ থেকে আরেক জুমু‘আ এবং এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান, তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফফারা হয়ে যাবে যদি কাবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে।[২২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا– ‘যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং উত্তমভাবে ওযূ করবে, তারপর জুম‘আর ছালাতে যাবে, চুপচাপ খুৎবা শুনবে, তাহলে তার এই জুম‘আ হতে অপর জুম‘আ পর্যন্ত সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে, অধিকন্তু আরো তিন দিনের। আর যে ব্যক্তি খুত্ববার সময় ধূলাবালি নাড়ল, সে অর্থহীন কাজ করল’।[২৩]

১১. দো‘আ কবূলের দিন :

জুম‘আর দিন দো‘আ কবূলের দিন। এই দিনে একটি মুহূর্ত আছে যখন দো‘আ করলে আল্লাহ সে দো‘আ কবূল করেন। এই সময়ের ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও বিশুদ্ধ মতে সময়টি আছরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا– ‘জুম‘আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে যখন কোন মুসলিম বান্দা ছালাতরত অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে অবশ্যই তিনি তাকে তা দান করেন। কুতায়বা (রাঃ)-এর বর্ণনায় আরো আছে, তিনি তার হাত দ্বারা মুহূর্তটির স্বল্পতার প্রতি ইঙ্গিত করেন’।[২৪]

১২. দো‘আ কবুলের সময় :

দো‘আ কবুলের সময় নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। তবে ছাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশই আছরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তবে যেহেতু ইখতিলাফ আছে সেজন্য এই দিনের সময়গুলোতে দো‘আ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে। যেমন হাদীছে এসেছে, আবু মূসা আল-আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ– আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি তোমার পিতাকে রাসূল (ছাঃ) থেকে জুম‘আর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছ? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ইমামের বসা থেকে ছালাত শেষ করার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সে মুহূর্তটি নিহিত’।[২৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا، إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ‘জুম‘আর দিনের বার ঘন্টার মধ্যে একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, তখন কোন মুসলিম আল্লাহ্র নিকট যে দো‘আ করে আল্লাহ তা-ই কবুল করেন। তোমরা এই মুহূর্তটিকে আছরের পরে

২১. বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান হা/৩০৪৫; ছহীহাহ হা/১৫৬৬; ছহীহুল জামে‘ হা/১১১৯।
২২. মুসলিম হা/২৩৩; মিশকাত হা/৫৬৪।
২৩. মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮৩।
২৪. মুসলিম হা/৮৫২; মিশকাত হা/১৩৫৭।
২৫. মুসলিম হা/৮৫৩; মিশকাত হা/১৩৫৮।

অনুসন্ধান কর'।[২৬] অন্য আরেকটি হাদীছে দো'আর পদ্ধতি ও সময় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বলেন, قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ . قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ ، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ . قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ، قَالَ: بَلَى. إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বসে থাকা অবস্থায় আমি বললাম, আমরা আল্লাহ্র কিতাবে জুমু'আহর দিনের এমন একটি মুহূর্ত সম্পর্কে উল্লেখ পেয়েছি যে, সেই মুহূর্তে কোন মুমিন বান্দা ছালাতরত অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে, তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করেন। আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার দিকে ইশারা করে বললেন, এক ঘণ্টা সামান্য সময় মাত্র। আমি বললাম, আপনি যথার্থই বলেছেন, এক ঘণ্টা সামান্য সময়ই। আমি বললাম, সেটি কোন মুহূর্ত? তিনি বলেন, সেটি হ'ল দিনের শেষ মুহূর্ত। আমি বললাম, তা ছালাতের সময় নয়? তিনি বলেন, হ্যাঁ। মুমিন বান্দা এক ছালাত শেষ করে বসে বসে অন্য ছালাতের প্রতীক্ষায় থাকলে সে ছালাতের মধ্যেই থাকে'।[২৭]

জুম'আর দিনে আমাদের করণীয়

জুম'আর দিন ও রাত উভয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য রাতে ঘুমানোর সময় সূরা মুলক পাঠ করে ঘুমাবে। এরপরে ফজরের সময় উঠে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। অতঃপর মসজিদেই যিকির-আযকার করে সূর্যোদয় হলে যোহা বা ইশরাকের ছালাত আদায় করবে। এরপর বাসা-বাড়িতে সকালের নাশতা করে আবার জুম'আর মসজিদে রওয়ানা দিবে। মসজিদে বা বাড়িতে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে। অতঃপর সাধ্যানুযায়ী ইমামের খুৎবার পূর্ব পর্যন্ত নফল ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ বা আল্লাহর যিকির-আযকার করতে থাকবে। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, وَكَانَ يرى فِي الْقرن الأول بعد طُلُوع الْفجْر الطرقات مَمْلُوءَة من النَّاس يَمْشُونَ فِي السرج ويزد حمون فِيهَا الى الْجَامِع كأيام العيد حتى اندرس ذلك فقيل أول بدعة حدثت فِي الإسلام ترك البكور إلى الجامع 'ইসলামের প্রথম যুগে ফজর উদয় হওয়ার পরেই লোকদের ভিড়ে রাস্তাগুলো ভরে যেত। তারা ঈদের দিনের ন্যায় দিনের আলোতে হেঁটে জুম'আ মসজিদে ভিড় জমাত। বর্তমানে তা উঠে গেছে। বলা হয়ে থাকে, ইসলামে প্রথম যে বিদ'আত সংঘটিত হয়েছে তা হ'ল- জুম'আ মসজিদে সকাল সকাল গমনাগমন ছেড়ে দেওয়া'।[২৮]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا إذَا أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا تَيَسَّرَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. 'ছাহাবীগণ থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, জুম'আর দিনে তারা যখন মসজিদে আসতেন তাতে প্রবেশ করার পর থেকে সাধ্যমত ছালাত আদায় করতে থাকতেন। তাদের কেউ দশ রাক'আত আদায় করতেন, কেউ বারো রাক'আত পড়তেন, কেউ আট রাক'আত পড়তেন, কেউ আবার তার থেকেও কম পড়তেন'।[২৯]

আর জুম'আর পরে দুই, চার বা ছয় রাক'আত সুন্নাত ছালাত মসজিদে বা বাড়িতে আদায় করবে। অতঃপর দুপুরের খাবার শেষে হালকা বিশ্রাম করে আছরের ছালাতের জন্য প্রস্তুতি নিবে। আছরের ছালাত শেষে মসজিদে বসে মাগরিব পর্যন্ত বিভিন্ন ইবাদত ও মুনাজাতে লিপ্ত থাকবে। এছাড়াও জুম'আর দিনে নিম্নোক্ত আমলগুলো করা মুস্তাহাব।

১. ফজরের ছালাতে সূরা সাজদা ও দাহ্র পাঠ :

ইমাম জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে সূরা সাজদা ও দাহ্র পাঠ করবে। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ تَنْزِيلُ السجدة وَهَلْ أَتَى عَلَى الم الْجُمُعَةِ الدَّهْرِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে আলিফ-লাম-মীম-তানযীল (সূরা হামীম আস-সাজদা) এবং হাল আতা আলাল ইনসান (সূরা দাহ্র) সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন'।[৩০]

২. রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا–

২৬. *আবুদাঊদ হা/১০৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৮১৯০।*
২৭. *ইবনু মাজাহ হা/১১৩৯; ছহীহুত তারগীব হা/৭০২।*
২৮. *ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন ১/১৮২' আবু শামাহ, আল বায়েছ ৯৭ পৃ.।*
২৯. *মাজমূউল ফাতাওয়া ২৪/১৮৯ পৃ.।*
৩০. *বুখারী হা/৮৯১; মুসলিম হা/৮৭৯।*

তোমরা জুম'আর দিন ও রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ কর। কারণ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করেন'।[৩১]

৩. গোসল করা :

জুম'আর দিনে গোসল করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। অনেক বিদ্বান জুম'আর দিনে গোসল করাকে ওয়াজিব বলেছেন। এজন্য মসজিদে যাওয়ার পূর্বে গোসল করে বের হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ 'প্রত্যেক সাবালকের জন্য জুম'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব। আর সে মেসওয়াক করবে এব সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করবে'।[৩২]

৪. সুগন্ধি ব্যবহার, গোসল করা ও মেসওয়াক করা :

জুমআ'র দিনে সকাল সকাল গোসল করে সুন্দর জামা পরিধান করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করবে, উত্তম পোশাক পরবে, তার কাছে থাকলে সুগন্ধি লাগাবে, তারপর মসজিদে গমন করবে। কিন্তু মানুষের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সামনে আসার চেষ্টা করবে না। এরপর যথাসাধ্য ছালাত আদায় করবে, ইমাম খুতবার জন্য হুজরা হতে বের হবার পর থেকে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকবে, তাহলে এ জুমআ' হতে পূর্বের জুমআ' পর্যন্ত তার যত গুনাহ হয়েছে তা তার কাফফারা হয়ে যাবে'।[৩৩]

৫. সূরা কাহফ তেলাওয়াত : জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। কারণ এতে অন্তর আলোকিত হবে। তাছাড়া এই সূরাটি তার জন্য নূর হবে, যার আলোতে সে পুলছিরাত অতিক্রম করতে পারবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ "'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে তার জন্য দুই জুম'আর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হবে'।[৩৪] আরেকটি হাদীছে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ– 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য তার ও বাইতুল আতিক্ব (কা'বা)-এর মধ্যবর্তী জায়গা নূরে আলোকিত হয়ে যাবে'।[৩৫]

৬. জুম'আর ছালাতের জন্য সকাল সকাল প্রস্তুতি গ্রহণ করা :

জুম'আর ছালাতের জন্য ভোর বেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। গোসল করে সুগন্ধি মেখে মসজিদ পানে চলে যাবে। এর যেমন বিশেষ ফযীলত আছে তেমনি এর মাধ্যমে মসজিদে বসে বিভিন্ন ইবাদত পালনের সুযোগ হবে। জুম'আর দিন কল্যাণ লাভের দিন। আর এই কল্যাণ লাভে বিলম্ব করা যাবে না। প্রতি জুম'আকে গণীমত মনে করে ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*।

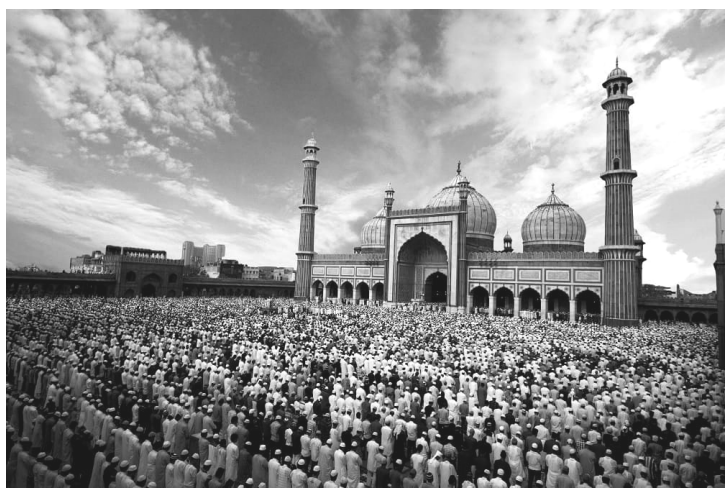

উপসংহার : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জুম'আ বা শুক্রবারের দিন ছুটির দিন। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে জুম'আর দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত অনুধাবন করে ছুটি রাখা হয়। যাতে করে মুসলমানেরা তাদের এই দিনের বিশেষ ফযীলত অর্জন করতে পারে। আর বিভিন্ন ইবাদত পালন ও দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। সাথে সাথে নিজেদের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মানুষ এই দিনটিকে ইবাদতের ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ না করে অবসর আনন্দের দিন হিসাবে গ্রহণ করেছে। যদিও শারঈ দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল এই দিনের সূচনা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইবাদতের কর্মসূচী নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যারা আল্লাহর কর্মসূচী গ্রহণ করবে তারা সফলকাম হবে। আর যারা অলসতা ও অবহেলা করে তা বর্জন করবে, তারা ব্যর্থ হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের পথে পরিচালিত হয়ে সফলকাম হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

---

৩১. বায়হাকী, ছহীহাহ হা/১৪০৭।
৩২. বুখারী হা/৮৮০; মিশকাত হা/৫৩৮।
৩৩. আবুদাউদ হা/৩৪৩; মিশকাত হা/১৩৮৭; ছহীহুত তারগীব হা/৬৮৮।
৩৪. হাকেম হা/৩৩৯২; মিশকাত হা/২১৭৫; ছহীহুত তারগীব হা/৭৩৬।
৩৫. দারেমী হা/৩৪০৭; ছহীহুত তারগীব হা/৭৩৬।

অমুসলিমদের প্রতি আচরণবিধি

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ইসলাম সার্বজনীন জীবন বিধান। যেখানে প্রতিটি মানুষের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষিত আছে। হোক সেটা পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব কিংবা সেটা হোক অন্য ধর্মের মানুষ। এমনকি পশু-পাখি, গাছপালাও যেন অনাকাংখিত আচরণের শিকার না হয়, সে ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ইসলামী সমাজে অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. কোমল আচরণ করা :

ইসলাম সর্বদা কোমলতা গ্রহণ করতে নির্দেশ করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। মহান আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ‘আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ’তে তাহ’লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং অমুসলিমদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করেছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا تُزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, একদা এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলো। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) তার দিকে গেল। মহানবী (ছাঃ) বললেন, তার পেশাব বন্ধ করো না। তারপর তিনি (ছাঃ) এক বালতি পানি আনলেন এবং পানি পেশাবের ওপর ঢেলে দেয়া হ’ল’।[১]

২. ইনছাফ করা :

যুলম সর্বত্রভাবে ইসলামে হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত’ *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

৩. দয়ার্দ্র হওয়া :

মহান আল্লাহ বলেন, لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ‘দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন’*(মুমতাহিনা ৬০/৮)*।

৪. সদ্ব্যবহার করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ‘আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ’লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব’ *(লোক্বমান ৩১/১৫)*।

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى وَهْىَ مُشْرِكَةٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتْ وَهْىَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّى قَالَ نَعَمْ صِلِى أُمَّكِ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার কাছে এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে ফাতওয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট,

১. *বুখারী হা/৬০২৫।*

এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে'।[২]

৫. অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় ইসলাম :

ধর্মে-বর্ণে বৈচিত্র্য থাকলেও সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষই এক। সবাইকে মহান আল্লাহ আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বোপরি তিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং সব সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম। আল্লাহ ইরশাদ করেন- وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'তারা আল্লাহ তা'আলার বদলে যাদেরকে ডাকে, তাদেরকে তোমরা কখনো গালি দিওনা, নইলে তারাও শত্রুতার কারণে না জেনে আল্লাহ তা'আলাকেও গালি দিবে। আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের কার্যকলাপ সুশোভনীয় করে রেখেছি, অতঃপর সবাইকে একদিন তার মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, তারপর তিনি তাদের বলে দিবেন, তারা দুনিয়ার জীবনে কে কী কাজ করে এসেছে' *(আন'আম ৬/১০৮)*।

সুতরাং কোন অমুসলিম ব্যক্তি নিজের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। এতে বাধা দেয়া যাবে না। কাউকে জোর করে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করানো ইসলাম সমর্থন করে না। রাসূল (ছাঃ) ইয়েমেনের ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে রাসূল (ছাঃ) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, ইহুদী-খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা মুসলমান হবে তারা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। মুমিনদের মতোই তাদের সব বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। আর যারা স্ব-ধর্মে রয়ে যাবে তাদের জোর করে ইসলামে আনা হবে না'।[৩]

৬. প্রাণ-সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান :

যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে রাষ্ট্রের আইন মেনে বসবাস করে অথবা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের সুরক্ষা এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ; وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا 'যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধ ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়'।[৪]

সুতরাং অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ধনসম্পদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তাদের ধনসম্পদ জবরদখল করা যাবে না। অন্যায়ভাবে তা আত্মসাৎ করা যাবে না। তাদের সম্পদ দুর্নীতি করে খাওয়া যাবে না। অন্য কোনোভাবেও তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা যাবে না। রাসূলের যুগেই এই নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে। নাজরানের অমুসলিমদের সঙ্গে মহানবী (ছাঃ) চুক্তি করেন। তাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, নাজরান ও তাদের আশপাশের লোকজন আল্লাহ্র প্রতিবেশী। তারা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের নিরাপত্তায় থাকবে। তাদের সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে ছোট-বড় সবকিছুর নিরাপত্তা দেওয়া রাসূলের দায়িত্ব'।[৫]

রাসূলের যুগে অমুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সাহল আনছারী (রাঃ) শহীদ হন। খায়বারের ইহুদীদের এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। হত্যাকারী ইহুদীই হবে- এমনটিই প্রবল ধারণা। কেননা সে যুগের নিয়ম হিসাবে এক সম্প্রদায়ের এলাকায় অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন এসে হত্যাকাণ্ড ঘটাবে- তা ভাবা যায় না। তবে ইহুদীরাই যে তা করেছে- তার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণও নেই। তাই রাসূল (ছাঃ) এই মামলায় ইহুদীদের জড়াননি। ন্যূনতম কোনো শাস্তিই তাদের দেননি। শুধু এটুকু বলেছেন যে, তোমরা যে এই হত্যাকাণ্ড ঘটাওনি- তা হলফ করে বল। দীর্ঘ হাদীছটিতে বর্ণিত হয়েছে, নিহত ছাহাবীর রক্তপণ বাতিল করা হবে- তাও নবী (ছাঃ) পসন্দ করেননি। তাই তিনি নিজেই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে একশ উট ছাদাক্বা করে দিয়েছিলেন'।[৬]

মানবিক আচরণ :

সব মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কারণ মানুষ হিসাবে সবাই সমান। আল্লাহ সব মানুষকে সম্মানিত করেছেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا

একদিন সাহল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) ও কায়েস ইবনে সাদ (রাঃ) কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন। তখন তাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তারা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদের বলা হ'ল, লাশটি অমুসলিমের। তারা বলেন, মহানবী (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাড়িয়ে গেলেন। তাকে বলা

২. *বুখারী হা/২৬২০; মুসলিম হা/১০০৩; মিশকাত হা/৪৯১৩।*
৩. *ইবনে হিশাম ২/৮৮৫।*
৪. *বুখারী হা/৩১৩৬; মিশকাত হা/৩৪৫২।*
৫. *দালায়িলুন নুবুওয়াহ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৮৪।*
৬. *বুখারী হা/৬৮৯৮।*

হ'ল, এটা তো এক ইহুদীর লাশ। তখন তিনি বলেন, সেটা কি একটি প্রাণ নয়?[৭]

অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে আচরণ :

মুজাহিদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَغُلَامُهُ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ يَا غُلَامُ إِذَا فَرَغْتَ فَابْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: الْيَهُودِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ يُوصِي بِالْجَارِ حَتَّى خَشِينَا أَوْ رُئِينَا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তখন তার গোলাম ছাগলের চামড়া

ছাড়াচ্ছিলো। তিনি বলেন, হে বালক! অবসর হয়েই তুমি প্রথমে আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে গোশত দিবে। এক ব্যক্তি বললো, ইহুদী! আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে শুনেছি। এমনকি আমাদের আশংকা হ'ল বা আমাদের নিকট প্রতিভাত হ'ল যে, তিনি অচিরেই প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানাবেন'।[৮]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

৭. *বুখারী হা/১৩১১।*
৮. *আদাবুল মুফরাদ হা/১২৭।*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত এবং মাসিক আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় সংকলন

১৯৯৭-২০১৫ পর্যন্ত মোট ১৫১টি সম্পাদকীয় পড়তে আজই সংগ্রহ করুন!

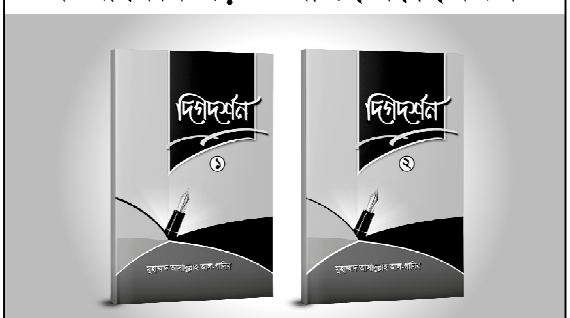

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

অফার মূল্য ১৪০ টাকা
(ডেলিভারী চার্জ ফ্রী)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

জানার আছে অনেক কিছু

নয় বছরের জাপানী শিশু। সুনামিতে পিতা-মাতাসহ পরিবারের সবাইকে হারিয়ে আশ্রয় শিবিরে উঠেছে। শিবিরের সবাই ক্ষুধা আর শীতে কাঁপছে। স্বেচ্ছাসেবীরা রুটি বিলি করছেন। আশ্রিতরা লাইনে দাঁড়িয়ে। ছেলেটিও আছে। এক বিদেশী সাংবাদিক দেখলেন, যা রুটি আছে তাতে লাইনের সবার হবে না। ছেলেটির কপালেও জুটবে না। সাংবাদিক ছাহেব তার কোর্টের পকেটে রাখা নিজের ভাগের রুটি দুটো ছেলেটিকে দিলেন। ছেলেটি ধন্যবাদ দিয়ে রুটি গ্রহণ করল। তারপর যেখান থেকে রুটি বিলি হচ্ছিল সেখানেই ফেরত দিয়ে আবার লাইনে এসে দাঁড়াল।

সাংবাদিক সাহেব কৌতূহল ঢাকতে পারলেন না। ছেলেটিকে জিজ্ঞাস করলেন, এ কাজ কেন করলে খোকা? খোকা উত্তর দিল, বন্টন তো ওখান থেকে হচ্ছে। ওঁদের হাতে থাকলে বন্টনে সমতা আসবে। তাছাড়া লাইনে আমার চেয়েও বেশী ক্ষুধার্ত লোকও তো থাকতে পারে।

সহানুভূতিশীল হ'তে গিয়ে বন্টনে অসমতা এনেছেন, এই ভেবে সাংবাদিক সাহেবের পাপবোধ হ'ল। ছেলের কাছে কি বলে ক্ষমা চাইবেন ভাষা হারালেন তিনি।

****

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হেরে গিয়ে জাপানের সম্রাট হিরোহিতো আমেরিকার প্রতিনিধি ম্যাক আর্থারের কাছে গেলেন। প্রতীকী হিসাবে নিয়ে গেলেন এক ব্যাগ চাল। হাঁটু গেড়ে মাথা পেতে দিয়ে বললেন, আমার মাথা কেটে নিন, আর এই চালটুকু গ্রহণ করুন। আমার প্রজাদের রক্ষা করুন। ওরা ভাত পসন্দ করে। ওদের যেন ভাতের অভাব না হয়।

আরে ব্যাটা, তুই যুদ্ধে হেরেছিস, তোর আত্মীয়-স্বজন নিয়ে পালিয়ে যা। কোরিয়া বা তাইওয়ান যা। ওখানকার 'মীর জাফর'দের সাথে হাত মেলা। সেখান থেকে হুংকার দে।

সম্রাট হিরোহিতোর এই আচরণ আমেরিকানদের পসন্দ হ'ল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কুখ্যাত মহানায়কদের মধ্যে কেবলমাত্র হিরোহিতোকেই বিনা আঘাতে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল।

****

জাপানে পড়তে যাওয়া এক ছাত্রী ফোনে বলল,

-বড়ই লজ্জায় আছি। -কেন, কি হয়েছে ?

-ড্রইং ক্লাসে ড্রইং বক্স নিয়ে যাইনি। -তো ?

-জাপানী স্যার বড় একটা শিক্ষা দিয়েছেন।

-কি করেছেন? -আমার কাছে এসে ক্ষমা চেয়েছেন। বলেছেন আজ যে ড্রইং বক্স নিয়ে আসতে হবে, তা স্মরণে রাখার মত জোর দিয়ে তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন নি। তাই তিনি দুঃখিত।

-আমি তো আর কোনদিন ড্রইং বক্স নিতে ভুলবো না। আজ যদি তিনি আমাকে ধমক দিতেন বা অন্য কোন শাস্তি দিতেন, আমি হয়ত কোন একটা মিথ্যা অজুহাত দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতাম। *[সূত্র : ইন্টারনেট]*

খোদা প্রাপ্তির জন্য পীর-মুর্শিদের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নাই

-মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

[বাঙ্গালী মুসলিম পুনর্জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত বাংলাদেশের খ্যাতিমান আলেম, সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৮৭৫ সালের চট্টগ্রাম যেলার চন্দনাইশ উপযেলার বরমা-আড়ালিয়ার চর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। তিনি 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার' (১৯১৩) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের মর্মবাণী প্রচারে ও মুসলমানদের ঐতিহ্য সচেতন করতে এ সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় জাগরণে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনুভব করে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে সংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি হাবলুল মাতীন (১৯১২), মোহাম্মদী (১৯০৩), কোহিনুর (১৯১১) ও বাসনা (১৯০৪) পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। তিনি দৈনিক সোলতান, দৈনিক আমীর ও মাসিক আল-এসলাম প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা। ছোট-বড় মিলিয়ে তিনি ৪২টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম হ'ল ভারতে ইসলাম প্রচার (১৯১৫), সমাজ সংস্কার (১৯২৩), ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান (১৯১১-১২), কুরআনে স্বাধীনতার বাণী (১৯৩৯), কনস্টান্টিনোপল (১৯১২), ভারতের মুসলমান সভ্যতা (১৯১৪), আত্মজীবনী প্রভৃতি। তাঁর লেখনীতে ইসলামের সৌন্দর্য, মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কীর্তি ও গৌরব ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস দীপ্তিমান। ১৯৫০ সালের ২৪শে অক্টোবর ৭৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা ইসলামাবাদী লিখিত 'সমাজ-সংস্কার' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র মুখপত্র 'আল-এসলাম' পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫ (১৯১৮), পৃ. ৫৪৫-৫০ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে মাওলানা ইসলামাবাদী পীরপূজা, মাযারপূজা ও কবরপূজাকে পৌত্তলিকতার সাথে তুলনা করেছেন। প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনায় 'তাওহীদের ডাক' পাঠকদের জন্য প্রবন্ধটি পত্রস্থ করা হল।- নির্বাহী সম্পাদক]

'আমরা উচ্চ গলা করিয়া বলিয়া থাকি, এছলাম জগতে বোত-পোরস্তি, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার দূর করিবার জন্যই আসিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমরা কি প্রত্যেক পীরের কবরকে এক একটি প্রতিমা স্বরূপ দাঁড় করিয়া পূজা করতেছি না? কবরে ছেজদা করা, কবরে সমাহিত মৃত ব্যক্তির নিকট বরপ্রার্থনা, পীরের নামে মানৎ করা, পীরের দরগাহে নজর-নেয়াজ ছড়ান ইহাপেক্ষা পৌত্তলিকতা আর অধিক কি হইতে পারে?....

.....এসলাম ধর্মে পৌরহিত্য প্রথা নাই। .... প্রত্যেক মোছলমান কোরআন পাঠ করিতে, নামাজ রোজা করিতে, তছবিহ তেলাওৎ করিতে পারে, প্রত্যেক মোছলমান খোদার নিকট যে কোন বিষয় মোনাজাৎ করিতে পারে। তজ্জন্য পীর মোর্শেদের মুখাপেক্ষী হইবার কোন প্রয়োজন নাই।...

আজকাল কেবল পুরুষ নহে, বরং পীরের দরগাহে শিন্নী ও নেয়াজ ছড়াইবার জন্য, পীরের কবরে বর প্রার্থনা করিবার জন্য হাজার হাজার স্ত্রীলোক যাইয়া থাকে। কবরে যে ওরছের নামে বার্ষিক মেলা বসে তাহাতে মোছলমান স্ত্রীলোকের ঠেলাঠেলিতে পুরুষের জান প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। এরূপ মেলায় বড় বড় পীর মোর্শেদগণ স্ব স্ব দলবল সহ হাজের হইয়া তওয়াএফ ও বেশ্যার নাচ গান দর্শন ও শ্রবণে মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়া আসেন। ..... এখন এই বেআদতী দলের বিরুদ্ধে, এই গোরপূজক, পীরপূজক, দুর্গাপূজক দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ফরজ হইয়া গিয়েছে।'

[গৃহীত : বাংলা একাডেমী প্রকাশিত (১৯৯৫) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সংকলিত গবেষণাগ্রন্থ 'মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রে ধর্ম ও সমাজ-চিন্তা', পৃ.৭৭]

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ

['আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শূরা সদস্য ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ (রাজশাহী) (জন্ম : ১৯৫৫ খ্রি.)। পিরোজপুরের একটি কলেজে দীর্ঘ প্রায় ২৭ বছরের শিক্ষকতা জীবন যাপন করেছেন। একই সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়োজিত থেকেছেন দ্বীনের দাওয়াতের কষ্টকর ময়দানে। বিশেষতঃ মাঠ পর্যায়ে দক্ষিণবঙ্গসহ সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে নিরলসভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তাঁর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। নিভৃতচারী এই মানুষটির জীবনকাহিনীর উপর এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন দ্বিমাসিক পত্রিকা 'তাওহীদের ডাক'-এর নির্বাহী সম্পাদক ***ড. মুখতারুল ইসলাম****। সাক্ষাৎকারটি পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হ'ল।]*

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম কোথায় ও কখন হয়েছিল?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : রাজশাহী যেলার মোহনপুর থানাধীন জাহানাবাদ গ্রামে আমার জন্ম। ১৯৫৫ সালের ২৩শে মে ৬ই জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক পহেলা শাওয়াল রোজ সোমবার। অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন খুব ভোরে।

তাওহীদের ডাক : আপনারা কি পারিবারিকভাবে আহলেহাদীছ?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : না। পিতৃ ও মাতৃ উভয় দিক থেকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী পরিবারে আমার জন্ম। আমার নানা রাজশাহী শহরের পঞ্চবটীর পীর শাহ ইসমাঈল চিশতীর খাছ মুরীদ ছিলেন। দাদা হাজী হসবুদ্দীন মণ্ডল ও পিতা মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন মণ্ডল জাহানাবাদ গ্রামের স্থানীয় পীর 'খন্দকার' ছাহেবদের একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন। আমার প্রতিবেশী বড় চাচা মৃত আবুল কাসেম ও তার জামাই হাবীবুর রহমান মণ্ডল বৃটিশ আমল থেকেই জামিরা জামা'আতের অনুসারী, 'হেদাতী', 'মুহাম্মাদী' ছিলেন। ১৯৭২-৭৩ সালের দিকে আমার ছোট ভাই আব্দুস সাত্তার আবুল কাসেম চাচার সেজো ছেলে রুস্তম আলীর নিকট আরবী কায়েদা-সিপারা ও কুরআন মাজীদ শেখার প্রাক্কালে তার সংস্পর্শে গিয়ে মুহাম্মাদী হয়ে যায়। এসময় আমার পিতা ও আমি তাকে ভীষণভাবে গালিগালাজ করি এবং তাকে বাধা দেই। আলহামদুলিল্লাহ এর দু'বছর পরই ঝিনা ইসলামিয়া মাদ্রাসায় পড়তে গিয়ে সেখানকার 'মুছল্লী' ও ওস্তাদজী মাওলানা আব্দুল খালেকের সাহচর্য পেয়ে আমিও আহলেহাদীছ হয়ে যাই। তারপর গ্রামে এসে দাওয়াতী হিকমাহ ব্যবহার করে বিশুদ্ধ ইসলাম তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচারকাজ শুরু করি। আমি কিছু ভিন্নধর্মী পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। যেমন- প্রথমত: গ্রামের তিন পাড়ার যুবক ও মুরব্বীদের নিয়ে বৈঠকে বসে একটি পাঠাগার স্থাপনের প্রস্তাব করি। সকলেই রাযী হয়ে যায়। জাহানাবাদ হাটের উপর স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে মাটির ঘর তৈরী ও 'দারুল হিকমাহ' নামে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। হাবীবুর রহমান ও আবুল কাসেম চাচার সংগ্রহে রাখা বই-পুস্তক যেমন- ফিক্বহে মুহাম্মাদী, তরীকায়ে মুহাম্মাদী, ছহীহ নামায শিক্ষা, মকছেদুল মোমেনীন (যার মধ্যে লেখা আছে ১৩০ ফরজের গণনায় ৪ মাযহাব ও ৪ কুরসী, যেই ৮ ফরযিয়াতের কোন দলীল নেই), বঙ্গানুবাদ মিশকাত, বুখারী, মুসলিম, মাওলানা আহমাদ আলী রচিত সংসার পথে, আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মযহাবে আহলেহাদীছ, ফাতেহা ও আমীন সমস্যার সমাধান, কোরআন ও কলেমাখানি। আমার সংগ্রহ করা ছোট বড় বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক দিয়ে লাইব্রেরীটি সাজানো হয়। বই-পুস্তক পাঠ করে লোকজন হক্বের সন্ধান পেল। আল্লাহর অশেষ রহমতে তিন পাড়ার প্রায় ৫০টি পরিবার আস্তে আস্তে আহলেহাদীছ হয়ে যায়। গ্রামের 'খন্দকার' ছাহেবরা নানা প্রলোভনের মাধ্যমে আমাকে আহলেহাদীছ মানহাজ প্রচার করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এমনকি আমার পিতার উপরও চাপ সৃষ্টি করেছিল। মজার বিষয় হ'ল, জাহানাবাদ গ্রামে বেশ কয়েকটি হানাফী মসজিদ আছে। তন্মধ্যে আমাদের পশ্চিম পাড়ার মসজিদটি বিনা বাধায় ও নির্বিঘ্নে আহলেহাদীছ মসজিদে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এটি তাওহীদ ট্রাস্ট কর্তৃক পুনঃ নির্মিত হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ!

তাওহীদের ডাক : আপনার পড়াশোনা ও উচ্চ শিক্ষা কিভাবে শুরু হয়েছিল?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : ১৯৭৪ সালে আমি এসএসসি পাশ করি। আর ১৯৭৫ সালের ঠিক ফেব্রুয়ারী মাসে গোদাগাড়ী থানাধীন ঝিনা দারুল উলূম ইসলামিয়া মাদ্রাসায় পড়তে যাই। সেখানে একেবারে প্রাথমিক দিক থেকে অর্থাৎ কুরআন মাজীদ ও উর্দু কায়েদা পড়ার মধ্য দিয়ে আমার মাদ্রাসা শিক্ষা শুরু হয়। ওখানে আমি দু'বছরের মধ্যে হেদায়াতুন নাহু পর্যন্ত পড়েছিলাম। সেখানে মেশকাত পর্যন্ত পড়ানো হ'ত। ঐ সময় আমি শিক্ষক হিসাবে পেয়েছি মাওলানা আব্দুল খালেক মুর্শিদাবাদী (গোগ্রাম, গোদাগাড়ী), মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম (নরেন্দ্রপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ও মাওলানা মুহিউদ্দীন বাসুদেবপুরী।

তারপর ১৯৭৭ সালে ঢাকায় অবস্থিত কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য মনস্থির করি। সেই সুবাদে রাজশাহীতে তৎকালীন জমঈয়তে আহলেহাদীছের সহ-সভাপতি ও

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক ড. আফতাব আহমাদ রহমানীর সাথে তাঁর বাসায় গিয়ে সাক্ষাৎ করি। তাঁর কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র নিয়ে আমি ঢাকায় সাপ্তাহিক 'আরাফাত' পত্রিকার অফিসে উঠি। পরে 'আরাফাত' পত্রিকার সম্পাদক আব্দুর রহমান বিএবিটি ছাহেবের পরামর্শ নেই। তিনি আমাকে ময়মনসিংহ যেলার ত্রিশাল থানাধীন চকপাঁচপাড়া মাদ্রাসায় ভর্তি হ'তে বলেন।

এরই কয়েকদিন পরে হাফেয রূহুল আমীন ছাহেব (বর্তমান এমপি) মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন বংশাল বড় মসজিদে এসে তাফসীর করছিলেন। কিছু দ্বীনি ভাই বললেন, বংশাল বড় মসজিদে হাফেয রূহুল আমীন এসেছেন, ভাল তাফসীর করেন, চলেন শুনতে যাই। তার বক্তব্য শুনার পরে বললাম, আমি আপনাদের চকপাঁচপাড়া মাদ্রাসায় পড়তে যেতে চাই। তখন তিনি তার ওস্তাদ আবুল বাছীর আব্দুল্লাহ খানকে উর্দূতে একটা চিঠি লিখে দিলেন। ঐ চিঠি নিয়ে চকপাঁচপাড়া মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হ'লাম। এটা ১৯৭৭ সালের ঘটনা।

তখন ঐ মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে আবুল বাছীর আব্দুল্লাহ খাঁন ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার, সুন্নাতের পাবন্দ ও মুহাক্কিক আলেমে দ্বীন। আর তাঁরই পিতা দেলদুয়ারের মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন, যার কথা স্যারের থিসিসে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একজন প্রখ্যাত দাঈ ও দ্বীনে খাদেম ছিলেন।

১৯৭৯ সালে সেখান থেকে চলে আসি। তারপর ১৯৮০ সালে বগুড়ার সোনাতলাস্থ নাজির আখতার কলেজে ভর্তি হই। সেখান থেকে ১৯৮২ সালে এইচএসসি পাস করে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইসলামের ইতিহাসে চান্স পেয়েছিলাম। শেষে বাংলা বিভাগে ১৯৮২-৮৩ সেশনে প্রথমে ভর্তি হই। বাংলা বিভাগে দুই মাস ক্লাস করলাম। কিন্তু আমার দাড়ি থাকার কারণে ডিপার্টমেন্টের স্যারেরা খুব টিটকারী ও হাসিঠাট্টা করতেন। আর বাংলা বিভাগে ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রী বেশী ছিল। তারা অধিকাংশ সময় গান-বাজনাসহ অনৈসলামিক কার্যকলাপ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। যা আমার নিকট খুব অসহনীয় ছিল।

এদিকে ততদিনে আরবী বিভাগের শিক্ষক আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সাথে আমার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাঁর সাথে পরামর্শ করলে তিনি আমাকে তাঁর বিভাগে মাইগ্রেশন করে আসতে বললেন। তখন বাংলা বিভাগ পরিবর্তন করে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে চলে এলাম। সেসময় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ একই সাথে ছিল।

তাওহীদের ডাক : আপনার চাকুরী জীবন কখন শুরু হয়েছিল?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : ১৯৮৬ সালে আমার এমএ পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে পরীক্ষা হ'ল ৮৯-এর শেষ দিকে। রেজাল্ট হ'ল ১৯৯০ সালের মে মাসে। রেজাল্ট হওয়ার আগেই পটুয়াখালী যেলার মৌকরণ ডিগ্রী কলেজে দরখাস্ত করে যোগদান করেছিলাম। ঐখানে গিয়ে দেখি কলেজের অবস্থা ভাল নয়। তাই চলে আসলাম। বাড়ীতে মাস দুয়েক বসে থাকলাম। ১৯৯০ সালে আগস্ট মাসে ইত্তেফাক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে পিরোজপুর যেলার স্বরূপকাঠী থানাধীন কুড়িয়ানা কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ কলেজে দরখাস্ত করলাম। ঐ কলেজে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত তিন বছর ছিলাম। অতঃপর একই থানার কৌড়িখাড়াস্থ ফজিলা রহমান মহিলা কলেজে ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে যোগদান করি। এ কলেজ থেকেই গত ২০১৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করি। দুই কলেজ মিলে আমি প্রায় ২৭ বছরের মত শিক্ষকতা করেছি। স্বরূপকাঠী কুড়িয়ানা কলেজে ইন্টারভিউয়ের সময় ইউএনও মতীউর রহমান আহলেহাদীছ সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করেন। তিনি আমার উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হন। ভাবলাম চাকুরী হবে না। কিন্তু হয়ে গেল। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল বরিশাল যেলার উযীরপুর থানার হাবীবপুর কলেজের ইন্টারভিউতে। সেখানে এমপি রাশেদ খান মেনন এবং জমঈয়তে মুদাররিসীনের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল লতীফ উপস্থিত ছিলেন। মহাসচিব ছাহেব বললেন, 'আপনি তো আহলেহাদীছ, তাই না? রাফউল ইয়াদাইনের একটি হাদীছ বলুন। আমি ভাবলাম চাকুরীই হবে না। আল্লাহ্র রহমতে সেখানেও চাকুরী হয়েছিল।

তাওহীদের ডাক : আপনার সাংগঠনিক জীবন কিভাবে শুরু হয়েছিল। এ বিষয়ে যদি কিছু বলতেন?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : ১৯৭৮ সালে আমীরে জামা'আত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গঠন করলেন। 'যুবসংঘ' গঠনের ঘটনা আমরা 'আরাফাত' পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তখন বিভিন্ন যেলায় শাখা গঠন হচ্ছিল। চকপাঁচপাড়া মাদ্রাসায় আমরা শাখা গঠন করলাম। ময়মনসিংহের আব্দুল হাফীয ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক। কিছুদিন পর তিনি চকপাঁচপাড়া মাদ্রাসায় ভর্তি হলেন। এদিকে আমাদের রাজশাহী রাণীবাযার মাদ্রাসায় শাখা গঠন হয়েছে। ছুটিতে বাড়ি এসে আমি মোহনপুর থানার মধ্যে মেলান্দি, পিয়ারপুর, খানপুর, সেন্দুরি, মতিহার, জাহানাবাদ বিভিন্ন এলাকায় 'যুবসংঘে'র শাখা গঠন করলাম। এসময় পিয়ারপুরের আযহার, রুস্তম ও 'যুবসংঘে'র বর্তমান কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও তাওহীদের ডাক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিবের বাবা আব্দুল আযীয আমার সঙ্গী ছিল। এভাবেই আমি সংগঠনের সাথে একেবারে শুরু থেকে জড়িত হয়ে পড়ি।

আমি যখন ময়মনসিংহ থেকে একবারে চলে আসলাম, তখন রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপযেলার পাকড়ী ইউনিয়নে অবস্থিত ঝিনা গ্রামের মুহাম্মাদ মুসলিম, আব্দুল খালেক প্রমুখকে দাওয়াত দিয়ে সংঘবদ্ধ করে ঝিনা এলাকা কমিটি গঠন করি। ঝিনা, উপর বিল্লি, নামো বিল্লি, আলোকছত্র, প্রসাদপাড়া বেশ কয়েকটা গ্রামে আমি শাখা গঠন করেছি। তখনো ড. গালিব

স্যার ঢাকায় ছিলেন। এটা ১৯৭৯ সালের ঘটনা। গালিব স্যার ১৯৮০ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সে বছরই আমি এইচএসসিতে ভর্তির জন্য নাজির আখতার কলেজ, সোনাতলা, বগুড়ায় চলে গেলাম। স্যার রাজশাহীতে আসার পর আব্দুল খালেক মাস্টার, মুসলিম ভাই আর ঝিনার আব্দুশ শাকুর ভাই স্যারের কাছে যাতায়াত শুরু করলেন। এরপরে ঝিনাতে একটি শক্তিশালী সংগঠন তৈরী হ'ল ও পরবর্তীতে ঝিনায় যেলা সম্মেলনে স্যার প্রধান অতিথি হিসাবে গিয়েছিলেন।

তাওহীদের ডাক : পিরোজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছিল আপনার কর্মস্থল। সেই এলাকায় আপনার দাওয়াতী কাজটা কিভাবে শুরু করেছিলেন?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : আমি যখন কুড়িয়ানা কলেজে ছিলাম তখন কোন আহলেহাদীছ পাইনি। কুড়িয়ানা কলেজটি ছিল সন্ধ্যা নদীর পূর্বপাড়ে। যখন আমি সন্ধ্যা নদীর পশ্চিমপাড়ের ফজিলা রহমান মহিলা কলেজে আসলাম, তখন বেশ কয়েকটি আহলেহাদীছ মসজিদ পেলাম। যেমন এক কিলোমিটার দূরে সোহাগদল মসজিদ, দুই কিলোমিটার দূরে ভাইজোড়া মসজিদ ও তিন কিলোমিটার দূরে আদর্শ বয়া মসজিদ প্রভৃতি। এই তিনটি মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর শাখা করেছিলাম। ১৯৯৪ সালে 'আন্দোলন' গঠিত হ'লে সেখানে 'আন্দোলনে'র শাখা গঠন করেছি। এরপরে পিরোজপুর যেলার কাউখালি, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর সদর ইন্দুরকানি ও নাজিরপুর উপযেলায় 'আন্দোলনে'র দাওয়াত পৌঁছে দেই ও সাথে সাথে বেশ কিছু শাখা গঠন করা হয়। আমার দাওয়াতে কলেজে দু'জন সহকর্মী আহলেহাদীছ হয়েছিলেন।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আত কি কখনো সেখানে গিয়েছিলেন? আর বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে আপনি সাংগঠনিক কাজ কিভাবে এগিয়ে নিয়েছেন?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : আমীরে জামা'আত পিরোজপুরে দুইবার গিয়েছিলেন। উপরোল্লিখিত মসজিদগুলো ট্রাস্টেরই করে দেওয়া। প্রথমবার ১৯৯৭ সালের ২১শে নভেম্বর, শুক্রবার পিরোজপুর সোহাগদলে যেলা সম্মেলনে গিয়েছিলেন। ১৪ জন যেলা সভাপতি ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ সহ বিশাল এক কাফেলা নিয়ে ছিল সেই সফর। দ্বিতীয়বার ২০১০ সালের ১৯শে এপ্রিল, রোজ সোমবার অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে গিয়েছিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ আমি পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলনে'র প্রথম আহ্বায়ক ছিলাম এবং পরবর্তীতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। আমি বরিশাল যেলার উযীরপুর থানায় 'আন্দোলনে'র দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি। বরিশাল যেলা 'আন্দোলন'-এর বর্তমান সভাপতি ইব্রাহীম কাওছার সালাফীর আব্বা আয়েন আলী মাস্টারকে প্রথম দাওয়াত দিই। তাঁকে প্রথম যেলা সংগঠনের আহ্বায়ক করি এবং টানা দুই সেশন তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমার ছেলে ইব্রাহীম কাওছার সালাফী জমঈয়তের মাদ্রাসায় চাকুরী করে এবং জমঈয়ত করে। জমঈয়তের তো তেমন কোন কাজ নেই। সে তো এখন 'আন্দোলন' করতে চায়। কিন্তু কোন সূত্র পাচ্ছে না। আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা। অতঃপর তাকে দায়িত্বে আনা হ'ল। ইব্রাহীম কাওছার সালাফী সভাপতি হওয়ার পর থেকে বরিশাল যেলায় আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দাওয়াতী কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে তার ছোট ভাই কায়েদ মাহমূদ ইমরান 'যুবসংঘে'র যেলা সভাপতি। এরপর বরিশাল (পূর্ব) মেহেন্দীগঞ্জের উলানিয়ায় দাওয়াত নিয়ে যাই। আগে থেকেই তারা আত-তাহরীক পড়তো। ফলে তারা সহজেই দাওয়াত কবুল করে এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে' যোগদান করে।

বরগুনা শহরে একটা আহলেহাদীছ মসজিদ ছিল। কিন্তু সেখানে বাংলায় নয়, বরং আরবীতে মাযহাবী নিয়মে খুৎবা হ'ত। মেজর আব্দুল মান্নান ও অধ্যাপক নূরুল আলম বললেন, আমরা জানি বাংলায় খুৎবা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে নতুন জায়গা। বাংলায় খুৎবা দিলে সমস্যা হ'তে পারে। আমি বললাম, আগামীকাল আমি বাংলায় খুৎবা চালু করি। পরীক্ষা করে দেখা যাক, কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি-না। তারা আমাকে অনুমতি দিলেন আমি বাংলায় খুৎবা দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়নি। কেউ তো বিরূপ মন্তব্য করেইনি বরং সবাই সাদরে গ্রহণ করে। আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত সেখানে বাংলায় খুৎবা হচ্ছে। পরবর্তীতে সেখানে 'আন্দোলন'-এর যেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা এখন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

আমি বরিশালের পর্যটন যেলা পটুয়াখালী সদরেও দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি। পটুয়াখালী সরকারী কলেজের মুজিবুর রহমান ভাইকে প্রথমে দাওয়াত দেই। তিনি প্রথম থেকেই সংগঠনের দাওয়াত কবুল করেছেন। ঢাকা দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন' সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান ভাই বাউফল উপযেলার সানেশ্বরে যে মসজিদ করে দিয়েছেন, সেখানে দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি।

এরপর ১-৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯-এ ভোলা বোরহানুদ্দীন থানার কাচিয়া-চৌমুহনী তা'লীমুল মিল্লাত মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট তাফসীর মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে আমীরে জামা'আত যোগদান করেন। মোশাররফ হোসেন আকন্দ ও মাওলানা ছফিউল্লাহর সহযোগিতায়। সেখানে তিনি 'আন্দোলন'-এর দাওয়াত দেন। এর এক বছর পর আমি সেখানে যাই। পরবর্তীতে আমি ও যশোরের সিরাজুল ইসলাম ভাই ভোলা শহরে উত্তর বাপ্তায় কামরুল ইসলামের এলাকায় যাই। পরে ২০১৯ সালে কামরুল ইসলামদের মসজিদ ভাঙ্গা ঘটনার পর সর্বপ্রথম আমি সেখানে সরেযমীনে দেখতে যাই এবং কেন্দ্রে এসে আমীরে জামা'আতের সাথে পরামর্শ করি। আলহামদুলিল্লাহ সেখানে এখন সংগঠনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বরিশালের অপর যেলা ঝালকাঠির বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি কিন্তু সেখানে সংগঠনের শাখা গঠন করতে পারিনি। লোকজন

খুবই কম, যারা আছে সবাই ঢাকায় থাকে। আর তারা আহলেহাদীছ বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মাদারীপুর যেলার কালকিনিসহ বিভিন্ন স্থানে দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি। তবে অনেক বিলম্বে হ'লেও গত ১০ই আগস্ট' ২২ তারিখে মাদারীপুর শহরে আলহামদুলিল্লাহ যেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়েছে। বহুদিনের প্রচেষ্টার ফল হিসাবে গত ৬ই আগস্ট'২২ তারিখে বরিশালের বাকেরগঞ্জ থানাধীন নিয়ামতি ইউনিয়নে 'আন্দোলনে'র একটি শাখা কমিটি গঠন করতে পেরেছি। এমনিভাবে পুরা বরিশাল বিভাগে আমি সাধ্যমত আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : জমঈয়ত ও যুবসংঘে'র মধ্যে কিভাবে দূরত্ব সৃষ্টি হ'ল। আপনি নিয়মিত 'আরাফাত' পড়তেন আপনার কাছে কি মনে হয়?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : আমি যতটুকু দেখেছি বা জেনেছি তাতে একথা স্পষ্ট যে, এতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কোন ভুল ছিল না। মূলতঃ আমীরে জামা'আতের সাথে জমঈয়তে আহলেহাদীসের যে মতপার্থক্য ঘটেছে- সেটা একটা আদর্শিক বিষয়। যেমন জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ মনে করতেন, যেকোন ব্যক্তি আহলেহাদীছ পরিবারে জন্ম নিলেই জমঈয়তের সদস্য হ'তে পারবে। সে জাতীয়পার্টি, বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী যে পার্টিই করুক, তাতে কোন যায় আসে না। কেননা জমঈয়ত একটা বটবৃক্ষ। এখানে সকল রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ এসে আশ্রয় নিবে। কিন্তু ড. গালিব স্যার কখনই এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর কথা ছিল যে, জমঈয়ত থাকতে আহলেহাদীছ সন্তানরা কেন অন্য সংগঠনে যাবে? তারা 'যুবসংঘ' থাকতে অন্য কোন ছাত্র সংগঠন করবে কেন? এটা প্রথম আদর্শিক মতপার্থক্য ছিল। আর বাস্তবিকই আমরা দেখতে পাই যে, সারা দেশে জমঈয়তের দায়িত্বশীল থেকে শুরু করে সদস্যদের অধিকাংশই প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী, কম্যুনিস্ট ও ইসলামী চরমপন্থী রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত। অথচ জমঈয়তের গঠনতন্ত্রে ৮নং ধারায় স্পষ্ট বলা আছে যে, 'যে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আক্বীদা, আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও নেতৃত্ব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' হইতে ভিন্ন তাহার কোন সদস্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না'। *[এম.এ কাফী আল-কোরায়শী কর্তৃক প্রকাশিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র (২য় সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ. ৬।]*

আরেকটা কারণ হ'ল, কর্মনিষ্ঠ ও মুখলিছ দাঈ শায়খ আব্দুল মতীন সালাফী ছাহেবের সাথে স্যারের ঘনিষ্ঠতা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের গাত্রদাহের কারণ হয়। কেননা তাঁদের উভয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আহলেহাদীছ জামা'আতের নতুন গতি সঞ্চার হয়েছিল এবং দিকে দিকে 'যুবসংঘ'-এর নাম উচ্চারিত হচ্ছিল। ফলে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ 'যুবসংঘ'কে কখনই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। অবশেষে আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নিয়ে যুবসংঘের সাথে ১৯৮৯ সালে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা হয় এবং একই সময়ে আব্দুল মতীন সালাফীকে মিথ্যা অভিযোগে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। এটা ঘটেছিল শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশ ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে। জমঈয়তের বৃহত্তর অংশ এখনও প্রকৃত ঘটনা না জেনে গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র অভিযোগ ছড়ান যে, 'ড. গালিব জমঈয়ত ভেঙেছেন এবং তিনি টাকা-পয়সার হিসাব দেননি'। অথচ এটা নির্জলা মিথ্যাচার। বরং জমঈয়তই ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই ঠাণ্ডা মাথায় 'যুবসংঘ'-এর সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা দিয়ে এবং একই সময়ে 'যুবসংঘ'কে ঠেকানোর জন্য একটি প্যারালাল সংগঠন হিসাবে 'শুব্বান'কে দাঁড় করিয়ে আহলেহাদীছ জামা'আতকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। অথচ এই জ্বলন্ত সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে আজও তারা বহাল তবিয়তে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা অব্যাহত রেখেছেন। জানি না আর কতকাল এই মিথ্যার বেসাতি চলবে। আল্লাহ হেফাযত করুন!

সেই সাথে ড. গালিব স্যারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার সহজ কৌশল হিসাবে তার বিরুদ্ধে আর্থিক হিসাব দাখিল না করার ভ্রান্ত অভিযোগ রটানো হয়। অথচ তা সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ। বরং জমঈয়তই 'যুবসংঘ'-এর জন্য আগত অর্থ অন্যায়ভাবে আটকিয়ে রেখেছিল। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই দ্বিধাবিভক্তির পিছনে পূর্ণভাবে দায়ী ছিল জমঈয়ত। যদিও জমঈয়ত আজও এই দায় স্বীকার করেনি। বরং অব্যাহতভাবে উল্টো উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে এসেছে। ফলে এই দূরত্ব সহসা দূর হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে আমাদের একান্ত কামনা ও দো'আ আল্লাহ যেন জমঈয়তের দায়িত্বশীলদের মধ্যে আন্তরিকতা ও সত্যের সাথে চলার সাহস জাগ্রত করেন এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পরিত্রাণ দেন। তবেই এদেশে আহলেহাদীছ জামা'আত ঐক্যবদ্ধভাবে এবং সুসংহতভাবে বৃহত্তর কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : ২০০৫ সালে স্যার গ্রেফতার হ'লেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : তখন আমি পিরোজপুর যেলা সভাপতি ছিলাম। ঐ সময় আমার উপর দিয়ে অনেক চাপ গিয়েছিল। আমার হাতে হ্যান্ডকাপ পড়েনি বটে, কিন্তু স্যার গ্রেফতার হওয়ার কয়েক দিন আগ থেকে গোয়েন্দারা আমার উপর নযরদারী শুরু করে। তখন আমি স্যারকে মোবাইলে বললাম, স্যার-আমার উপর গোয়েন্দারা এভাবে নযরদারী করছে কারণ কী? তিনি বললেন, বিভিন্ন জায়গাতে জঙ্গীরা ধরা পড়ছে, আর আমার ও সংগঠনের নাম বলছে। সেকারণে হ'তে পারে। গোয়েন্দারা আমাকে খুবই কড়া নযরদারীতে রেখেছিল। আমি কোথায় যাই, কি করি, কোথায় বাজার করি এবং মানুষের সাথে কেমন আচরণ করি ইত্যাদি।

২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ইজতেমার ২দিন পূর্বে স্যারকে গ্রেফতার করা হয়। আমি তা জানতে পারিনি।

ইজতেমার আগের দিন আমি ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে ইজতেমায় আসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে কলেজে এসেছি মাত্র। আমার সহকর্মী জনাব শহীদুল ইসলাম বাহাদুর, যিনি আমার দাওয়াতে আহলেহাদীছ হয়েছেন। তিনি বললেন, আপনার ছেলে তাওফীকুর রহমান আমার নিকট মোবাইল ফোনে বলেছে ইজতেমা হবে না, গালিব স্যারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তখন আমার ছেলে নওদাপাড়া মারকাযে আলিম ক্লাসে পড়তো। কিছুক্ষণ পর টিভির খবরে দেখলাম যে, স্যার ও ড. আযীযুল্লাহ পাশাপাশি বসে আছেন। কলেজে ক্লাস শেষে বাসায় গিয়ে স্যারের গ্রেফতারের খবর জানালে বাসায় আমার স্ত্রী, ছোট ছেলে ও এক মাত্র মেয়ে অঝোরে কান্নাকাটি করেছিল, যেমনভাবে আপনজনের কেউ মৃত্যুতে কান্নাকাটি করে।

স্যার গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ভয়েস অব আমেরিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক আনিস আহমেদ স্যারের একটি ইন্টারভিউ নিয়ে প্রচার করেছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারটি আমার ছেলে মেয়েরা টেপ রেকর্ডে ধারণ করেছিল। যা বারবার শুনতাম ও স্যারের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে তার সাহচর্য অনুভব করতাম। এটাও আমার একটা বড় স্মৃতি।

সর্বশেষ কথা হ'ল, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও আহলেহাদীছ জামা'আতকে নিয়ে স্যারের যে চিন্তা-চেতনা, গবেষণা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা, তাতে বাংলাদেশের প্রায় তিন কোটি আহলেহাদীছ জনসাধারণ প্রশ্নাতীতভাবে তাঁকেই অবিসংবাদিত নেতারূপে গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তো সব অন্তরকে এক সমান করে সৃষ্টি করেননি। সর্বোপরি হিংসা, মাল ও মর্যাদার লোভ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করে রেখেছে। আল্লাহই হেফাযতের মালিক।

তাওহীদের ডাক : আপনার সাথে মুহাতারাম আমীরে জামা'আতের প্রথম সাক্ষাৎ কিভাবে হয়েছিল? এ বিষয়ে যদি কিছু বলতেন?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : আমীরে জামা'আতের সাথে আমার সাক্ষাৎ এক বিস্ময়কর ঘটনা। ঝিনা মাদ্রাসায় থাকাকালীন আমরা বিকালে ছাত্র-শিক্ষক মিলে খেলার মাঠে বসতাম। ঐখানে আমাদের সাথে যোগ দিতেন প্রয়াত আব্দুল খালেক মাস্টার। তার কাছ থেকে সাপ্তাহিক 'আরাফাত' পত্রিকা পড়ার জন্য নিতাম। পরে মাদ্রাসার নামেই পত্রিকা আসত। ঐখানে প্রায় সংখ্যাতে মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব নামক একজন লেখকের লেখা পড়তাম। খুব ভাল লাগত। একদিন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছি যে, এই লেখক তো প্রায় প্রতি সংখ্যায় লেখেন। উনার পরিচয় কি? কোন যেলায় বাড়ী? ইত্যাদি। সেদিন দুই মাইল দূরে পাকড়ি হাইস্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বাসুদেবপুরী আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে চিনি। তার বাড়ি খুলনায়। আরামনগর, জামালপুর মাদ্রাসায় আমার সহপাঠী ছিলেন। ঐখান থেকে আমরা একসাথে কামিল পাশ করেছি। স্যারের মেধা ও বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে তিনি অনেক কিছুই বললেন। তখন থেকে জানতাম স্যারের বাড়ী খুলনায়।

১৯৭৭ সালে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় যাওয়ার পর সাপ্তাহিক 'আরাফাত' পত্রিকা অফিসে প্রায় আট-দশ দিন ছিলাম। উপরে ছিল আরাফাত অফিস আর নিচে নাযিরাবাজার মসজিদ। ঐখানে একদিন মাগরিবের ছালাত পড়ে বের হয়েছি, আর স্যার সাইকেল নিয়ে বের হয়েছেন। তখন স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মহসিন হলে থাকতেন। আমি গিয়ে সালাম দিলাম। মুছাফাহার পরে স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাড়ী কোথায়? আমি বললাম, রাজশাহীতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাড়ী কোথায়? তিনি বললেন, আমার বাড়ী খুলনায়। তখন আমি স্যারকে বললাম, খুলনার আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে চিনেন কি? স্যার তখন বললেন, আমিই আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এই হ'ল প্রথম পরিচয়ের সূত্র।

তাওহীদের ডাক : আপনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় দাঈ হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করছেন। কোন সাল থেকে এ ময়দানে আপনার পথ চলা শুরু?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : আমি অবসর গ্রহণ করি ২০১৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। আমি শীতকালীন ছুটি থাকায় এমাসেই বাড়ীতে আসলাম। জানুয়ারী-মার্চ তিন মাস বাড়ীতেই বসেছিলাম। পরে আমি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'আন্দোলনে'র সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ভাইকে বললাম, আমি তো বাড়ীতে বসে আছি। আমি তো বসে থাকার লোক না। আমি পিরোজপুর থাকাকালীন সবসময় বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতী কাজে চলে যেতাম। নূরুল ইসলাম ভাই বললেন, আপনি একটা আবেদন করেন, দেখা যাক আপনাকে কোন দায়িত্ব দেওয়া যায় কি না? আমীরে জামা'আত বরাবর একটা আবেদন করলাম। তারপরে ২০১৭ সালের ১লা এপ্রিল তিনি আমাকে কেন্দ্রীয় দাঈ হিসাবে নিয়োগ দেন। সেই থেকে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে, নিভৃত গ্রাম-গঞ্জে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যতদিন বেঁচে আছি, সুস্থ আছি ইনশাআল্লাহ এই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব।

তাওহীদের ডাক : সম্প্রতি কেউ কেউ আমীর নির্বাচন ও বায়'আতের বিরোধিতা করছে। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : স্যারের ডক্টরেট থিসিসে বিশদ আলোচনা রয়েছে ভাল করে পড়ে দেখুন। বায়'আত সম্পর্কিত কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক দলীল তো আছেই। পাশাপাশি সঊদী আরবের ওয়াহ্হাবী আন্দোলন, উপমহাদেশের জিহাদ আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বায়'আত গ্রহণ, শিক্ষা আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা সাইয়েদ নাযীর হোসাইন কর্তৃক শিষ্যদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ এবং হিজরী ১৩১৩ মোতাবেক ১৮৯৫ খৃ: দিল্লীতে মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব দেহলভীর নেতৃত্বে

'গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' সংগঠন কায়েমের ইতিহাস জানতে পারেন। যে সংগঠনের ভিত্তি ছিল 'ইমারত ও বায়'আত'। রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত উক্ত মুর্দা সুন্নাতকে যিন্দা করার উদ্দেশ্যেই ১৯৯৪ সাল থেকেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'ইমারত ও বায়'আত' বিষয়টি অস্বীকার করা কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বিধানকে অবজ্ঞা করার শামিল। শুধু তাই নয়, উপমহাদেশে আমাদের পূর্বপুরুষগণ বাতিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ দাওয়াতী মিশনকে পরিচালনা করেছিলেন, সেই ইতিহাসের সাথে বিরোধিতা করার শামিল বলে আমি মনে করি। এর মধ্যে পীর-মুরিদীর গন্ধ খোঁজ করা অসৎ উদ্দেশ্যের পরিচায়ক।

আমীর ও বায়'আতের বিরোধিতাকারীগণ হয় জ্ঞান পাপী না হয় সত্য গোপনকারী। তাদের বুঝা উচিত যে, আমীর দু'ধরনের হয়ে থাকেন। ১. রাষ্ট্রীয় আমীর ২. বিশেষ দলের আমীর। এমনিভাবে জামা'আত দু'প্রকার হয়ে থাকে। ১. জামা'আতে আম্মাহ ২. জামা'আতে খাছছাহ। জামা'আতে আম্মাহ থাক বা না থাক, রাষ্ট্র মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক জামা'আতে খাছছাহ থাকতেই হবে। আর জামা'আতে খাচ্ছাহ থাকলে অবশ্যই সেখানে একজন আমীর থাকবে।

তারা বলছেন, আমীর কেবল রাষ্ট্রে থাকবে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন তিন জন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে আমীর নিযুক্ত না করা পর্যন্ত' *(আহমাদ হা/৬৬৪৭, হাদীছ হাসান)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যখন তিন জন একত্রে সফরে বের হবে তাদের মধ্যে একজনকে যেন আমীর নিযুক্ত করে নেয়' *(আবুদাঊদ হা/২৬০৮; নায়লুল আওত্বার হা/৩৮৭৩)*।

তাহ'লে এসব হাদীছের উপর আমল কিভাবে হবে? ইমারত ও বায়'আত বিরোধী প্রবক্তাদের বুখারী ও মুসলিম এবং সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার বায়'আতের ১৭টি অনুচ্ছেদের হা/৪১৩৯ হতে ৪২১১ পর্যন্ত ৪১৬০ ও ৪১৬১ দু'টি যঈফ হাদীছ বাদ দিয়ে মোট ৬০টি ছহীহ হাদীছ গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠের আবেদন রাখছি। সেই সঙ্গে আমীরে জামা'আত কর্তৃক রচিত ডক্টরেট থিসিসের ৩৬৫-৩৬৭ পৃষ্ঠা টীকাসহ এবং 'ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বইটির ৯৪ পৃষ্ঠা থেকে ১০৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠের অনুরোধ করছি।

তাওহীদের ডাক : স্যারের সাথে স্মৃতি বিজড়িত আর কোন ঘটনা আছে কি?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : স্যারের সাথে আমার বিগত ৫০ বছরের বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য যেমন-

১. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রথম সম্মেলন হয়েছিল ঢাকাতে ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল। এর আগে ১৯৭৯ সালে একটা জাতীয় সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল তা 'আরাফাত' পত্রিকায় যার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল। সে সম্মেলনের উদ্দেশ্যে আমি ও আমাদের থানাধীন পিয়ারপুর গ্রামের রুস্তম আলী ময়মনসিংহের ত্রিশাল থেকে ঢাকাতে গিয়েছিলাম। স্যার তখন যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় থাকতেন। স্যারের কাছে গিয়ে শুনলাম, বিশেষ কারণে সম্মেলনটি স্থগিত করা হয়েছে। ঐ সময় 'যুবসংঘে'র গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি ছাপা হয়নি। 'যুবসংঘে'র গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি বই আকারে প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৮১ সালে। আমার কাছে সাদা খাতা ছিল। ঐখানে লাইব্রেরী নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেটা স্যারকে দেখালাম। স্যার দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, যদি কখনো পত্রিকা বের করি তখন ছাপানো হবে। পরবর্তীতে মাসিক 'আত-তাহরীকে' ২য় বর্ষ : ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৮-এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

আমার কাছে সেই খাতার শেষের দিকে বেশ কয়েকটি সাদা পৃষ্ঠা ছিল। সেখানে স্যার 'যুবসংঘ'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পাঁচ দফা মূলনীতি ও চার দফা কর্মসূচী- এই তিনটি জিনিস নিজ হাতে লিখে দিলেন আর মুখস্থ করতে বললেন। স্যারের লিখে দেওয়া এই তিনটি জিনিস আমার কাছে দীর্ঘ দিন ছিল।

কথা প্রসঙ্গে ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র যিয়ারত হোসেন, যার বাড়ী ছিল ডেউয়াতলা, চালনা বন্দর, দাকোপ, খুলনা। স্যার তার ঠিকানা লিখে দিয়ে বললেন, এর সাথে চিঠি আদান-প্রদান করবে। এ সেই ছেলে যে স্যারের উপর মারমুখী হয়েছিল, যখন স্যার শবেবরাত সম্পর্কে লিখেছিলেন। পরবর্তীতে স্যার তাকে বুঝানোর পর সে আহলেহাদীছ হয়ে যায়। তিন বছর আগে চালনা সফরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

২. আমি বগুড়ার সোনাতলায় থাকতে মধুপুর গ্রামে লজিং থাকতাম। মধুপুরের ওছমান গণী ভাইকে সভাপতি করে 'যুবসংঘ'-এর শাখা গঠন করলাম এবং ডিসি রোডের পাশে সাইনবোর্ড লাগিয়ে 'যুবসংঘ'-এর অফিস করেছিলাম। মধুপুরের অনতিদূরে হুয়াকুয়া গ্রামে জমঈয়তের যেলা কনফারেন্সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. আফতাব আহমাদ রহমানী ও গালিব স্যার প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগদান করেছিলেন।

৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর আমি সাময়িকভাবে নবাব আব্দুল লতীফ হলে অতিথি হিসাবে ছিলাম। স্যার সে সময় যোহা হলে হাউজ টিউটর হিসাবে থাকতেন। স্যারের রুমে আমি, সিরাজ ভাই, মনিরুল (কেশবপুর, যশোর) প্রমুখ যুবসংঘের বৈঠক করতাম। স্যারের রুমে তাঁর এক ভাগ্নে রূহুল আমীন থাকতেন। সে ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপেক্ষা কঠিন বিষয় ভূ-তত্ত্ব ও খনি বিদ্যার ছাত্র ছিল। তার বইগুলো ছিল ইংরেজী মিডিয়ামের। দেখতাম তাকে স্যার কঠিন ইংরেজী পড়ে পড়ে অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতেন। আরবীর শিক্ষক অথচ ইংরেজী ভাষার উপর স্যারের অসাধারণ দখল দেখে আমরা সকলে বিস্মিত হ'তাম।

৪. 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠালগ্নে উত্তর যাত্রাবাড়ীর ঠিকানায় এবং পরে পিরোজপুর থাকাকালে স্যারের সাথে অসংখ্য বার পত্রালাপ করেছি। স্যারের হাতে 'স্নেহের আব্দুল হামীদ' লেখা চিঠি এখনও আমার সংরক্ষণে আছে। এখন সেগুলোতে চোখ বুলালে পুরানো কত স্মৃতিই মনে পড়ে!

৫. ঢাকা থেকে ১৯৮৪ সালে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অফিস রাজশাহী রাণীবাজার মাদ্রাসায় (২য় তলায়) স্থানান্তরিত হ'লে মাদ্রাসার ছাদে জোৎস্না রাতে স্যারের সভাপতিত্বে প্রথম যে মিটিং হয়েছিল তাতে মনীরুল, সিরাজ ভাই, এনামুল হক (চাঁপাই) ও আমি ছিলাম। এসময় আমি ও এনামুল হক রাণীবাজার মাদ্রাসায় নব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় অফিসে থাকতাম। এসময় রাজশাহী বিভাগীয় তাবলীগ সম্পাদক হিসাবে স্যারের নির্দেশে বগুড়ার বৃ-কুষ্টিয়া, কামারপাড়া, শিবগঞ্জ, রংপুরের হারাগাছ, রংপুর সদর ও পাবনার খয়ের সুতি, শালগাড়িয়া প্রভৃতি এলাকায় দাওয়াতী সফর করেছি।

৬. ২০০৫ সালের ২২শে এপ্রিল শুক্রবার রাজশাহী, সাতক্ষীরা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, পাবনা, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন যেলায় এক যোগে স্যারের গ্রেফাতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভে যোগ দিতে না পারায় আমি মানসিকভাবে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। অবশেষে আমার পিরোজপুর যেলার কর্মীদের বুঝিয়ে ২৯শে এপ্রিল ২০০৫ শুক্রবার বাদ আছর ইন্দুরহাট ও মিয়ারহাট বন্দরে বিক্ষোভ মিছিল করলাম। পরের দিন ইত্তেফাক, আমার দেশ, যুগান্তর বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে 'জঙ্গীরা মিছিল করেছে' শিরোনামে আমাদের খবর বিকৃত করে ছাপা হ'ল। সাথে সাথে স্থানীয় এম.পি শহীদুল হক জামালের নির্দেশে আমাকে থানায় ডাকা হ'ল। কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ আমীনুল হক আমাকে তাঁর বাসভবনে আত্মগোপনে থাকতে বললেন এবং নিজে থানার ওসি ও ডিএসবি'র লোকদেরকে ম্যানেজ করলেন। সেদিন অধ্যক্ষ স্যারের সেই ভূমিকা ছিল খুবই প্রশংসনীয়। তাঁর জন্য দো'আ করি। তিনি আমার প্রতিটা ভাল কাজেই সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

তাওহীদের ডাক : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আপনি কোন না কোনভাবে এর সাথে জড়িত আছেন। এ পর্যন্ত অনেক দায়িত্বশীল নেতা ও কর্মী সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যাদের আপনি চিনতেন, জানতেন। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ পদাধিকারী সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীগণ সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। একইভাবে ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা লাভের পর হ'তে এ পর্যন্ত অনেক আমেলা ও শূরা সদস্যসহ বহু নেতা-কর্মী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। আমি মনে করি, এর পিছনে মৌলিক ২টি কারণ রয়েছে। **প্রথমত :** কিছু লোক আন্দোলনের মূল থীম 'তাওহীদে ইবাদত' তথা সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করা'- এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝে আন্দোলনে যোগ দেননি। **দ্বিতীয়ত :** কিছু লোক আবেগের বশীভূত হয়ে সংগঠনে আসেন। এই উভয় দলের মধ্য থেকে কিছু লোক দুনিয়াবী মতলব নিয়ে কিছু চাওয়া-পাওয়া বা স্বার্থ হাছিলের জন্য সংগঠনে যোগ দেয়। আখেরাত এদের কাছে একেবারেই উপেক্ষিত। এরাই স্বার্থ সিদ্ধির পর সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমরা দেখেছি এই স্বার্থের পিছনের ছোটা মানুষগুলোই পরে স্যারের বিরোধিতা করেছে। এরা মানসিকভাবে কুটিল, ধুরন্ধর, মতলববাজ ও অকৃতজ্ঞ।

অপরপক্ষে কেউ কেউ সংগঠনের মূল লক্ষ্য বুঝে-শুনে এবং স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, নেকী অর্জন ও আখেরাতে মুক্তি লাভের জন্য সংগঠনে আসেন। তারা তাক্বওয়াশীল, সহজ-সরল ও কুটবুদ্ধিহীন। এরাই এখন পর্যন্ত সংগঠনে টিকে আছেন ও আমৃত্যু থাকবেন ইনশাআল্লাহ!

তাওহীদের ডাক : 'যুবসংঘ'-এর মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : বর্তমান যুগ হ'ল সাংগঠনিক যুগ। আর এর প্রচার-প্রসারে মূখ্য ভূমিকা পালন করে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি। বাতিলের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রিন্ট মিডিয়ার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচারে 'যুবসংঘে'র মুখপত্র তাওহীদের ডাক পত্রিকা সংগঠনের এক বিশেষ সংযোজন, যার বুকে ভর করে আছে নানা স্মৃতি, আহলেহাদীছদের বিভিন্ন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিক আখ্যান। সুতরাং বাতিলের মোকাবিলায় হক্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে এর যাত্রা অব্যাহত থাকুক এ দো'আ করছি।

তাওহীদের ডাক : 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার পাঠকদের খেদমতে যদি কিছু বলতেন।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : জ্ঞানার্জনের জন্য আসলে পড়ার কোন বিকল্প নেই। তাওহীদের ডাক পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটি কথা ভাল করে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আর তা হ'ল- আমাদের মধ্যে নিজেকে জানার প্রবণতা খুবই কম। অথচ আহলেহাদীছদের গর্ব করার মত ইতিহাস ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু তারা সে বিষয়ে ওয়াকিফহাল নয়। আমীরে জামা'আত-এর একটি মূল্যবান কথা রয়েছে। তিনি বলেন, 'সে প্রকৃত জ্ঞানী নয়, যার ইতিহাসে জ্ঞান নেই'। 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকা দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবী অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। পাঠক মহলের কাছে আমার আরয তারা নিজেরা পত্রিকাটি পড়বেন এবং অন্যকে উৎসাহিত করবেন। এর গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়া উচিত। পাঠকদের কাছে দো'আ চাই- আমি যেন আমৃত্যু দাওয়াতী কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারি।

তাওহীদের ডাক : আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ : আপনাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা রইল। জাযাকুমুল্লাহ খায়রান। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের কল্যাণ করুন-আমীন!

স্ত্রীর প্রতি সুন্নাত

- যহুরুল ইসলাম

ভূমিকা : ইসলামী শরী'আতে পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল হলেও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রয়েছে ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু অধিকাংশ পরিবারে মনে হয় যেন সংসারে স্ত্রীর কোন মূল্যই নেই, স্বামীর সংসারে মুখ বুজে খেটে খাওয়ার জন্যই তার জন্ম। যখন সমাজে এই চিন্তা প্রবল হয়, তখনই কাঙ্খিত সুখের সংসার অনাকাঙ্খিত বিপর্যয়ে পতিত হয়। এই বিপর্যয় থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ গ্রহণই একমাত্র পথ। নিম্নে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সুন্নাত তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

স্ত্রীর কাজে সহায়তা করা :

হাদীছে এসেছে, عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ ـــ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ ـــ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ– আসওয়াদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিবারবর্গকে সহায়তা করতেন। আর ছালাতের সময় হ'লে ছালাতের জন্য বের হতেন'।[১]

হিশাম ইবনে উরওয়া (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) তার ঘরে অবস্থানকালে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি তার জুতা মেরামত করতেন এবং লোকজন নিজ ঘরে সাধারণত যা করে থাকে, তিনিও তাই করতেন'।[২]

স্ত্রীর রান্না করা খাবারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা :

প্রতিটি মানুষের কাজে দোষ-ত্রুটি থাকে। এটা স্বাভাবিক বিষয়। এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) কখনো কোন খাদ্যকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন না হলে ছেড়ে দিতেন'।[৩]

স্ত্রীর উপর অযথা রাগ না করে তার মন বোঝার চেষ্টা করা :

হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي، رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبَى. قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ 'আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক এবং কখন রাগান্বিত হও'। আমি বললাম, কী করে আপনি তা বুঝতে পারেন? তিনি বললেন, তুমি প্রসন্ন থাকলে বল, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রব-এর কসম! কিন্তু তুমি আমার প্রতি নারায থাকলে বল, ইব্রাহীম (আঃ)-এর রব-এর কসম! শুনে আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ্র কসম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি'।[৪]

স্ত্রীর নিকট থেকে যতটুকু সম্ভব ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকা :

হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ– তোমরা নারীদেরকে উত্তম নছীহত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহ'লে তা ভেঙ্গে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নছীহত করতে থাক'।[৫]

স্ত্রীদের ভরণপোষণ করা :

হাদীছে এসেছে, عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ:

১. *বুখারী হা/৬৭৬; মিশকাত হা/৫৮১৬।*
২. *আদাবুল মুফরাদ হা/৫৪১।*
৩. *বুখারী হা/৩৫৬৩।*
৪. *বুখারী হা/৫২২৮; মুসলিম হা/২৪৩৯।*
৫. *বুখারী হা/৩৩৩১।*

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ– হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ আল-কুশাইরী (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি বলি, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে। তার মুখমন্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হ'লে ঘরের মধ্যেই রাখবে'।[৬]

স্ত্রীকে মারধর না করা :

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنفسهِ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فينتقم لله– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র পথে জিহাদরত অবস্থা ছাড়া কখনো কাউকেও স্বীয় হাতে প্রহার করেননি, নিজের স্ত্রীগণকেও না, সেবককে না। আর যদি তার দেহে বা অন্তরে কারো পক্ষ হ'তে কোন প্রকারের কষ্ট বা ব্যাথা লাগত, তখন নিজের ব্যাপারে সেই লোক হ'তে কোন প্রকারের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ করে বসত, তখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে শাস্তি দিতেন'।[৭]

অপর হাদীছে এসেছে, 'আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَادِمًا لَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও তাঁর কোন খাদেমকে অথবা তাঁর কোন স্ত্রীকে মারপিট করেননি এবং নিজ হাতে অপর কাউকেও প্রহার করেননি'।[৮]

স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা :

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর প্রতি সর্বপ্রথম অহির সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রভাতের আলোর মতোই ফলত। এরপর তাঁর কাছে নির্জনতা পসন্দনীয় হ'তে লাগল। তাই তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার পরিজনদের কাছ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশে তিনি কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। তা শেষ হয় গেলে তিনি খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে ফিরে এসে আবার ঐ পরিমাণ কয়েক দিনের জন্য কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকাকালে তাঁর কাছে সত্য (অহি) আসলো।

জিবরীল (আঃ) সেখানে এসে তাঁকে বললেন, 'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তো পড়তে পারি না। তিনি বলেন, মালাক (ফেরেশতা) তখন আমাকে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যে, তাতে আমি প্রবল কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন!' আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। তখন দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে ধরে আবারও খুব জোরে চাপলেন। এবারও ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন' এবারও আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। তিনি বলেন, মালাক (ফিরিশতা) তৃতীয়বার আমাকে ধরে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলেন। এবারও আমি বিশেষভাবে কষ্ট পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, (অর্থাৎ) 'আপনার প্রভুর নামে পড়ুন। যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত হ'তে সৃষ্টি করেছেন। (পড়ুন!) আর আপনার প্রভু সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। তিনিই কলম দ্বারা বিদ্যা শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে তাই শিখিয়েছেন যা সে জানত না' *(আলাক ৯৬/১-৫)*।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত আয়াতগুলো আয়ত্ত করে ফিরে আসলেন। তখন তাঁর অন্তর কাঁপছিল। তিনি খাদীজার কাছে এসে বললেন, চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে দাও। চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে দাও। তখন তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় কেটে গেলে তিনি খাদীজার কাছে ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আশঙ্কাবোধ করছি। তখন খাদীজা (সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে) বললেন, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, এরূপ কখনো হ'তে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল আচরণ করেন, সর্বদা সত্য কথা বলেন, আপনি অক্ষমদের দায়িত্ব বহন করেন। নিঃস্বদেরকে সাহায্য করেন, অতিথিদের মেহমানদারি করেন এবং প্রকৃত বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন।

এরপর খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাথে নিয়ে আপন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল-এর কাছে চলে গেলেন। (পরবর্তীতে ওয়ারাকাহ্ 'ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন) খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! তোমার ভাতিজা কি বলে তা একটু শুন! তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা দেখেছিলেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ঘটনা শুনে ওয়ারাকা তাকে বললেন, এ তো সেই রহস্যময় মালাক (জিবরীল), যাকে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি তোমার নবুয়তকালে বলবান যুবক থাকতাম। হায়! আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকতাম যখন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে মক্কা

৬. আবু দাউদ হা/২১৪২।
৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১৮।
৮. ইবনু মাজাহ হা/১৯৮৪।

থেকে বের করে দেবে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারা কি সত্যই আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে দুনিয়াতে এসেছ, অনুরূপ কোন কিছু নিয়ে যে লোকই এসেছে, তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। আমি তোমার সে যুগ পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব। এর অব্যাহতির পর ওয়ারাকা মৃত্যুবরণ করলেন। এদিকে অহির আগমনও বন্ধ হয়ে গেল'।[৯]

স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়া :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ، قَالَ بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ، قَالَتْ بِنْتُ يَهُودِيٍّ فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ . فَقَالَتْ قَالَتْ لِي حَفْصَةُ إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّكِ لاَبْنَةُ نَبِيٍّ وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ. ثُمَّ قَالَ اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ– আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, ছাফিয়্যাহ (রাঃ)-এর কানে পৌঁছে যে, হাফসা (রাঃ) তাকে ইয়াহুদীর মেয়ে বলে ঠাট্টা করেছেন। তাই তিনি কাঁদছিলেন। তার কাঁদা অবস্থায় নবী (ছাঃ) তার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি বললেন, তোমাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, হাফসা আমাকে ইয়াহূদীর মেয়ে বলে তিরস্কার করেছেন। নবী (ছাঃ) বললেন, অবশ্যই তুমি একজন নবীর কন্যা তোমার চাচা অবশ্যই একজন নবী এবং তুমি একজন নবীর সহধর্মিণী। অতএব কিভাবে হাফসা তোমার উপরে অহংকার করতে পারে? তারপর তিনি বললেন, হে হাফসা! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর'।[১০]

স্ত্রীর সাথে খেলা করা, গল্প করা, ঘুরতে নিয়ে যাওয়া :

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসা ছিলেন। সে সময় আমরা একটা শোরগোল ও শিশুদের হৈচৈ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উঠে গিয়ে দেখলেন, এক হাবশী নারী নেচেকুদে খেলা দেখাচ্ছে আর শিশুরা তার চারদিকে ভীড় জমিয়েছে। তিনি বললেন, হে 'আয়েশা! এসো এবং প্রত্যক্ষ কর। অতএব আমি গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাঁধের উপর আমার চিবুক রেখে খেলা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। আমার চিবুক ছিল তার মাথা ও কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গায়। (কিছুক্ষণ পর) আমাকে তিনি বললেন, তুমি কি তৃপ্ত হওনি, তোমার কি তৃপ্তি পূর্ণ হয়নি। তিনি বলেন, আমি না, না বলতে থাকলাম। আমার লক্ষ্য ছিল, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতটুকু খাতির করেন তা পর্যবেক্ষণ করা। ইত্যবসরে উমর (রাঃ) আবির্ভূত হন এবং মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত লোক তার কাছ হ'তে সটকে পড়ে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি দেখলাম জীন ও মানববেশধারী শয়তানগুলো উমারকে দেখেই সরে যাচ্ছে। তিনি বলেন, তারপর আমি ফিরে এলাম'।[১১]

স্ত্রীকে উপহার দেওয়া :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এক দীনার তোমরা আল্লাহ্র পথে খরচ করো। এক দীনার তুমি গোলাম আযাদ করার জন্য খরচ করো। এসব দীনারের মধ্যে ছওয়াবের দিক দিয়ে সবচেয়ে মর্যাদাবান হ'ল যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করো'।[১২]

স্ত্রীর কোলে আবদ্ধ হওয়া :

নবী (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে কোন এক সফরে বের হয়েছিলাম যখন আমরা 'বায়যা' অথবা 'যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন একখানা হার হারিয়ে গেল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-সেখানে হারের খোঁজে থেমে গেলেন। আর লোকেরাও তাঁর সঙ্গে থেমে গেলেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে ছিলেন না। তখন লোকেরা আবু বক্র (রাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আয়েশা কী করেছেন আপনি কি দেখেন নি? তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর লোকদের আটকিয়ে ফেলেছেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে নেই এবং তাঁদের সাথেও পানি নেই। আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আসলেন, তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমার উরুর উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। আবু বকর (রাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর লোকদের আটকিয়ে ফেলেছ! অথচ আশেপাশে কোথাও পানি নেই। এবং তাঁদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবু বকর আমাকে খুব তিরস্কার করলেন আর আল্লাহ্র ইচ্ছা, তিনি যা খুশি তাই বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত দিতে লাগলেন। আমার উরুর উপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর মাথা থাকায় আমি নড়তে পারছিলাম না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-ভোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। অতঃপর সবাই তায়াম্মুম করে নিলেন। উসায়দ ইবনু হুযায়র (রাঃ) বললেন, হে আবু বকরের পরিবারবর্গ! এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তারপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে দাঁড় করালে দেখি আমার হারখানা তার নীচে পড়ে আছে'।[১৩]

---

৯. বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ।
১০. তিরমিযী হা/৩৮৯৪।
১১. তিরমিযী হা/৩৬৯১।
১২. মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/১৯৩১।
১৩. বুখারী হা/৩৩৪।

একই পাত্র থেকে গোসল করা :

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ– ‘আমি ও নবী (ছাঃ) একই পাত্র (কাদাহ) হ’তে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম। সেই পাত্রকে ফারাক বলা হতো’।[১৪]

দান-ছাদাক্বাহ করতে উপদেশ দেয়া :

হাদীছে এসেছে, – عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ أَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ – فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ عَلَيْكِ– আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি মিস্‌কীনদের সংখ্যা গণনা করলেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, অন্য রাবীর বর্ণনায় আছে, তিনি ছাদাক্বার পরিমাণ গণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বললেন, তুমি দান কর এবং তা গণনা কর না। কেননা (যদি তুমি এইরূপ কর) গুনে গুনে প্রাপ্ত হবে’।[১৫]

স্ত্রীর সাথে গল্প করা, কথাবার্তা বলা :

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيْقَظَنِي، وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ– আয়েশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর শেষ রাতের ছালাত শেষ করার পর আমাকে জাগ্রত দেখলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। যদি আমি ঘুমিয়ে থাকতাম তাহ’লে তিনি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর মুওয়াযযিন আসা পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। মুওয়াযযিন এসে ফজরের ছালাতের সংবাদ দিলে তিনি সংক্ষেপে দু’ রাক’আত ছালাত আদায় করে জামা‘আতের ছালাতের জন্য বের হতেন’।[১৬]

আয়েশা (রাঃ) থেকে এ হাদীছটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مستيقظة حَدثني وَإِلَّا اضْطجع– নবী (ছাঃ) ফজরের সুন্নাত ছালাত (ঘরে) আদায়ের পর যদি আমি সজাগ হয়ে উঠতাম তাহ’লে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। আর আমি ঘুমে থাকলে তিনি শয়ন করতেন’।[১৭]

স্ত্রীর প্রশংসা করা :

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ. আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্য থেকে খাদীজা (রাঃ)-এর চেয়ে অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি অধিক হিংসা করিনি। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায় তাঁর কথা স্মরণ করতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন। তাছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-কে অহির মাধ্যমে তাঁকে [খাদীজা (রাঃ)]-কে জান্নাতের মধ্যে একটি মতির প্রাসাদের সুসংবাদ দেয়ার জন্য জ্ঞাত করানো হয়েছিল’।[১৮]

স্ত্রীকে চুম্বন করা :

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ– আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) ছিয়ামরত অবস্থায় চুমু খেতেন এবং গায়ে গা লাগাতেন। তবে তিনি তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে অধিক সক্ষম ছিলেন’।[১৯]

রাতে ছালাত আদায় করার সময় স্ত্রীকে জাগিয়ে তোলা :

হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ– নবী (ছাঃ) ছালাত আদায় করতেন আর আমি তখন তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়ে

১৪. *বুখারী হা/২৫০।*
১৫. *আবু দাঊদ হা/১৭০০।*
১৬. *আবু দাঊদ হা/১২৬২।*
১৭. *মুসলিম,মিশকাত হা/১১৮৯।*
১৮. *বুখারী হা/৫২২৯।*
১৯. *বুখারী হা/১৯২৭।*

থাকতাম। বিতর পড়ার সময় তিনি আমাকেও জাগাতেন, তখন আমিও বিতর পড়তাম'।[২০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ " আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে রাত জেগে ছালাত আদায় করে; অতঃপর সে স্বীয় স্ত্রীকে ঘুম হ'তে জাগ্রত করে। আর যদি সে ঘুম হ'তে উঠতে না চায় তখন সে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয় (নিদ্রাভঙ্গের জন্য)। আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহম করুন যে রাতে উঠে ছালাত আদায় করে এবং স্বীয় স্বামীকে জাগ্রত করে। যদি সে ঘুম হ'তে উঠতে অস্বীকার করে, তখন সে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয়'।[২১]

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় চুম্বন করা :

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ قَالَ فَضَحِكَتْ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জনৈকা স্ত্রীকে চুম্বন করলেন এবং ছালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন, কিন্তু ওযু করলেন না। রাবী উরওয়া বললেন, নবী (ছাঃ)-এর ঐ স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কেউ হবেন না। এই কথা শুনে আয়েশা (রাঃ) হাসলেন'।[২২]

সফরে স্ত্রীকে সাথে নেয়া :

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যখনই নবী (ছাঃ) সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনই স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। এক সফরের সময় আয়েশা (রাঃ) এবং হাফসাহ (রাঃ)-এর নাম লটারীতে ওঠে। নবী করীম (ছাঃ)-এর রীতি ছিল যখন রাত হ'ত তখন আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে এক সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হাফসাহ (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে, যাতে করে আমি তোমাকে এবং তুমি আমাকে এক নতুন অবস্থায় দেখতে পাবে? 'আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি রাযী আছি। সে হিসাবে 'আয়েশা (রাঃ) হাফসাহ (রাঃ)-এর উটে এবং হাফসাহ (রাঃ) 'আয়েশা (রাঃ)-এর উটে সওয়ার হলেন।

নবী (ছাঃ) 'আয়েশা (রাঃ)-এর নির্ধারিত উটের কাছে এলেন, যার ওপর হাফসাহ (রাঃ) বসা ছিলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসে সফর করলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সবাই অবতরণ করলেন। আয়েশা (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যখন তাঁরা সকলেই অবতরণ করলেন তখন আয়েশা (রাঃ) নিজ পা দু'টি 'ইযখির' নামক ঘাসের মধ্যে প্রবেশ করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য কোন সাপ বা বিচ্ছু পাঠিয়ে দাও, যাতে আমাকে দংশন করে। কেননা আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কিছু বলতে পারব না'।[২৩]

স্ত্রীর রেখে দেয়া খাবার খাওয়া :

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَيَضَعُ فَاه على مَوضِع فِي আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় পানি পান করতাম। এরপর নবী করীম (ছাঃ)-কে তা দিতাম। তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখেই পানি পান করতেন। আমি কখনও হায়েয অবস্থায় হাড়ের গোশত খেতাম। অতঃপর আমি এ হাড় নবী (ছাঃ)-কে দিতাম। আর তিনি (ছাঃ) আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে তা খেতেন'।[২৪]

স্ত্রীর কোলে শুয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা :

হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ 'নবী করীম (ছাঃ) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়েয অবস্থায় ছিলাম'।[২৫]

বাড়িতে প্রবেশের সময় স্ত্রীকে সালাম দেওয়া :

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ– 'হে বৎস! যখন পরিবার-পরিজনের নিকট প্রবেশ করবে তখন সালাম দিবে; এতে তোমার এবং তোমার গৃহবাসীর জন্য বরকত হবে'।[২৬]

শেষ কথা : কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে নিজেকে উত্তম স্বামী তৈরী করতে চাইলে উপরোক্ত বিষয়গুলো সামর্থ্য অনুযায়ী পালন করার বিকল্প কোনো পথ নেই। অতএব তাহ'লে দুনিয়াটা যেমন জান্নাত হবে তেমনি পরকালটাতেও রবের সান্নিধ্য অর্জন হবে ইনশাআল্লাহ।

[লেখক : ছাত্র, কুষ্টিয়া ১ম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

২০. বুখারী হা/৫১২; মিশকাত হা/৯৯৭।
২১. বুখারী হা/৫১২; আবু দাউদ হা/১৩০৮।
২২. তিরমিযী হা/৮৬।
২৩. বুখারী হা/৫২১১।
২৪. মিশকাত হা/৫৪৭।
২৫. বুখারী হা/২৯৭।
২৬. তিরমিযী হা/২৬৯৮।

A Tale of a Cancer patient

-Hashim Raza

[A very energetic young man and popular Pakistani social worker from Lahore, wrote his experience of life on 18th July 2021 after getting rid primarily of stomach cancer symptoms, who lost his life finally on 14th August 2022- Editor]

Illness is a strange thing. It takes the most out of you, rendering you incapable of much except for introspection. I've always believed that everything happens for a reason but this time it had no reason.

From being a physically fit person with a healthy routine to becoming frail & slender, in just a matter of few months I saw my health crumbled and I have lost 16-18 kgs. That's how fragile human life is.

I have been ill since February 2021 with the presumption of a minor stomach problem. The proper diagnosis started in March with a regular medical checkup when it was suspected by the doctor that it could be something more serious than just a minor illness. He advised to have an endoscopic examination for further clarification.

With two doctors in my own family (sister & sister-in-law), I was pretty sure that I am in good hands and there is nothing much to worry about. A week later, I had my first endoscopy which reported that I was suffering from Pyloric Stenosis; an uncommon condition in infants that blocks food from entering the small intestine. Afterwards, the doctor had a one-on-one conversation with me inquiring about my social status, family background and whether I can afford the treatment. He said that such a disease is usually not found in adults, speculating that it could be cancer and we need to have a CT Scan to eliminate any obscurity before going for treatment.

The next couple of days were spent in thinking; What if I really have cancer? What about all the goals of my life? How can life collapse in a moment? How did it happen and why me? And many more existential questions crop up in my mind to which I had no answers. Usually, I am a person who inspire people but at that moment I was looking for inspiration to get through my days and sleepless nights.

By this time, I started having difficulty in digesting the food with occasional vomiting and as a result, my health was in a gradual decline. I had to leave the gym, cut off some tasks from my daily routine and put Kitaab Dost - An Online Bookstore on hold to preserve my energy. I was simply housebound to look after my health which was deteriorating.

Later on, it was confirmed through CT Scan that I did not have any form of cancer and the doctor suggested to have an endoscopic (non-surgical) treatment for the said disease although he warned about its inefficiency to cure the disease with the possibility of recurrence. The other option was to go for surgical treatment. For that matter, we consulted another specialist doctor to have a second opinion.

The specialist doctor considered earlier report doubtful and prescribed for endoscopic ultrasound along with the treatment. Then I had my second endoscopy (treatment) on 28th April and the third one (ultrasound) at the start of May. The ultrasound gave the impression that I had MALToma; a form of cancer, but we had to wait for the biopsy report before jumping to any conclusions. Then came the Eid holidays, so the wait was prolonged till 19th May for the biopsy report to come.

You can imagine how my eid days would have gone and this time again the report ruled out any cancer and backed up the previous findings that I had the adult variant of Pyloric Stenosis (a disease usually found in infants). Subsequently, I was referred to a general surgeon to go ahead with the surgical treatment. The surgeon discussed all the aspects of my treatment for me to have a clear understanding. In simple words, he told me that it will be a stomach bypass surgery

(Gastrojejunostomy and Roux-en-Y Gastric Bypass along with vagotomy).

Thereupon, I was given the date of 9th June for my operation by the surgeon with some blood tests to follow. And eventually I was getting closer to the cure of my illness. In the meanwhile, my health was deteriorated to such an extent that my days and nights were disturbed with excessive vomiting. So I had to shift to complete liquid diet which was somehow digest-able but that too often came out through nose at night. It was like if I eat, I am putting myself deliberately into pain so I was better of not eating anything eat all.

At the start of June, my condition was getting unbearable due to blood in vomits so we had to request the doctor for a sooner date which was then pushed back to 5th June. Thereafter, I was admitted in hospital on 3rd June for some pre-op procedures. The doctor asked us to arrange at least 4 pints of blood just in case if it is needed during operation as it was a major surgery according to the doctor. I was not sure of my blood group so I got it checked through a blood test and it came out to be O-ve, which is a rare blood type.

In order to arrange the blood in such a short time, I had to post a message on my WhatsApp story and share it in some WhatsApp groups. With a large social network and friends circle, I was pretty sure that I will arrange it easily as I was relying on Blood Societies, NGOs and some blood activists in my contact list but none of them really helped much apart from a few friends. Around 600 people saw my WhatsApp status till the the time I removed it but only a handful of those cared to inquire about what happened to me and why I am in need of blood. The blood was arranged successfully but what astonished me was the number of people in my network and friends circle who did NOT care. It left me thinking.

4th June was the day of my birthday which I celebrated with doctors, my family and some close friends who came to hospital to pay me a visit. The doctor had already put a nasogastric tube in my nose down into the stomach to clean it of any leftover food because of which I was not able to eat my own birthday cake. I was just happy that I got to live this day and soon I will be fine.

On the morning of 5th June, I was taken into operation theatre with my family outside it praying for me. The expected time of surgery was 2.5 hours but it took almost 5 hours for the doctors due to the complexity of it. Afterwards, I stayed in hospital for a week until my condition was satisfactory enough for the doctors to discharge me. During this time, my family took great care of me at the hospital especially my parents, who were my attendants most of the time. And the recovery period started at home with bed rest.

The stitches were out after 10 days and I was allowed to have semi-solid diet. Over the past six weeks, I have been confined to bed mostly and the recovery period is almost over now. Although, it will take some more time for the wound to entirely heal as I still feel pain and the stomach to function normally. Yesterday I had my first proper meal (which included roti) in well over two months and you can't imagine how much I thanked Allah (SWT) for that.

The main point of sharing the details of this whole experience is not to exaggerate about my illness, get some likes & comments of sympathy from you people but to share what it taught me along the way as the illness proved to be a real blessing in disguise.

Life has its own ways of teaching and I learned these lessons the hard way.

1. Surrender yourself completely to Allah (SWT) because there is nothing in your control and you are not INVINCIBLE.

2. Your family comes above all things and no one can replace the love of a mother.

3. There is something in each day to be grateful for, even on the days you can’t move or the days your pain seems too much to bear.

4. We are finite beings who sometimes can’t see the reason or timing for certain events until much later.

5. Whether you are here or not, no one really cares about you except your family and a

handful of close friends. You figure out WHO really matters to you.

6. Some people will use you for their own benefit but they won't be there for you in the time of need. Beware of these people and if possible, distance from them.

7. In friendship, always choose quality over quantity. Some friends will genuinely check in to see how you are doing, while others have only vested interests.

8. Value little things in your life which you take for granted. Having a conversation with a friend, taking a walk in the park, having regular meals, laughing at silly jokes, taking a good nap, being able to work – these are simple pleasures that may seem trivial to you, but they were exactly what I yearned for during my debilitative state.

9. Taking time out of your busy life to check on someone who is sick means a lot to them and this is why it's a sunnah of our beloved Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) to visit the sick.

10. Recognize what's really important. Things that I thought mattered to me, tasks I thought I needed to to do become glaringly insignificant in the face of bad health.

11. Some acquaintances will prove to be more than your so called friends. Support comes from unexpected places.

12. Social media is a BIG illusion. It has made us inhumane and we have lost the sense of empathy as a society.

13. There are life lessons in every circumstance. Whether it seems fair or not, obstacles present themselves for a reason and the experiences and introspection that these difficulties bring, allow us to evolve.

14. Life is extremely short so start doing meaningful things NOW. If you have hurt someone, apologize. If you love someone, tell them. Don't delay it as you might not get a chance later because the next day you could be gone.

15. It's easy to fall into the trap of thinking the world cannot function without you but life will go on just like it has been going on for centuries.

I am back but this time not for people but for my self as I have learned that most people don't care about you as much as you think they care. At the end, I come away with the understanding that everything in life falls into place at its own pace and we plan but Allah decides and He is the best of planners.

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : **০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪**।
ইমেইল : **attahreektv@gmail.com**

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা

-মুহাম্মাদ আব্দুর নূর

(৩য় কিস্তি)

ইসলামী শরী'আতে শাস্তি তিন প্রকার যথা-

প্রথমত : বিভিন্ন ধরনের কাফফারা : এমন শাস্তি যা মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত : হদ ও কিছাছ (বিধিবদ্ধ শাস্তি) : এমন সব শাস্তি যা আল্লাহ্র কিতাব (আল-কুরআন) বা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং এগুলো কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় সরকারের। এক্ষেত্রে বিচারক বা সরকারের নিজস্ব মতামতের কোনো সুযোগ নেই। এ অপরাধ সংঘটিতকালে একদিকে যেমন সৃষ্টিজীবের প্রতি অন্যায় করা হয়, তেমনি অন্যদিকে স্রষ্টার নাফরমানী করা হয়। ফলে অপরাধী আল্লাহ ও তাঁর বান্দা উভয়ের কাছে দোষী বলে বিবেচিত হয়। এই শাস্তি হচ্ছে 'আল্লাহ্র অধিকার এবং তা কেউ ক্ষমা করতে পারে না'।

হদ ও কিছাছের মধ্যে পার্থক্য এই যে, হদকে আল্লাহ্র হক হিসাবে প্রয়োগ করা হয় বিধায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও হদ অকার্যকর হবে না। যেমন যার সম্পদ চুরি হয়ে যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরকে নির্ধারিত শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু 'কিছাছ' এর বিপরীত। কিছাছে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণ হওয়ার পর হত্যাকারীর বিষয়টি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে বিচার বিভাগের মাধ্যমে কিছাছ হিসেবে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারে কিংবা দিয়াত-রক্তপণ গ্রহণ করতে পারে কিংবা ক্ষমা করে দিতে পারে।

তৃতীয়ত : তা'যীর : ইসলামী শরী'আত যেসব অপরাধের শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করেনি বরং বিচারকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে তাকে তা'যীর বলে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করেন ততটুকুই দিবেন। এক্ষেত্রে সরকার নিজস্ব আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং বিচারককে তা মেনে চলতে বাধ্য করতে পারে। অবস্থা অনুযায়ী তা'যীরকে লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। তা'যীরের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুফারিশ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু হদের বেলায় সুফারিশ করা এবং তা আমলে নেয়া কোনটিই বিধিসম্মত নয়। তা'যীর হচ্ছে 'সমাজের অধিকার'। যা সমাজের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে তা এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত, যেমন- রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার-চেচাঁমেচি করা বা রাস্তায় আবর্জনা ফেলা ইত্যাদি। রাষ্ট্রই এই ধরণের অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে।

ইসলামের দণ্ডবিধি :

ইসলাম চায় মানুষ নিজ থেকেই আল্লাহ্র ভয় এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের স্বাভাবিক দাবী হিসাবে অপরাধ থেকে দূরে থাকুক, আর এর ফলে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল হোক। সমাজের জনগণ আত্মশুদ্ধির স্তরে নিজেদের উন্নীত করতে ব্যর্থ হলে এবং অপরাধ সংঘটিত হলে, নির্ধারিত দন্ডবিধানই তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখে ও সতর্ক সাবধান করে।

হদ প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ ঃ

ক. অবিবাহিত/বিবাহিত পুরুষ-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি ঃ

পবিত্র কুরআনে নারী ও পুরুষের চারিত্রিক পবিত্রতা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য উভয়কে পর্দা করার নির্দেশ এসেছে।

মহান আল্লাহ ব্যভিচারকে অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পন্থা উল্লেখ করে এর ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً 'তোমরা যেনা-ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেওনা। নিশ্চয় ইহা অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পন্থা' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩২)*।

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলা অবিবাহিত পুরুষ-নারীর ব্যাভিচারের শাস্তি ১০০ চাবুকের আঘাত নির্ধারণ করেছেন। এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 'ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের প্রত্যেককে তোমরা একশ' বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্র এই বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি যেন তোমাদের হৃদয়ে কোনরূপ দয়ার উদ্রেক না হয়; যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের এই শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' *(নূর ২৪/০২)*।

বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি হচ্ছে 'রজম' তথা পাথর মেরে হত্যা করা। যেমন হাদীছে এসেছে,

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এলো; তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। সে বলল, সে ব্যভিচার করেছে। নবী করীম (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নবী করীম (ছাঃ) যেদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, সেদিকে এসে সে লোকটি নিজের সম্পর্কে বারবার ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, هَلْ بِكَ جُنُونٌ তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হাঁ! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে

ঈদগাহে নিয়ে রজম করার আদেশ দিলেন। পাথরের আঘাত যখন তাকে অতিষ্ঠ করে তুলল, তখন সে সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেল। অবশেষে তাকে হাররা নামক স্থানে ধরা হ'ল এবং হত্যা করা হ'ল'।[১]

সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড :

পুংমৈথুন বা সমকামিতা অতীতে লূত (আঃ)-এর জাতি পুংমৈথুনে অভ্যস্ত ছিল। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, سَبَقَكُمْ مَا الْفَاحِشَةَ لَتَأْتُونَ إِنَّكُمْ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وَلُوطًا وَتَقْطَعُونَ الرِّجَالَ لَتَأْتُونَ أَئِنَّكُمْ -الْعَالَمِينَ مِنَ أَحَدٍ مِنْ بِهَا الْمُنْكَرَ نَادِيكُمُ فِيْ وَتَأْتُونَ السَّبِيلَ 'লূতের কথা স্মরণ করুন! যখন তিনি তাঁর কওমকে বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউ করেনি, তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করছ, তোমরাই তো ভরা মজলিসে অন্যায় কাজ করছ' *(আনকাবূত ২৯/২৮-২৯)*।

পুংমৈথুনের শাস্তি হিসাবে ইসলামী শরী'আতের পন্ডিতগণের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত হ'ল, স্বেচ্ছায় মৈথুনকারী ও মৈথুনকৃত ব্যক্তি উভয়কেই তরবারীর আঘাতে শিরচ্ছেদ করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) সমকামিতার শাস্তি হিসেবে (যে সমকামিতা করেছে এবং যার সাথে করেছে) উভয়কে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) মারফূ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, عَمَلَ يَعْمَلُ وَجَدْتُمُوهُ مَنْ بِهِ وَالْمَفْعُولَ الْفَاعِلَ فَاقْتُلُوا لُوطٍ قَوْمِ 'তোমরা লূতের সম্প্রদায়ের ন্যায় পুংমৈথুনের কাজ কাউকে করতে দেখলে মৈথুনকারী ও মৈথুনকৃত উভয়কেই হত্যা করবে'।[২]

মৈথুন বা সমকামিতার প্রাকৃতিক কুফলও কম নয়। এসব নির্লজ্জ বেহায়াপনার কারণেই আমাদের কালে এমন কিছু রোগ-ব্যাধি মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে যা পূর্বকালে ছিল না। বর্তমান পৃথিবীর মহাত্রাস ঘাতক ব্যাধি এইডস যার জ্বলন্ত উদাহরণ। এইডসই প্রমাণ করে যে, সমকামিতা রোধে ইসলামের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ যথার্থ হয়েছে।

খ. অপবাদ দেওয়া, সম্মান নষ্ট করা, মিথ্যা কথা প্রচার করা এবং উড়ো খবর রটানো (৮০ দোর্রা) :

সতী রমণীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তার মান-সম্মান নষ্ট করলে অপবাদদাতাকে অবশ্যই চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। নতুবা অপবাদ আরোপের শাস্তি হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাত প্রদান করা হবে। এ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'আর যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়। অথচ চারজন (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষী হাযির করতে পারে না। তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর। আর তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। বস্তুতঃ এরাই হ'ল পাপাচারী' *(নূর ২৪/০৪)*।

গ. চুরি (চোরের হাত কাটা) :

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিধান অনুসারে চুরির শাস্তি হাত কেটে দেওয়া। এ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়' *(মায়েদাহ ৫/৩৮)*।

চুরির শাস্তি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ، كَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, উসামা (রাঃ) জনৈক মহিলার ব্যাপারে নাবী (ছাঃ)-এর কাছে সুফারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কারণ তারা আতরাফ (নিম্নশ্রেনীর) লোকদের উপর শরী'আতের শাস্তি কায়েম করত। আর শরীফ লোকদেরকে রেহাই দিত। ঐ মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জান, ফাতিমাও যদি এ কাজ করত, তাহ'লে অবশ্যই আমি তারও হাত কেটে দিতাম।[৩]

ঘ. মদ পান করা এবং নেশা করা (৪০ দোর্রা) :

নেশাদার দ্রব্য ও মদ পান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ-

'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। তুমি বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং উপকারও আছে মানুষের জন্য, তবে এদের পাপ উপকারের চেয়ে অধিক' *(বাকারা-২/২১৯)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্রে বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক,

১. *আহমাদ হা/১৪৪৬৯; বুখারী হা/৫২৭০।*
২. *মিশকাত হা/৩৫৭৫।*
৩. *বুখারী হা/২৮৩১।*

তখন ছালাতের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ' *(নিসা ৪/৪৩)*।

তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ– 'ওহে যারা ঈমান এনেছ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর তো ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা সব বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ– 'শয়তান তো তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদের বাধা দিতে চায় আল্লাহর স্মরণ থেকে ও ছালাত থেকে। তবুও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? *(মায়িদা-৫/৯১)*।

মদ পানের ভয়াবহতা সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ)-এর সতর্কবাণী :

মদ পান করা অবস্থায় মদ পানকারী কোন মুসলিমের ঈমান থাকেনা। অতএব যদি এ অবস্থায় মৃত্যু এসে যায় তাহ'লে তাকে বেঈমান হয়ে মরতে হবে। কেননা হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، إِلاَّ النُّهْبَةَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মুমিন থাকে না। কোন মদ পানকারী মদ পান করার সময় মুমিন থাকে না। কোন চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না এবং কোন ছিনতাইকারী এমনভাবে ছিনতাই করে যে, মানুষ তা দেখার জন্য তাদের চোখ সেদিকে উত্তোলিত করে; তখন সে মুমিন থাকে না'।[৪] 'নবী করীম (ছাঃ) মদ পানকারীকে বেত্রাঘাত এবং জুতা মেরেছেন এবং আবু বকর (রাঃ) মদপানকারীকে ৪০টি বেত্রাঘাত করেছেন।[৫]

সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর সময়ে এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে আমাদের সামনে মাতালকে উপস্থিত করা হ'লে আমরা তাকে হাত, জুতা ও চাদর দিয়ে মারতাম। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষের দিকে ৪০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয় এবং সীমালংঘনকারী ফাসিকদের জন্য ৮০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন'। হাদীছে নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনকারীদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার জন্য হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কেউ মাতাল হলে তাকে বেত্রাঘাত কর। সে পুনরায় মাতাল হলে তাকে বেত্রাঘাত কর। সে পুনরায় মাতাল হলে আবারো বেত্রাঘাত কর। এরপর চতুর্থবার বলেছেন, সে যদি পুনরায় মাতাল হয়, তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দাও'।[৬]

ঙ. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কর্তৃক যুদ্ধের ঘোষণা :

খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যাকাত অস্বীকারকারীদের ঘটনা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় আরবের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। তখন উমার (রাঃ) [আবূ বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে] বললেন, আপনি (সে সব) লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন (যারা সম্পূর্ণ ধর্ম পরিত্যাগ করেনি বরং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে মাত্র)? অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে, যে কেউ তা বলল, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করলে (শাস্তি দেয়া যাবে), আর তার অন্তরের গভীর (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর যিম্মায়।

আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করব যারা ছালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হ'ল সম্পদের উপর আরোপিত হক্ব। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবূ বকর (রাঃ)-এর হৃদয়ে বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ'।[৭] মহান আল্লাহ্র বাণী, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ- 'যদি তারা তওবা করে এবং ছালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই' *(তওবা ৯/১১)*।

---

৪. বুখারী হা/৬৩১৫; মুসলিম হা/৫৭; তিরমিযী হা/২৬২৫।
৫. বুখারী হা/৬৩১৭।
৬. ইবনে মাজাহা হা/২৫৭২।
৭. বুখারী হা/১৩৯৯; ১৪০০।

হাদীছে এসেছে, عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-এর নিকট ছালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার উপর বায়'আত করি'।[৮]

চ. মুরতাদ বা কোন ব্যক্তির ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার শাস্তি মৃত্যুদন্ড :

আল্লাহর বাণী, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا- 'যারা ঈমান আনে, পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান এনে আবার কুফরী করে, এরপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদের কোন পথও দেখাবেন না' *(নিসা ৪/১৩৭)*।

আল্লাহ বলেন, مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ- 'তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক জাতি আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে' *(মায়েদাহ ৫/৫৪)*।

আল্লাহ বলেন, مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 'যার উপরে (কুফরীর জন্য) যবরদস্তি করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানের উপর অটল থাকে, সে ব্যতীত যে ব্যক্তি ঈমান আনার পরে কুফরী করে এবং কুফরীর জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব ও তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। এটা এজন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের উপরে অগ্রাধিকার দেয়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(নাহল ১৬/১০৬-১০৭)*।

আল্লাহ অন্যত্রে বলেন, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে যায় ও কাফির হয়ে মারা যায়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে' *(বাক্বারাহ ২/২১৭)*।

৮. বুখারী হা/১৪০১।

ইকরিমাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী (রাঃ)-এর কাছে একদল যিন্দীককে (নাস্তিক ও ধর্মত্যাগীকে) আনা হল। তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, 'আমি কিন্তু তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা আছে যে, তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ আছে, যে কেউ তার দ্বীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা কর'।[৯]

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গালিদাতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড :

শরী'আতের দৃষ্টিতে রাসূল (ছাঃ)-কে গালিদাতা ব্যক্তি হত্যাযোগ্য অপরাধী। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন'।[১০] ইহূদী নেতা কা'ব বিন আশরাফ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গালি দিত। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১] জনৈকা ইহূদী মহিলা রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দিত। তখন একজন মুসলিম তাকে হত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তার রক্তমূল্য দেননি'।[১২]

জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দিত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কে আমার এই শত্রুকে হত্যা করবে? খালিদ বিন অলীদ (রাঃ) বলেন, আমি। তখন খালেদ (রাঃ)-কে পাঠানো হয় এবং তিনি তাকে হত্যা করেন'।[১৩] একবার দুজন মহিলা গানের মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিন্দা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন'।[১৪]

তবে এই হুকুম বাস্তবায়ন করবে দেশের সরকার বা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয়। এক্ষণে কোন মুসলিম যদি ব্যক্তিগতভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর গালিদাতাকে হত্যা করে ফেলে এবং সেটা আদালতে প্রমাণিত হয়, তাহলে আদালত তাকে শাস্তি দিবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) গালিদাতার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।[১৫]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৯. বুখারী হা/৬৯২২।
১০. কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ১২ আয়াত ৮/৮২; বিস্তারিত দ্র. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ), আছ-ছারেমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল (ছাঃ)।
১১. বুখারী হা/২৫১০; মুসলিম হা/১৮০১।
১২. আবুদাউদ হা/৪৩৬২; মিশকাত হা/৩৫৫০; ইরওয়া হা/১২৫১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১৩. মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৫/২৩৭; মুহাল্লা ১২/৪৩৭।
১৪. যাদুল মা'আদ ৩/৩৮৬ পৃঃ।
১৫. আবুদাউদ হা/৪৩৬১; ৪৩৬২; মিশকাত হা/৩৫৫০; ইরওয়া হা/১২৫১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

চেরামন জামে মসজিদ : ভারতবর্ষের প্রথম মসজিদ

মুসলমানরা ভারতবর্ষ জয় করে প্রথমে অষ্টম শতকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে এবং পরবর্তীতে দশম শতকে সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে। কিন্তু তারও অনেক আগে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অনেকটা নীরবে-নিভৃতে ইসলাম প্রবেশ করে আরব ব্যবসায়ীদের হাত ধরে।

আর সেখানেই নির্মিত হয় ভারতবর্ষের প্রথম মসজিদ-চেরামন জামে মসজিদ। এটি শুধু ভারতবর্ষের প্রথম মসজিদই না, আরব বিশ্বের বাইরে নির্মিত পৃথিবীর প্রাচীনতম মসজিদগুলোর একটি। চলুন! জেনে নেওয়া যাক, ভারতবর্ষের বুকে প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠার অবিশ্বাস্য গল্পটি।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে, আরব সাগরের উপকূলে, বর্তমান কেরালা রাজ্যে এক হিন্দু রাজা ছিলেন, যার নাম ছিল চেরামন পেরুমল। কথিত আছে, একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, আকাশের চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাজা তার সভার বিজ্ঞজনদের কাছ থেকে স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইলে, কেউ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। রাজার মনে অস্বস্তি থেকেই যায়।

সেসময় ভারতের সাথে আরবের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিল। আরব দেশীয় বণিকরা সমুদ্রপথে ভারতে এসে বাণিজ্য করত। রাজার স্বপ্নের কিছুদিন পরেই একদল আরব মুসলমান বণিক, রাজা চেরামনের সমুদ্র বন্দরে এসে পৌঁছে। তখন দিকে দিকে ইসলামের জয়জয়কার। এই বণিকদের কাছ থেকে রাজ্যে এই নতুন ধর্ম ইসলাম এবং নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এক সময় মহানবী (ছাঃ)-এর আঙুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করার কাহিনীও রাজার কানে এসে পৌঁছে।

রাজা বণিকদেরকে ডেকে তাদের কথা শোনেন এবং বুঝতে পারেন যে, তার স্বপ্নে তিনি এই ঘটনাটিরই ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বণিকদলের সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কথিত আছে সেখানে তিনি নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন এবং 'তাজুদ্দীন' নাম গ্রহণ করেন। মক্কা থেকে ভারতে ফেরার আগেই যাত্রাপথে ওমানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তার আরব সঙ্গীদেরকে ভারতে গিয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য অনুরোধ করেন এবং তাদের হাতে তার রাজ্যের সভাসদদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি তুলে দেন। সেই চিঠিতে তিনি নিজ রাজ্যে একটি মসজিদ স্থাপনের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন।

বণিকদল রাজার চিঠি নিয়ে আবারও কেরালায় আসে। রাজার নির্দেশ অনুযায়ী তারা ৬২৯ সালে ভারতের বুকে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করে। রাজা চেরামনের নাম অনুসারে মসজিদের নাম রাখা হয় 'চেরামন জুম'আ মসজিদ'। স্থানীয় স্থাপত্য অনুযায়ী তৈরী এ মসজিদটি দেখতে অনেকটাই হিন্দুদের মন্দিরের মতো। ধারণা করা হয়, এটি বিশ্বের প্রথম মসজিদগুলোর একটি, যেখানে জুম'আর ছালাতের আয়োজন করা হয়।

লিখিত ইতিহাস না থাকায় এবং মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া গল্পের উপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচিত হওয়ায় কিছু কিছু ইতিহাসবিদ চেরামন মসজিদের প্রতিষ্ঠার এই কাহিনীর সাথে একমত পোষণ করেন না। কেরালার স্থানীয় ইতিহাসবিদ রাজন গুরুক্কল মনে করেন, মসজিদটি হয়তো একাদশ অথবা দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। তবে মসজিদের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ সাঈদ বলেন, এটিই ভারতে নির্মিত প্রথম মসজিদ।

মসজিদের ভেতরে অবস্থিত একটি ফলকে মসজিদটির প্রতিষ্ঠাকাল হিসাবে ৬২৯ সাল লেখা আছে, যদিও ফলকটি সম্ভবত পরবর্তী কোনো সংস্কারকার্যের সময় স্থাপিত। ইতিহাসবিদরা মসজিদটির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারলেও, মুসলমান বণিকরা যে এর কাছাকাছি সময়ে ঐ অঞ্চলে এসেছিল, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে খুব একটা দ্বিমত নেই।

হাজার হাজার বছর ধরেই ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমের এই উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর সাথে আরবের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় ৩,০০০ বছর আগে নবী সুলায়মান (আঃ)-এর সময় থেকেই মিসরীয়দের মশলা ক্রয়ের জন্য এই এলাকায় আসার ইতিহাস পাওয়া যায়। আরবীয় বণিকরা

মৌসুমী বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে ভারতে আসত, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ করে পরবর্তী ঋতুতে বিপরীত দিকের বায়ুপ্রবাহের জন্য অপেক্ষা করত এবং এরপর সেই বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে আবার ফেরত যেতো।

মাঝখানের এই সময়টা তাদের অনেকেই স্থানীয় নারীদেরকে বিয়ে করে সংসার করত। প্রাচীন মিসরীয় এবং সিরিয়ানরা অনেকেই এই অবসরকালীন সময়ে নিজেদের প্রার্থনার জন্য উপাসনালয়ও গড়ে তুলেছিল। এই অঞ্চলে তাই পাশাপাশি হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খ্রিস্টান সবগুলো ধর্মের উপাসানালয়ই দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই ইসলামের আবির্ভাবের পরপরই ব্যবসা করতে আসা আরবীয় বণিকরা এখানে মসজিদ গড়ে তোলা মোটেও অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা না।

স্থানীয় ইতিহাস অনুযায়ী যার নেতৃত্বে চেরামন জুম'আ মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি হলেন মালিক দিনার নামে এক মুসলমান ব্যবসায়ী এবং ধর্মপ্রচারক। মালিক দিনার

শুধুমাত্র এই মসজিদটিই না, বরং কেরালার বিভিন্ন অংশে আরও কয়েকটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত।

মালিক দিনারের সত্যিকার পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। কিছু ইতিহাসবিদ তাকে মালিক ইবনে দিনার নামের আরেকজন মুসলিম ছূফী সাধকের সাথে মিলিয়ে ফেলার কারণে তার অবদান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু মালিক ইবনে দিনার নামে যার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন হযরত হাসান বাছরী (রহঃ)-এর ছাত্র, আর তার জীবনী থেকে দেখা যায়, তিনি কখনোই ভারতবর্ষে আসেননি।

ইতিহাসবিদ বাহাদুর সি গোপালানের বর্ণনা অনুযায়ী, চেরামন মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা তাই মালিক ইবনে দিনার না, বরং মালিক দিনার। তিনি ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী। তিনি ভারতে এসেছিলেন তার চাচাতো ভাই মালিক ইবনে হাবীবের সাথে, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর চাঁদ দ্বিখন্ডিত করার ঘটনাটির একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

মালিক দিনারের প্রকৃত নাম অবশ্য জানা যায় না। ধারণা করা হয়, 'দিনার' শব্দটি তার মূল নামের অংশ না, এটি স্থানীয়দের দ্বারা তাকে দেওয়া সম্মানসূচক উপাধি। ইতিহাসবিদদের ধারণা, 'দিনার' শব্দটি এসেছে আরবি 'দ্বীন' শব্দটি থেকে, যার অর্থ ধর্ম। 'দ্বীন' শব্দটির সাথে মালায়লাম ভাষার উপসর্গ 'অর' যুক্ত হয়ে তৈরী হয়েছে 'দিনর' বা 'দিনার' শব্দটি, যার অর্থ, যিনি ধর্ম ধারণ করেন বা ধার্মিক।

মালিক দিনার মোট তিনবার ভারতে এসেছিলেন বলে জানা যায়। প্রথমবার তিনি আসেন মালিক ইবনে হাবীবের সাথে, যখন রাজা চেরামন পেরুমল ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাদের সাথে মক্কায় গমন করেন। দ্বিতীয়বার তিনি ভারতে আসেন রাজা পেরুমলের মৃত্যুর পর তার চিঠি নিয়ে। এ সময়ই তিনি চেরামন জামে মসজিদটি সহ আরও কিছু মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর শেষ বয়সে তিনি আবারও ভারতে আসার পথে মৃত্যুবরণ করেন।

মূল চেরামন জামে মসজিদটি আকারে খুবই ছোট ছিল, পরবর্তীতে একাধিক সংস্কারের মাধ্যমে এটি বর্তমান আকার লাভ করে। মূল মসজিদটি কাঠের তৈরী ছিল, যার কেন্দ্রীয় মূল কাঠামোর কিছু অংশ আজও অক্ষত আছে। প্রথমে একাদশ শতাব্দীতে এবং পরে ১৯৭৫ সালে মসজিদটি দু'টি বড় ধরনের সংস্কারের মধ্য দিয়ে যায়।

মসজিদটির ভেতরে একটি প্রাচীন তেল প্রদীপ আছে, যেটি সর্বদা প্রজ্বল্যমান। ধারণা করা হয়, এটি প্রায় ১০০০ বছর ধরে জ্বলছে। শুধু মুসলমান না, অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও এই প্রদীপের জন্য তেল সরবরাহ করে। কেরালার অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ের মতো এই মসজিদটিও সকল ধর্মবিশ্বাসীদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত। অমুসলমানরাও এই প্রাচীন ঐতিহাসিক মসজিদটিতে তাদের সন্তানদের হাতেখড়ি দিয়ে থাকে। ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের কেরালার এই মসজিদটিতে দিনের কিছু কিছু সময় হিন্দুরাও প্রার্থনা করে থাকে।

ভারত সরকার জাতিসংঘের সহায়তায় এই মসজিদটি সহ এর আশেপাশে বিশাল এলাকা জুড়ে যে প্রাচীন স্থাপত্যগুলো রয়েছে, সেগুলোকে পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণের বিশাল উদ্যোগ নিয়েছে। 'মুজিরিস হেরিটিজ' প্রজেক্ট নামের এই প্রকল্পের অধীনে থাকবে একটি মশলা জাদুঘর সহ মোট ২৭টি জাদুঘর, পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এরকম ৫০টি আকর্ষণীয় স্থান এবং প্রাচীন রোমান সভ্যতার নিদর্শন সম্বলিত একটা খননকৃত এলাকা। এই প্রকল্পটি ২০০৯ সালে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি এর প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়েছে। চেরামন মসজিদ কর্তৃপক্ষও এই প্রকল্পের সাথে মিল রেখে মসজিদটিকে সর্বশেষ সংস্কারের পূর্বাবস্থায় নিয়ে যেতে আগ্রহী, যাতে ঐতিহ্যবাহী এই মসজিদটি পঞ্চদশ শতকের রূপ লাভ করে।

[সূত্র : ইন্টারনেট]

অধিকাংশ সমাচার

-লিলবর আল-বারাদী

(৩য় কিস্তি)

৬. অধিকাংশ মানুষ মূর্খ ও পথভ্রষ্ট :

সমাজটা দিনে দিনে সুশিক্ষার অভাবে বিবেক বর্জিত হয়ে খোঁড়া সমাজে পরিণত হচ্ছে। মানুষ মানুষকে সম্মান বা অসম্মান করে তার জ্ঞান ও বিবেকের মানদণ্ডের ওপর। কিন্তু বর্তমানে বিবেক বর্জিত ও জ্ঞান খর্বিত জাতি মূর্খদের মত ক্ষমতা, সম্পদ ও সুন্দর ত্বকের মূল্যায়ন করে যাচ্ছে। মানুষের জ্ঞান ও বিবেক যেভাবে লোপ পাচ্ছে, ঠিক সেভাবেই জ্ঞানের ধারাবাহিকতা পরিহার করে মূর্খতাকে তালাশ করছে। মানুষ যখন শয়তানের বশীকরণ শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে যায়, তখন তাদের সামনে যতই দ্বীনের মু'জিযা দেখানো হোক না কেন, তবুও তারা মূর্খতা প্রকাশ করবে। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 'আর যদি আমি তাদের নিকট ফেরেশতা নাযিল করতাম এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত। আর সবকিছু সরাসরি তাদের সামনে সমবেত করতাম, তাহ'লেও তারা ঈমান আনত না, যদি না আল্লাহ চাইতেন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ' *(আনআম ৬/১১১)*। পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট *(ইবন কাছীর)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ 'আর এদের পূর্বে প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছিল' *(ছাফফাত ৩৭/৭১)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ 'আর তুমি আকাঙ্খা করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবার নয়' *(ইউসুফ ১২/১০৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর যদি আপনি যমীনের অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে' *(আন'আম ৬/১১৬)*। সুতরাং অধিকাংশ মানুষ ঈমান না আনলে আপনার কিছু করার নেই। আপনি চাইলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারবেন না' *(কুরতুবী)*।

ক্বিয়ামতের পূর্বে সুশিক্ষার হার কমে যাবে এবং মূর্খদের দ্বারা সমাজ ভরে যাবে। আর এই ধরনের অজ্ঞ ব্যক্তিরাই সমাজের নেতৃত্ব দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ، يَزُولُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ فِيهَاالْجَهْلُ- 'ক্বিয়ামতের পূর্বে হারজ অর্থাৎ হত্যাকান্ড শুরু হবে। তখন ইলম বিলুপ্ত হবে এবং মূর্খতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে'।[১]

মূর্খতা এমনভাবে বেড়ে যাবে যে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব মূর্খ লোকদের হাতে চলে যাওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হয়ে দাঁড়াবে। নবী করীম (ছাঃ) কা'ব বিন উজরাকে বলেন, أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ : مَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ :أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِى لاَ يَقْتَدُونَ بِهَدْيِى وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُمْ 'আমি তোমার জন্য আল্লাহর নিকট মূর্খদের নেতৃত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, মূর্খদের নেতৃত্ব কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার পরে এমন কিছু লোক নেতৃত্বে আসবে, যারা আমার নির্দেশনা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না। আমার সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করবে না। যারা তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে এবং তাদের অত্যাচারে সহায়তা করবে, এরা আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই'।[২] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا عَمَّرَ الْمُسْلِمُ كَانَ خَيْراً لَهُ، قَالَ بَلَى وَلَكِنِّى أَخَافُ سِتًّا إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَنَشأً يَنْشَئُونَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ وَسَفْكَ الدَّمِ 'মুসলিম যত বেশীদিন বেঁচে থাকবে সেটি তার জন্য কল্যাণকর। তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু ছয়টি বিষয়ের আশঙ্কা করছি। মূর্খদের নেতৃত্ব, বিচার-ফায়ছালা ক্রয়-বিক্রয় করা, পুলিশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, কুরআনকে বাজনা হিসাবে গ্রহণ করবে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হওয়া ও রক্ত প্রবাহিত করা তথা মানুষ হত্যা'।[৩]

যে সকল ব্যক্তি শুধু কুরআনকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে উপেক্ষা করবে, তারাও মূর্খ ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى مَا وَجَدْنَا فِى كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ.'আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে,

১. *বুখারী হা/৭০৬৬; আহমাদ হা/৪১৮৩।*

২. *আহমাদ হা/১৪১৮১; ইবনু হিব্বান হা/৪৫১৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৪২; হাকেম হা/২৬৪; ।*

৩. *আহমাদ হা/২৪০১৬; মু'জামুল কাবীর হা/৬০; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৯০১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৬৯।*

www.tawheederdak.com

সে তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা পৌঁছলে সে বলবে যে, আমি এসব কিছু জানিনা। যা আল্লাহ্র কিতাবে পাব, তারই আমরা অনুসরণ করব'।[৪]

বছরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবেঈ বিদ্বান আইয়ূব সাখতিয়ানী (৬৮- ১৩১ হিঃ) নিজ শহরের লোকদের চূড়ান্তভাবে বলে দেন যে, إِذَا حَدَّثْتُ الرَّجُلَ بِالسُّنَّةِ فَقَالَ: دَعْنَا مِنْ هَذَا وَحَدِّثْنَا مِنَ الْقُرْآنِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌّ وَمُضِلٌّ- 'যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে হাদীছ শুনাবে, তখন সে যদি বলে যে, ছাড় এসব, আমাদেরকে কুরআন শুনাও, তখন তুমি জেনো যে, ঐ লোকটি নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যকে পথভ্রষ্টকারী'।[৫]

৭. অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত সত্য জানে না ও বোঝে না :

অনেক মানুষ প্রকৃত সত্য বা হক্ব জানার চেষ্টা করে না বা জানে না ও বোঝে না। আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 'আর তারা বলে, 'কেন তার উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন নাযিল করা হয়নি'? বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ যে কোন নিদর্শন নাযিল করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না' *(আনআম ৬/৩৭)*।

আল্লাহ বলেন, وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 'কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটনা করে। আর তাদের অধিকাংশই বুঝে না' *(মায়েদা ৫/১০৩)*।

মানুষের স্বভাব ধর্ম অন্যকে দোষারোপ করা। ভালোটা নিজের জন্য এবং মন্দটা অন্যের জন্য এমন কল্পনা করা মানুষের স্বভাব।

আল্লাহ বলেন, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 'অতঃপর যখন তাদের কাছে কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, 'এটা আমাদের জন্য।' আর যখন তাদের কাছে অকল্যাণ পৌঁছাতো, তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অলুক্ষুণে মনে করত। তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ তো আল্লাহ্র কাছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না' *(আরাফ ৭/১৩১)*। অন্যত্র বলেন, 'বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না' *(ইউনুস ১০/৬০)*।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র অসীম কুদরত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও গভীরতর বিচার-বিশ্লেষণের অভাবে একটা বৃহৎ দল ধর্মদ্বেষী হয়ে ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। ফলে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় দলের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়। সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা এদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে প্রত্যাদেশ করেন যে, إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيْهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُوْنَ 'ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না' *(মুমিন ৪০/৫৯)*। অন্যত্র এরশাদ করেন, يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَ تَأْتِيْكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَـــكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ক্বিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন, এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করবেন। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয় হবে। তোমাদের উপর আকস্মিকভাবেই তা এসে যাবে। তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ শুধু আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না' *(আ'রাফ ১৮৭)*।

পার্থিব জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ে মানুষের কোন জ্ঞান নেই, যেমন কে কোথায় জন্মগ্রহণ করবে ও মৃত্যুবরণ করবে, আগামী কাল কি ঘটবে, কে ধনী হবে আর কে হবে দরিদ্র, কে হবে ভাগ্যবান আর কে হতভাগ্য, কে হবে অন্ধ, পঙ্গু আর কে হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর, আর কখন হবে প্রচন্ড ঝড় ও বৃষ্টি, ভূকম্পন ও ভূমিধ্বস ইত্যাদি, কোন মানুষের পক্ষে তা জানা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু ক্বিয়ামতের মতই এগুলো আল্লাহ্র জানা। তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলতে কোন কিছুই নেই। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছেই ক্বিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত' *(লোকমান ৩৪)*।

কাফেরদের ভুল ধারণা ও সন্দেহ দূর করা হচ্ছে যে, রিযিকের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তার সম্পর্ক আল্লাহ্র ইচ্ছা ও হিকমতের সাথে। এই জন্য তিনি সম্পদ যাকে পছন্দ করেন তাকে দেন এবং যাকে অপছন্দ করেন তাকেও দেন। তিনি যাকে চান ধনী করেন এবং যাকে চান গরীব করেন। আল্লাহ

৪. আহমাদ হা/২৩৯১২; আবুদাঊদ হা/৪৬০৫; তিরমিযী হা/২৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১৩; বায়হাক্বী দালায়েল হা/২৯৩৪; সনদ ছহীহ।
৫. ছালাহুদ্দীন মকবূল আহমাদ, জাওয়াবে' ফী ওয়াজহিস সুন্নাহ (রিয়াদ : দার আলমিল কুতুব) তাবি, পৃ: ৪৬।

বলেন, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (হে রাসূল! আপনি) বলুন, 'আমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বাড়িয়ে দেন অথবা তা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটি বোঝে না' *(সাবা ৩৪/৩৬)*।

৮. অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ :

অধিকাংশ মানুষ মানুষের প্রতি এবং তার সৃষ্টিকর্তা রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। শুকরিয়া না করার জন্য মানুষ প্রতিপালকের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তো মানুষের উপর অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুকরিয়া আদায় করে না' *(বাক্বারাহ ২/২৪৩)*। অন্যত্র বলেন, 'আল্লাহ রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে আলোকোজ্জ্বল করে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না' *(মুমিন ২৩/৬১)*। তিনি আরো বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. 'তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা আদায় কর তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহ'লে আমার আযাব অবশ্যই কঠিন' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

বান্দার প্রতি শুকরিয়া আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া স্বরূপ। আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ 'যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া করেনা সে আল্লাহ্রও শুকরিয়া করেনা'।[৬] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মানুষের অনুগ্রহকে অস্বীকার করা এবং তাদের সৎকাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা যার স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হবে সে মহান আল্লাহর অনুগ্রহকেও অস্বীকার করা এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করাও তার অভ্যাসে পরিণত হবে। বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিঃসন্দেহে তিনি গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ বান্দা মানুষের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করবে এবং তাদের সদাচরণকে অস্বীকার করবে। এটা মূলত দু'টি বিষয়ের একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে'।[৭]

দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ বলেন, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ 'তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না' *(আরাফ ৭/১৭)*।

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র নে'মতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, আর না তা স্বীকার করে। হয়তো বা তা কুফরী ও অস্বীকার করার কারণ। যেমনটি কাফেরদের অভ্যাস। নতুবা অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যে ওয়াজিব এ ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে। যেমনটি মূর্খদের আচরণ।

৯. অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামী :

পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ডের উপরে ভিত্তি করেই ক্বিয়ামতের মাঠে বিচার ফয়সালা করা হবে এবং তার পরকালীন জীবনের চূড়ান্ত ঠিকানা নির্ধারিত হবে। তবে তাদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে জাহান্নামের আযাবের তারতম্য হবে। যেমন মুনাফিক্বদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে হবে *(নিসা ৪/১৪৫)*। আবার জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশন কারো টাখনু পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত আবার কারো মাথা পর্যন্ত পৌঁছবে।[৮] কারো দু'পায়ের নিচে আগুনের দু'টি অঙ্গার রাখা হবে, যাতে তার মাথার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে।[৯] কাউকে আবার আগুনের ফিতা সহ দু'খানা জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে।[১০] এভাবে জাহান্নামে পাপীদের আযাব দেয়া হবে।

জাহান্নামীদের চেহারাকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আবৃত করে রাখবে এবং বিদগ্ধ চেহারায় তাদেরকে আলকাতরার মত কালো পোশাক পরিধান করানো হবে। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا 'যেদিন তাদের মুখমন্ডল জাহান্নামের আগুনে ওলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করতাম' *(আহযাব ৩৩/৬৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ 'সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়, তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন দগ্ধিভূত করবে তাদের মুখমন্ডলকে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৯-৫০)*। যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, জাহান্নাম এমন একটি ভয়ংকর আবাসস্থল। সেখানকার অধিবাসীরা এবং সকল কিছুই হবে কৃষ্ণবর্ণের। যেমন খাবার, পানি ও গাছ হবে কালো বর্ণের'।[১১]

ক. অধিকাংশ ধনী ব্যক্তি :

ধনী ব্যক্তিদের পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে গরীব মানুষ জান্নাতে যাবে। আর ধনী ব্যক্তিরা তাদের মালের হিসাব দিতে দিতে

৬. তিরমিযী হা/১৯৫৫; ছহীহুল জামি' হা/৬৫৪১; মিশকাত হা/৩০২৫।
৭. তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/১৯৫৫।
৮. মুসলিম হা/৭৩৪৯।
৯. বুখারী হা/৬৫৬২।
১০. মুসলিম হা/৫৩৯; মিশকাত হা/৫৪২৩।
১১. তাফসীরে কুরতুবী ১০/৩৯৪ পৃঃ 'সূরা কাহফ-এর ব্যাখ্যা দৃষ্টব্য।

ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর ধনী ব্যক্তির যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ শাস্তির কথা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ– ‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই বহু (ইহূদী-নাছারা) পণ্ডিত ও দরবেশ মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং লোকদের আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে। বস্তুতঃ যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চিত রাখে, অথচ তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি মর্মান্তিক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলিকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ সমূহ দাগানো হবে, (আর বলা হবে) এগুলো হ’ল সেইসব স্বর্ণ-রৌপ্য, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে। এক্ষণে তোমরা যা কিছু সঞ্চয় করে রেখেছিলে তার স্বাদ আস্বাদন কর’ *(তওবাহ ৯/৩৪-৩৫)*।

যে সকল ধনী ব্যক্তি সম্পদের যাকাত প্রদান করেনি, তাদের মাল আগুনে পরিণত হবে এবং সারা শরীরে ছ্যাকা দেয়া হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. ‘যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক অথচ তার হক (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা আগুনের পাত্ররূপে পেশ করা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা গরম করে তার কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে সেক দেয়া হবে। যখন উহা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় গরম করা হবে। এ অবস্থা ক্বিয়ামতের পুরো দিন চলতে থাকবে, যার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান হবে। অতঃপর বান্দাদের মাঝে বিচার করা হবে, তখন সে দেখবে তার পথ কি জান্নাতের দিকে, না জাহান্নামের দিকে’।[১২]

যারা তাদের সম্পদকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে পবিত্র করেনি, তাদের মাল একটি বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে এবং গলায় পেচিয়ে শাস্তি দিতে থাকবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي بشدقيه – يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضله ‘আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত দেয়নি, ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্ত মাল মাথায় টাক পড়া সাপের আকৃতি ধারণ করবে। যার চোখের উপর দু’টি কালো চক্র থাকবে। ঐ সাপটি তার গলা পেচিয়ে ধরে শাস্তি দিতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ’।[১৩]

দুনিয়ার বিত্তবান ব্যক্তিদের জন্য দুর্ভোগ যারা সম্পদ ভোগ বিলাসের জন্য অপচয় করেছে।[১৪] আর তাদের মধ্যকার প্রভাবশালী, ক্ষমতাধর, অহংকারী, বিলাসপ্রিয়, সম্পদশালী ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা সেদিন জাহান্নামের তীব্র দহনে প্রবেশ করবে। তারা জাহান্নামে প্রবেশের সাথে সাথেই দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বিলাসী জীবনের কথা ভুলে যাবে। আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ. فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قطّ ‘ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হ’তে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কল্যাণ দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম হে প্রভু! অপরদিকে জান্নাতীদের মধ্য হ’তে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে ঢুকানোর পর বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কষ্ট দেখেছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ অতিক্রম করেছে? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম! আমার উপর কোনদিন কোন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি’।[১৫]

আল্লাহ আমাদের সকলকে পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের মধ্যে দাখিল করুন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে জান্নাতী বান্দা হিসাবে করুন- আমীন!

(ক্রমশঃ)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

১২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮১ ‘যাকাত’ অধ্যায়।*

১৩. *আলে ইমরান ১৮০; বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮২ ‘যাকাত’ অধ্যায়।*

১৪. *ইবনু মাজাহ হা/৪১২৯, সনদ হাসান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪১২।*

১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৬৯।*

শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষাক্রম মনিটরিং-এর গুরুত্ব

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম

ভূমিকা :

শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষার একটি বহুমুখী পরিকল্পনা- যা সমগ্র সমাজের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নির্ণীত হয়। ফলে উদ্দেশ্যগুলো সাফল্যের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তবে মানুষের চাহিদা নিত্য পরিবর্তনশীল বলেই শিক্ষাক্রম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হচ্ছে। শিক্ষাক্রমের এ পরিবর্তনের ভিত্তি হচ্ছে মূলতঃ ধর্ম, সম্পদ, সমাজ, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও ভৌগোলিক পরিবেশ। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এর রূপরেখা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সাংগঠনিক বিন্যাস ও যথাযথ উপকরণ। আবার এটি বাস্তবায়ন করতে দরকার সাংগঠনিক কাঠামো, পাঠ্যবই, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষা উপকরণ, যোগ্য শিক্ষক, সৎ ও দক্ষ প্রশাসক, পরিমিত অর্থ এবং মূল্যায়ন কৌশল। তাছাড়াও শিক্ষাক্রমের উন্নয়নের জন্য একান্ত দরকার শিক্ষাক্রম মনিটরিং। শিক্ষাক্রম সঠিকভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তার জন্য দরকার সঠিক মনিটরিং। শিক্ষাক্রম মনিটরিং আলোচনার পূর্বে আমাদের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার।

শিক্ষাক্রমের ধারণা ও সংজ্ঞা ঃ Curriculum এর পরিভাষা হচ্ছে শিক্ষাক্রম। ল্যাটিন শব্দ 'currere' হতে উদ্ভূত, যার অর্থ হ'ল দৌড়ানো বা ঘোড়দৌড়ের নির্দিষ্ট পথ। আভিধানিক অর্থে শিক্ষাক্রম বলতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটি ধারাকে বুঝায়।

১৯৩০ সালের পর থেকেই শিক্ষাক্রমের প্রাচীন ও সংকীর্ণ ধারণা পরিবর্তন হতে থাকে। অধুনা শিক্ষাক্রম বলতে বিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত সব শিখন অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে বোঝানো হয়।

১৯৩৫ সালে প্রদত্ত **Caswell and Cambell**-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীর অর্জিত সকল অভিজ্ঞতা'।

১৯৫৬ সালে প্রদত্ত **Tyler**-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'বিদ্যালয় শিক্ষাক্রম হ'ল শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত শিক্ষার্থীদের সকল শিখন অভিজ্ঞতা'।

১৯৬৭ সালে প্রদত্ত **হুইলার** সংজ্ঞায় এসেছে, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ, বিষয়বস্তুর সংগঠন, মূল্যায়ন ইত্যাদির একটি বৃত্তাকার প্রক্রিয়া শিক্ষাক্রম বলে'।

১৯৭৬ সালে প্রদত্ত **জেনকিন্স ও শিপম্যান**-এর মতে, 'বিদ্যালয় অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য এমন একটি প্রস্তাবনার গঠন ও প্রয়োগই শিক্ষাক্রম, যার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা, যথার্থ প্রয়োগ এবং এর ফলাফলের দায়িত্ব গ্রহণ করবে'।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখা। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে কোর্স তাই শিক্ষাক্রম অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রণীত শিখন অভিজ্ঞতা, পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং শিক্ষাদান কার্যাবলীর সমন্বিত রূপরেখা, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

শিক্ষাক্রম মনিটরিং (Curriculum Monitoring) : একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য কোনকিছু দেখা, পর্যবেক্ষণ করা, শোনা বা যাচাই করাকে Monitoring বলা হয়। আর Curriculum Monitoring বা শিক্ষাক্রম মনিটরিং হ'ল শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তে দিক-নির্দেশনা দিতে এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর কার্যক্রমে অগ্রগতি চিহ্নিত করতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া।

লক্ষ্য : শিক্ষাক্রম মনিটরিং-এর লক্ষ্য হ'ল- সামগ্রিক স্কুল ব্যবস্থাকে নিরাপদ করা যেটি শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে সহায়তা করবে যাতে করে শিক্ষণ-শিখণের কার্যকারিতা দিয়ে সামগ্রিক মানের উন্নয়ন ঘটানো যায় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

উদ্দেশ্য : মূলতঃ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অর্জনকে উৎসাহিত করা। তাদের শিক্ষাগত, ব্যক্তিগত, আবেগিক এবং সামাজিক উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ করা এবং শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিকতা ও অগ্রগতি নিশ্চিত করা। এছাড়া আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন-

- স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীর চাহিদাগুলি আলাদা করতে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার উন্নয়ন করা।
- তথ্য সংরক্ষণ এবং মূল্যায়ন কৌশলের উন্নয়ন করা।
- তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ উন্নয়নে সহায়তা করা।
- শিক্ষাক্রম উন্নয়নের পরিকল্পনা করা।
- শিক্ষণ-শিখণ কার্যকারিতার উন্নয়ন করতে মূল্যায়ন করা।
- সমাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা।
- সম্পদের কার্যকারী ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- শিক্ষকদের চলমান, ধারাবাহিক, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- শিক্ষার্থী ও সমাজের রুচি, প্রবণতা ও চাহিদানুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা।

- শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু ও সার্বিক বিকাশ সাধন করা।
- কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা।
- শিক্ষা সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান করা।
- শিশুদের সৃজনশীল বিকাশ করা।
- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

মনিটরিং চক্র ঃ মনিটরিং চক্রে আমরা যে জিনিসটি দেখতে পায় তার পর্যাক্রমিক ধারা হলো এরূপ-

প্রথমে Measure বা পরিমাপ।

তারপর Assess বা মূল্যায়ন

এবং শেষে Improve বা উন্নয়ন।

মনিটরিং এর বিষয়সমুহ ঃ সমাজ সচেতনরা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষা ছাড়া উন্নত জীবন লাভ সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন একটি উন্নত শিক্ষাক্রম, যাতে শিক্ষকরা তাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির প্রয়োগ এবং পরিবেশের কাঙ্খিত পরিবর্তন করতে সম্ভব হয়। আর শিক্ষাক্রমকে উন্নত করতে দরকার শিক্ষাক্রম মনিটরিং। তাই শিক্ষাক্রম মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে যে যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করা হয়, তা নিম্নরূপ:

- শিখনের বিষয়বস্তু
- শিক্ষাদান পদ্ধতি
- মূল্যায়ন কৌশল
- শিক্ষাক্রমের বিতরণ ও বাস্তবায়ন
- যৌথ কর্মকান্ড
- বর্ধিত শিক্ষাক্রম কর্মসূচী

মনিটরিং এর উপকরণ ঃ

নিচের এই বিষয়গুলোর দ্বারা সঠিক ভাবে মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

তথ্য বিশ্লেষণ ঃ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্যে পৌছাতে পরীক্ষার ফলাফল এবং স্কুলের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন থেকে তথ্য নিয়ে তা বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ মনিটরিং করবেন। তিনি 'স্কুলটি একটি মানসম্মত পর্যায়ে পৌছেছে'-এটা নিশ্চয়তা দিয়ে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ লক্ষ্যকে ঠিক করবেন।

বাৎসরিক প্রতিফলন ঃ বাৎসরিক প্রতিফলনের দ্বারা উপরোক্ত বিষয়সমূহ মনিটরিং করা হয়। শিক্ষার্থীদের এবং তাদের পিতা-মাতাদের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে সংবিধিবদ্ধ নিয়মে বাৎসরিক প্রতিফলনটি লেখা হয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তি অগ্রগতিটিকে মনিটর করেন এটা নিশ্চিত করতে যে, তারা নির্ধারিত চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

বাৎসরিক প্রতিবেদন ঃ বাৎসরিক প্রতিবেদন শিক্ষাক্রমের উপেক্ষিত বিষয়গুলো মনিটর করতে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষকরা অভিভাবকদের নিকট বাৎসরিক প্রতিবেদন জমা দিবেন। ছাত্রছাত্রীরা কোন মানের এবং কী বুঝতে পেরেছে তা যাচাই করতে প্রধান শিক্ষক এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি এই রিপোর্টটি মূল্যায়ন করবেন। তারা তদারকি করবেন যে এই অগ্রগতিটি প্রত্যেকটি বিষয়ে হয়েছে কিনা। আর অভিভাবকদের ফলাবর্তন প্রদানের সুযোগ থাকবে ।

মনিটরিং কার্ড ঃ মনিটরিং কার্ডের দ্বারা মনিটরিং-এর বিষয়সমূহ মনিটর করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রত্যেক বিষয়ে অগ্রগতি জানাতে তাদের অভিভাবকদের অর্ধবার্ষিকী কার্ডটি দেখা হবে। এই কার্ডটি প্রদান করা হবে যাতে প্রত্যেক অভিভাবক শিক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন।

অন্তর্ভুক্তি ঃ মূলধারার এবং বাইরের সংস্থাসহ অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রমসমূহ মূল্যায়ন করা হয়, পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং নীতি বা বিধানের যথার্থতা মূলায়ন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন/অগ্রগতি ফোল্ডারে সকল প্রজেক্ট ও কোর্সসমূহ সংরক্ষিত করা হয়। কলেজ লিংক ও রুপান্তরিত কার্যক্রমসমূহ অর্ন্তভুক্তি মনিটরিং-এর অংশ। এছাড়াও বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পাঠ পর্যবেক্ষণ ঃ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, পারদর্শিতা নীতি এবং শিক্ষনের গুণগতমানের ভিত্তিতে ও OFSTED ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ সংরক্ষণ করা হয়। পাঠটি শেষ করার সাথে সাথে মৌখিক ফলাফল দেওয়া হয়। ফলাফলটির সকল দিক এবং যেখানে উন্নতি করা যেতে পারে সেখানে জোর দেওয়া হবে। লিখিত পর্যবেক্ষণের রেকর্ড কপি ৫ দিনের মধ্যে শিক্ষককে দেওয়া হয় এবং ১টি কপি দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ফোল্ডারে রাখা হয়।

সংখ্যাতত্ত্ব ঃ সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা হয়। মনিটরিং করে অগ্রগতিটি পরিমাপ করা হয় এবং রিপোর্ট করা হয়। প্রত্যেককে অথবা কোন দলকে তাদের অতিরিক্ত প্রয়োজন চিহ্নিত করে অতিরিক্ত শিক্ষাক্রম সহযোগিতার মাধ্যমে সহযোগিতা করা হয়।

কাজের পোর্টফলিও ঃ শিক্ষক নিজের অগ্রগতির তথ্যটি সংরক্ষণ করবেন। বার্ষিক প্রতিফলন, বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন এবং CASPA -র মাধ্যমে অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ রেকর্ড করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের দক্ষতা মনিটরিং করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। অধ্যায় শেষের প্রতিফলন এবং বাৎসরিক প্রতিফলন ব্যবহার করে তাদের অগ্রগতিতে উৎসাহ দেওয়া হয়।

মনিটরিং-এর সময়কাল ঃ সাধারণত সারা বছর ব্যাপি শিক্ষাক্রম মনিটরিং করা হয়। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা হিসাবে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও প্রতিফলনের বাৎসরিক চক্র সংঘটিত হয়।

মনিটরিং ব্যক্তিবর্গ ঃ শিক্ষাক্রমকে সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সৎ ও দক্ষ প্রশাসন আবশ্যক। এতে থাকবে বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা অফিসার, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ, যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সৎ রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতি। শিক্ষাকে গতিশীল ও গ্রহণ উপযোগী করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষক নির্দেশিকা। এ নির্দেশিকায় থাকবে বিষয়বস্তুর সঠিক বর্ণনা, শিক্ষার্থীরা কী কী অধ্যয়ন করবে, তার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, শিক্ষা শেষে কতটুকু জ্ঞান লাভ করবে, পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির নিয়মাবলী, শিক্ষার্থীর শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধানের কলা-কৌশল এবং এর যথাযথ মূল্যায়ন।

আর এসব বিষয়গুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা দেখা জন্য মনিটরিং অত্যন্ত যরূরী। শিক্ষাক্রম কার্যক্রম মনিটরিং পদ্ধতি স্কুলের উন্নতির নিশ্চয়তা বিধান করে। আর এ উদ্দেশ্য সফল করতে বিদ্যালয় সম্পৃক্ত সকলকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। যেমন- অভিভাবক পরিচালক, বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, স্কুল পরিচালনা কমিটি এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের অবদান রাখতে হবে।

শিক্ষাক্রম মনিটরিং-এ শিক্ষকের ভূমিকা ঃ শিক্ষাক্রম মনিটরিং -এ শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন শিক্ষাক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। মূলতঃ শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন নির্ভর করে বহুলাংশে শিক্ষকের নৈপুণ্য, আন্তরিকতা, যোগ্যতা, সততা ও কর্মনিষ্ঠার ওপর। তাই একথা বলা যায় যে, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে বিধায় শিক্ষাক্রম মনিটরিং-এ একজন শিক্ষকের ভূমিকা অনেক বেশী।

মনিটরিং করার কৌশল ঃ

১. শ্রেণীকক্ষে অনুশীলন, ব্যবহারিক কার্যক্রম, অতিরিক্ত এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমগুলো মনিটরিং করা।
২. অডিট বা নিরীক্ষা করা।
৩. দলীয় শিক্ষণ মনিটরিং করতে হবে।
৪. পরিকল্পনা মনিটরিং করতে হবে। (ক) বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা (খ) দলীয় পরিকল্পনা।
৫. কাজের পরিকল্পনার উন্নয়ন করতে হবে।
৬. ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের পদ্ধতিগত প্রতিফলন পর্যালোচনা করতে হবে।
৭. শিক্ষার্থীদের নথিপত্রের নমুনায়ন করতে হবে।
৮. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনা, সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা করতে হবে।
৯. ফলাফল অভীক্ষায়নের মাধ্যমে মনিটরিং করতে হবে।
১০. বহিরাগত সংস্থা, কর্তৃপক্ষরা মনিটরিং করবে।
১১. পেশাগত উন্নয়নের জন্য নিয়মিত স্টাফদের অডিট করতে হবে।
১২. বাজেট বিবেচনা করে সম্পদের সঠিক ব্যবহার তদারকি করতে হবে।

শিক্ষাক্রমে মনিটরিং-এর গুরুত্ব ঃ

শিক্ষাক্রম প্রাসঙ্গিক এবং কার্যকর কিনা এটি নিশ্চিত করতে শিক্ষাক্রম মনিটরিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম।শিক্ষাক্রমটি কাজ করছে কিনা এটি জানতে মনিটরিং শিক্ষাক্রম মনিটরিং গুরুত্ব বহন করে। কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নতি করা যাবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে মনিটরিং এর গুরুত্ব রয়েছে। কার্যক্রম গুলোর সহিত আরো কিছু যুক্ত করতে হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে এর গুরত্ব অনেক। সর্বোপরি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের গুণগত মান উন্নত করার জন্য শিক্ষাক্রম মনিটরিং এর গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার ঃ সুষ্ঠু, পরিপূর্ণ ও আদর্শ শিক্ষার জন্য আদর্শ শিক্ষাক্রম অপরিহার্য। আর শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, এমনকি শিক্ষার্থীর উন্নত শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করতে এবং জাতিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে শিক্ষাক্রম মনিটরিং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

[লেখক : প্রভাষক (ইংরেজী), লালপুর মডেল কলেজ, তানোর, রাজশাহী ও প্রাক্তন শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী]

২য় সংস্করণ
আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার
লেখক
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করা। বরং এটিই হ'ল উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের রূহ। এক্ষণে এ দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে, কখন কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে এবং পূর্ববর্তী আলেমগণ কিভাবে এ কঠিন দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন তার ১৯টি দৃষ্টান্ত বইটির ২য় সংস্করণে স্থান পেয়েছে। অতএব বইটি পাঠ করা অতীব যরূরী।
অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

ছাবাহ : আযানের শব্দে ভাঙলো ঘুম যার

আমেরিকায় আপনি এককাপ চা খেতে কোথাও যেতে হলেও গাড়ি ছাড়া উপায় নেই। আর সে কারণে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের ঘরে খাবার না থাকলেও গ্যারেজে একটি গাড়ি থাকেই থাকে। খুব বেশী দিন হয়নি এদেশে এসেছি। গাড়ি কিনব কিনব করে কেনা হয়ে উঠেনি। তাই বাধ্য হয়েই উবারে চলাফেরা করতে হয়।

ছোট্ট আমায়াহ আর তার মাকে নিয়ে সাপ্তাহিক বাজার করতে গ্রোসারী শপে (মুদিবাজার) যাবা উবারে। একজন প্রায় ৭০ বছর বয়েসী আমেরিকান শ্বেতাংগ রমনী আমাদের উবার ড্রাইভার। গাড়িতে উঠে কেমন আছেন, দিন কেমন গেল- টাইপের প্রশ্ন করা স্বাভাবিক আমেরিকান ভদ্রতা। আমিও সেমতে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন? উত্তরের জন্য কোনভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। শুদ্ধ উচ্চারণে বলে উঠলেন 'আলহামদুলিল্লাহ'।

আমি কি ভুল শুনলাম? তাই প্রশ্ন করলাম তুমি কি মুসলিম? কোথায় তোমার আসল বাড়ি? সে আবার বলল, আলহামদুলিল্লাহ আমি মুসলিম। এই আমেরিকাতেই আমার বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের ভিটে-মাটি। আমি একেবারেই খাঁটি আমেরিকান।

মনের বাসনা থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ইসলামে আসলে কি করে? উত্তর এল- আমি ইসলাম বেছে নেইনি, ইসলামই আমাকে বেছে নিয়েছে।

তাঁকে বললাম, তোমার গল্প কি আমাকে শোনাবে। ভদ্র মহিলা মুচকি হেসে শুনাতে শুরু করল ঘুম ভাঙ্গার গল্প। আসুন! তার মুখেই সে গল্প শুনি-

আমেরিকার মন্টানা অঙ্গরাজ্যে এক খ্রীষ্টান পরিবারে আমার জন্ম। জন্মের পর যখন বুঝ-জ্ঞান হতে শুরু করল, আমি পরিবারের অন্যান্য ভাইবোনদের সাথে কেন যেন মিশতে পারতাম না ভালোভাবে। তুমি তো জানো পাহাড় আর নদী ঘেরা এক প্রাকৃতিক লীলাভূমি মন্টানা। আমি একা একা প্রায় দূর দুপুরে দূর পাহাড়ে চলে যেতাম, ভাবতাম আমি কেন দুনিয়ায় এসেছি, আমার কি কারণে আসা। আমি যেন কেমন হাহাকার বোধ করতাম মনের ভেতর। একটু তরুণী হবার পর থেকে আমার বন্ধুরা, ভাইবোনেরা বিভিন্ন ক্লাবে গিয়ে মদ খেত, আনন্দ করত। আমি তাদের সাথে যেতাম না। যদিও আমি খ্রিষ্টান কিন্তু কোনদিন আমি একটি বারের জন্যও মদ পান করিনি। আধুনিক খ্রিষ্টধর্মে মদপান নিষিদ্ধও নয়।

আমার বন্ধুরা ছোট ছোট জামা পরে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াত, সুইমিং কষ্টিউম পরে সাঁতার কাটত, কিন্তু আমি কোনদিন ওসব পরতে পারতাম না। আমার বিবেক আমাকে বাধা দিত। আমি জানিনা কেন পারতাম না।

আমি আবিষ্কার করলাম আমি আসলে একা ভীষণ একা। আমার কোন ভালো বন্ধু নেই। ভাইবোনেরা আমাকে সময় দিত না। একসময় আমার বিয়ে হল, সন্তান দুনিয়ায় আসল। আমার ছেলে বড় হল।

সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু হঠাৎ বিপত্তি ঘটল একদিন। একদিন গভীর রাতে স্বপ্নে আমি এক অজানা কণ্ঠে কিছু গান মধুর সুরের অজানা ভাষার গান শুনতে পেলাম। বাক্যগুলো ছিলো এমন- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্...

পরদিন সকালে সে স্বপ্নের কথা ভুলে গেলাম। কিন্তু না প্রতি রাতেই আমি স্বপ্নে দেখি সে মধুর সুরের গান। আমি অস্থির হয়ে গেলাম। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে ঘুমের ঔষধ খেতে লাগলাম। যতই ঘুমের ঔষধ খাইনা কেন মাঝ রাতে সে মধুর শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

এভাবে প্রায় ছয়মাস কেটে গেলো। একদিন টিভিতে আমেরিকায় মুসলিম সন্ত্রাসীদের নিয়ে একটি পর্ব প্রচারিত হচ্ছিল। আমি পাশের রুমে ছিলাম। সেখানে এই গানও দেখাচ্ছিলো। আমি দ্রুত টিভির সামনে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, এই তো সে গান যা আমি স্বপ্নে দেখেছি গত ছয়টি মাস ধরে। এই তো সেই সন্ত্রাসীদের গান। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, হে গড! আমি কি তাহলে সন্ত্রাসী হয়ে যাচ্ছি!

ইন্টারনেটে সার্চ দিতাম সন্ত্রাসী সংগীত, সন্ত্রাসীদের গান, মুসলিম সংগীত এসব নামে। খুঁজতে গিয়ে একদিন পেয়ে গেলাম সেই সংগীত। জানলাম এর নাম আযান। মুসলিমদের ছালাতে আহবানের ডাক। আমার মত খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম নেয়া একজন মানুষকে কে শোনালো এই আযান? কে আমাকে আহবান করছে? আমি বুঝতে চাইলাম, ইসলাম কী? রব কী, রাসূল কে? কবর-হাশর, মীযান নিয়ে আমার বিস্তর পড়াশোনা শুরু হয়ে গেল। আমি বুঝলাম আকাশের মালিক আমাকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করেছেন। আমার সহস্র রাতের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি জেগে উঠলাম।

বুঝলাম ইসলাম সন্ত্রাসীদের ধর্ম নয়, বরং সন্ত্রাসীরা ইসলামের নাম ব্যবহার করে মাত্র। পরদিন খুব ভোরে আমি জুম'আ মসজিদে গিয়ে কালেমা শাহাদাত পাঠ করলাম। তুমি কি জানো এই কালেমার বিনিময়ে আমি কি হারিয়েছি?

আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করলেন। যে ছেলেকে আমি পেটে ধরেছি, বড় করেছি, সেই ছেলে আমাকে ত্যাগ করল। আমি তো আগেই একা ছিলাম। এখন আরো একা হয়ে গেলাম। আজ পনেরো বছর আমি একা।

তুমি কি জানো এতকিছুর বিনিময়ে আমি কি পেয়েছি? আমি আমার আল্লাহ্কে পেয়েছি। তুমি জানো এতকিছুর বিনিময়ে আমি কি পেয়েছি? ঐ যে ছোটবেলা থেকেই আমার অন্তরে যে হাহাকার ছিল, যে না পাওয়ার বেদনা ছিল, আমি বুঝেছি আমার হাহাকার ছিলো কালেমার জন্য, আমার হাহাকার ইসলামের জন্য। আমার মনের শুন্যতা দূর হয়েছে। আমি এখন নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করছি।

তুমি জানো এই বুড়ো বয়সে কিছু খাবারের জন্য আমাকে উবার চালাতে হয়। কয়েক বছর আগে আমি একজন মিশরীয় মুসলিমকে বিয়ে করেছি শুধু জীবনের একাকীত্ব ঘোচাতে। কিন্তু সে এখন ক্যান্সার আক্রান্ত। তাকেও হয়তো রবের কাছে চলে যেতে হবে। আমি চেষ্টা করছি তার যথেষ্ট সেবা করতে। আমার ছেলেটাকে আমি দেখিনা আজ দু'বছর হ'ল। আমার ছেলের ঘরে নাতি হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু জানো আমি তাকেও দেখিনি অনেকদিন হ'ল।

আমি চাইলেই স্বাভাবিক জীবনে চলতে পারতাম। স্বামী সন্তান নিয়ে আনন্দে থাকতে পারতাম। কিন্তু আমি দুনিয়া এবং আখিরাতের মাঝে হিসাব করে দেখলাম, আমার জন্য আখেরাতই মঙ্গল। এখন যদি আমি না খেয়ে মরেও যাই, আমার দুঃখ থাকবেনা। জানি না কখন রবের ডাক এসে যায়। আমি দ্রুত আমার রবের সাথে দেখা করতে চাই। তাঁকে বলতে চাই ওগো আরশের মালিক! শুধু তোমায় দু'চোখ ভরে দেখব বলে আমি সব ছেড়ে এসেছি।

আমাদের গাড়ি গন্তব্যে এসে পৌঁছেছে, গাড়ি থেকে নামতে পারছিনা আমি। চোখের পানিতে বুক ভেসে গেছে সেই কবে। শরীর অবসাদ হয়ে আসছে। এই মহিমান্বিত রমনীর অনুমতি নিয়ে তার একটি ছবি তুললাম, ইন্টারনেটে শেয়ারের অনুমতিও পেলাম।

তিনি হিজাব পরতেন। কিন্তু এখানে তাকে নানা কটু কথার শিকার হতে হয়েছে। তাই তিনি এখন কাজের সময় হিজাব পরেন না। তার আমেরিকান নাম এন্ড্রি। মুসলিম নাম তিনি নিজেই খুঁজে রেখেছেন ছাবাহ অর্থাৎ প্রভাত। যেহেতু তিনি সুবহে সাদিকের সময় মহান আল্লাহর আহবান শুনেছেন, তাই এই নামকরণ।

ছাবাহ আমাদের নামিয়ে দিয়ে দ্রুত আরেকটি ট্রিপ ধরবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের এক অস্থির সময়ে ফেলে গেলেন তিনি। আমি বলে উঠলাম :

ওগো আরশের মালিক! তুমি তোমার ছাবাহকে দেখে রেখো। ছাবাহকে দেখে আমি আবারও বুঝেছি, ওগো রহমান তুমি সত্য। তোমার দ্বীন সত্য। তোমার আলো সত্য।

*[**লেখক :** ডা. শরীফ মহিউদ্দীন, হিউস্টোন, টেক্সাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র]*

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

কেন আমাদের মূল সম্পদ এবং আমাদের চিরস্থায়ী উপার্জন হ'ল আমাদের সেই বিশুদ্ধ ঈমান এবং সৎআমল; যাতে কোন শিরক-বিদ'আত থাকবে না, থাকবে না রিয়া-প্রদর্শনীর মিশ্রণ। যিনি এই দু'টি অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছেন, তার মত সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুব স্পষ্টভাবেই সুসংবাদ দিয়ে বলেন, 'তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নৈকট্যশীল করবে না; বরং নৈকট্যশীল হবে তারাই, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করেছে। আর তাদের জন্য তাদের কর্মফলস্বরূপ রয়েছে বহুগুণ পুরষ্কার। আর তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে বসবাস করবে' *(সাবা ৩৭)*। সুতরাং যতক্ষণ আমাদের ঈমান আছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সৎআমল করার তাওফীক আছে, ততক্ষণ আমরা শত বিপদের মধ্যেও সম্পদশালী। শত দুর্বলতার মাঝেও ক্ষমতাবান। শত দুঃখ-বেদনার মাঝেও সর্বংসহা প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী। কেননা আমাদের মূল সম্বল, আমাদের মূল পুজি যে আছে আমাদের হাতছাড়া হয় নি। এই সম্বল যার সংরক্ষণে আছে, পৃথিবী তাবৎ বিপদাপদের বার্তা তার কাছে বিশেষ গুরুত্ব রাখে না। বরং আখেরাতের চির প্রশান্তি ময় গন্তব্যের জন্য জোগাড়-প্রস্তুতিই হয় তার জীবনের সবকিছু। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে দুনিয়াবী যাবতীয় বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন এবং সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি ভরসা রেখে তাঁর মহা অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম ঈমান ও সৎআমলের পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ব্যবসায়ীর বদান্যতা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

অনেক দিন আগের কথা। এক ব্যবসায়ী বাজারের এক মুদি দোকানীর সাথে ব্যবসা করার চুক্তি করেছিল। ব্যবসায়ী তার পণ্যদ্রব্য মুদি দোকানীর কাছে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করত। আর যখন তার ছোট-খাট জিনিসের দরকার হত তখন দোকানীকে সেটা পৌঁছে দিতে বলত। দোকানী তার কর্মচারীকে দিয়ে সেসব জিনিস ব্যবসায়ীর বাড়িতে পৌঁছে দিত। জিনিসের দামটাও ব্যবসায়ীকে বলে দিত। চুক্তি ছিল এক বছর পর হিসাব করে হালখাতা করা হবে। বছর শেষে একদিন ব্যবসায়ী মুদির দোকানে হিসাব করার জন্য গেল। প্রত্যেকে তাদের খাতায় নিজ নিজ হিসাব লিখেছিল। মুদির জমা হিসাব অনুযায়ী দশ হাযার টাকা হয়েছিল। কিন্তু মিলানোর সময় উভয়ের মধ্যে মতভেদ হল। ব্যবসায়ীর হিসাব মতে মুদির বাকি ১০ হাযার ১ টাকা। মুদি দোকানী ১০ হাযার টাকা দিয়ে মিটমাট করতে চাচ্ছিল কিন্তু ব্যবসায়ী তা মানলো না। সে বললো ১০ হাযার ১ টাকা দিতে হবে। কেউ কারো কথা মানতে রাজি হচ্ছিল না। দোকানী বললো, আমার পুঁজি কম। আমি এক বছর যাবৎ এই ছোট জিনিসের হিসাব রেখেছি। যেহেতু তুমি বড় ব্যবসায়ী এই এক টাকার হিসাব না করেই নিতে পার।

কিন্তু ব্যবসায়ী বলল, হিসাব হিসাবের জায়গায়, বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের জায়গায়। হিসাব গরমিল কোথায় তা দেখ। এক টাকা হিসাব না করেই নিব তার মানেই হয় না। আর তুমি ফকীর নও যে তোমাকে দিয়ে দিব। যদি অন্ধ হতে তবুও এক টাকার হিসাব না করে আমি ধনী হতাম না। ধন-সম্পদ এক এক টাকা করে জমা করা হলেই তা এক হাজারে পরিণত হয়। নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হব এরকম কোনই কারণ নেই। অবশেষে দরাদরি করে কোন ফলাফলে পৌঁছাতে পারল না। সমস্ত হিসাব দু'জনে পুনরায় দেখার পর গরমিল খুঁজে পায়।

ঐ দিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সমস্ত হিসাব এক এক করে দেখার পর বুঝতে পারল ব্যবসায়ীর হিসাব ঠিক ছিল এবং মুদি দোকানীর হিসাব ভুল। ঐ সময় মুদি দোকানী বলল, এখন তোমার নেওয়ার অধিকার আছে কিন্তু এই এক টাকা না দেখেই নিতে পারতে। কারণ তুমি তোমার পণ্য এক জায়গায় বিক্রি করেছ। কিন্তু আমি বিভিন্ন জায়গায় সাধারণত নিত্য প্রয়োজনীয় ছোট জিনিস বিক্রি করি যার হিসাব রাখা কঠিন। আমার ব্যবসা হিসাবে এই এক টাকা আমার জন্য মূল্যবান, কিন্তু তোমার জীবনে তা কোনই প্রভাব ফেলবে না। ব্যবসায়ী বলল, তোমার কথা ঠিক। কিন্তু হিসাব তো হিসাবই। হিসাব ঠিক রাখার জন্য আমার কঠোরতা করার অভ্যাস আছে। যদি আমি এক টাকার হিসাব না করেই নিতে চাইতাম তাহলে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সময় নষ্ট করতাম না। অবশেষে দোকানী বাধ্য হয়ে ১০ হাযার ১ টাকা তাকে দিয়ে হিসাবের খাতা বন্ধ করে দেয়। ব্যবসায়ী দোকানীকে বিদায় দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠানের দিকে চলে যায়।

দোকানীর যে কর্মচারী দোকানে কাজ করত, সে তার মালিককে বললো, আমি এক বছর এই লোকের বাড়িতে পণ্য পৌঁছে দিয়েছি। আমি আমার বকশীস নিতে ভুলে গিয়েছি। এখন গিয়ে আমার মজুরী নিব। মুদি দোকানী বললো, যে লোক এক টাকা ছাড় দেয় না, সে তোমাকে বকশীস দিবে? অযথা কষ্ট করে নিজের সম্মান নষ্ট করো না।

কর্মচারী বললো, আমি আমার অধিকার অবশ্যই দাবি করবো। যদি সে না দেয় তো দিবে না।

সে ব্যবসায়ীকে অনুসরণ করে দৌড় দিল। এক পর্যায়ে বাজারের মধ্যে তাকে পেল। কর্মচারী ব্যবসায়ীকে বললো, হিসাব তো মিটমাট হ'ল কিন্তু আমার মজুরী তো দিলেন না। আমি আপনার কাছে থেকে বকশীস নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু বলতে ভুলে গিয়েছি। ব্যবসায়ী পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঐ ১০ হাযার ১ টাকা দিয়ে বললো এটা তোমার মজুরী। কর্মচারী সেটা নিয়ে দোকানে ফিরে গেল।

দোকানে গেলে মুদি দোকানী তাকে বলল, আজব বোকা ছেলে তুমি! এই লোকটি সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত মাত্র ১ টাকার জন্য কথা কাটাকাটি করলো। শেষ পর্যন্ত হিসাব না করে আমাকে রেহাই দিল না। আমার প্রতিবেশী দোকানীদের সামনে এমন আচরণ করলো তবুও নিজের সম্মান ও মর্যাদার দিকে তাকাল না। তারপরেও তুমি তোমার বকশীসের জন্য তার পেছনে দৌড় দিলে। এখন কি হল, লাভ হল না?

কর্মচারী পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই টাকা বের করে বললো, কেন আমি বললাম আমার মজুরি তো দিলেন না, আর সে এই ১০ হাযার ১ টাকা দিয়ে চলে গেল। দোকানী আশ্চর্য হয়ে চিন্তায় পড়ল, আজব ব্যাপার! আমার এই কর্মচারী খুবই ভদ্র। বাঁচাল নয় যে বলব অভদ্রতা করে নিয়েছে। এই কৃপণ লোকটি ১ টাকার জন্য পুরা একদিন নষ্ট করলো। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার ঐ টাকাটা সে বখশিশ দিয়ে দিল।

সেদিনের পর থেকে মুদি দোকানী সব সময় ভাবতে থাকে এই ব্যবসায়ী তবে কেমন লোক। একদিন ব্যবসায়ী ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দোকানীর সাথে দেখা হয়। দোকানী কুশল বিনিময় করে বলে, আমি তোমার মাঝে আজব জিনিস দেখেছি। সেটার কারণ জানতে চাই। ঐদিন হিসাবের সময় তুমি এক টাকার জন্য সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দর কষাকষি করলে। তুমি আমাকেও ক্লান্ত করে দিলে, নিজেও ক্লান্ত হলে। তবুও এক টাকা ছাড়লে না। আমার প্রতিবেশী

দোকানীরা তোমার এরকম কঠিন হিসাব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। অথচ সেই টাকায় আমার কর্মচারীকে বকশীস দিয়ে দিলে। তাহলে ঐ কঠোরতার অর্থ কি ছিল আর এই দানবীরতার অর্থ কি হল- আমি জানতে চাই?

ব্যবসায়ী বললো, আশ্চর্য হয়ো না। আমি অত্যন্ত শক্তভাবে হিসাব করা লোক। কেনা-বেচাই আমার কাজ। হিসাবের খাতা আমার কাজের অর্জন। এই অর্জন অবশ্যই নির্ভুল হতে হবে। শুধু এক টাকা নয়, এক পয়সা কিংবা এক সিকিও হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বখশিশ ভিন্ন বিষয়। তোমার কর্মচারী আমার বাসায় এক বছর যাবৎ পনির, ঘি ও অন্যান্য জিনিস পৌঁছে দিয়েছে। যদি আমি নিজে এগুলো বহন করতাম তাহলে তার কষ্ট করতে হত না।

যখন সে বলল, আমার বখশিশ দেন। তখন আমি তার কাজের পরিমাণের দিকে ফিরে তাকালাম না। আমার বাসায় তিনটা সন্তান আছে। ভাবলাম, এই এক বছরে তারা সেই টাকার চেয়ে বেশী পনির, ঘি ঘরেই খেয়েছে। এই জন্য ১০ হাযার এক টাকা তাকে বখশিশ দিয়েছি। এক টাকার জন্য কঠোর হওয়া হিসাবের বিষয় ছিল। পণ্যের দাম যেমন নির্ধারিত তেমন হিসাবও নির্ধারিত। কিন্তু বখশিশ নির্দিষ্ট নয় বরং তা উপহার স্বরূপ ছিল। পূর্বপুরুষরা বলেছেন, এক পয়সা হলেও হিসাব কর, কিন্তু বখশিশের হাত লম্বা কর।

[ফার্সী থেকে অনূদিত]

শিক্ষা : বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্য থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে। ব্যবসায়ীরা বেশী লাভের আশায় একদিকে পণ্যদ্রব্য মজুদ করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরী করে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলছে। অপরদিকে ব্যবসার হিসাবে গরমিল করে সহকর্মী ব্যবসায়ীদের ঠকাচ্ছে। এই গল্পের প্রথম শিক্ষা সেসব অসৎ ব্যবসায়ীদের জন্য যারা বাকীতে জিনিস বিক্রি করে ক্রেতার অগোচরে বেশী দাম লিখে রাখে। এ সমস্ত প্রতারকদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে হিসাবের খাতা রাখতে হবে এবং ১ টাকার গরমিল হলেও তা খতিয়ে দেখে হিসাব করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ নিজ অধীনস্ত শ্রমিককে অবশ্যই তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অধিনস্ত শ্রমিককে দিয়ে তার নির্দিষ্ট কাজের বাইরেও কাজ করিয়ে নেই। কিন্তু তাকে হাদিয়া দেওয়া তো দূরের কথা, সামান্য ধন্যবাদ শব্দ উচ্চারণ করতেও কার্পণ্যবোধ করি।

এই গল্পের শেষাংশ আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, যারা আমাদের জীবনধারণের উপকরণ প্রত্যেকের হাতে হাতে পৌঁছে দিয়ে আমাদের জীবন নির্বাহ সহজ করে দেয়, তাদের সুখী রাখার জন্য অবশ্যই প্রাপ্য মজুরীর চেয়ে বেশী হাদিয়া দেওয়া উচিত। কেননা তাদের জন্যই আমরা বাড়িতে বসে থেকে বিনা পরিশ্রমে সুবিধা ভোগ করতে পারি। যদি তারা আমাদের ছোট-খাট কাজগুলো করে না দিত, তাহলে সে কাজগুলো নিজেরা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের আত্মসম্মান ও সামাজিক মর্যাদা ধরে রাখতে পারতাম না। তাই সে সমস্ত শ্রমিকদের কখনো তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই গল্পের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

[অনুবাদক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

পাঠ তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

সংগঠন সংবাদ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২২
রাসূল (ছাঃ) মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রমনা, ঢাকা ১৭ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় রাজধানীর রমনাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত ও 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নন, বরং রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই বিশ্ব মানবতার আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ও অগ্রগতি। তিনি যুবসমাজকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার আহ্বান জানান। তিনি ভারতে রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে কটূক্তির বিরুদ্ধে এবং সেদেশে বিক্ষোভ প্রতিরোধের নামে উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের বাড়ি-ঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্মম প্রতিশোধ নীতির বিরুদ্ধে চলতি সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে আহলেহাদীছদের মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় বাধাদান রোধ ও তাদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দের সভা-সমিতিতে বাধা না দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং বেক্সিমকো শিল্প গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ. রহমান বলেন, আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ মোতাবেক জীবনযাপন করতে হবে এবং তার আখলাক বা চরিত্রের আলোকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি শিরক-বিদ'আতের মত ধর্মীয় কুসংস্কার এবং মাদক ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে বগুড়া কারাগারে সাক্ষাতের নানা দিক সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা প্রায় দু'বছর পর এখানে একত্রিত হ'তে পেরেছি। এই ভাইরাস দুনিয়াবী সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর কোন রাষ্ট্রকেও ছাড় দেয়নি। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা কত বেশি!

তিনি আরো বলেন, ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জঙ্গীরা ইসলামের অনেক ক্ষতি করেছে। ইসলাম জঙ্গীবাদকে কখনও সমর্থন করেনা। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর প্রায় সকল বক্তব্যে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তিনি কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জঙ্গীবাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা সম্মিলিতভাবে তাঁর সাথে কাজ করলে বাংলাদেশ থেকে জঙ্গীবাদ নির্মুল করা সম্ভব।

তিনি আরো বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে দু'টি মসজিদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। কিন্তু আমি রাফউল ইয়াদয়েন করে ও জোরে আমীন বলে ছালাত আদায় করি। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলি যে, আমি কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলি। তাই আপনাদেরও উচিত পড়াশুনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

আমরা আজ নবী (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করিনা। তাঁর আদর্শের অনুসরণ করলে সমাজের অনেক সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যেত। আমরা যদি আমাদের আখলাককে সুন্দর করি তাহ'লে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান পাব ইনশাআল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে চিনতাম না। বগুড়া কারাগারে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। ৬ দিন ৭ রাত আমি সেখানে থেকেছি। তিনি প্রতিদিন ফজরের ছালাতের পর দারস দিতেন। ইসলাম সর্ম্পকে আমার মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। অন্য আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করে আমি তার সঠিক সমাধান পাইনি। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞেস করে আমি সবগুলোর সঠিক সমাধান পেয়েছি। আমি তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছি।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব বলেন, 'যুবসংঘে'র প্রত্যেক কর্মীকে সর্বাগ্রে স্ব স্ব ক্ষেত্রে 'আদর্শ' হ'তে হবে। তিনি প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ থাকার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুব বিষয়ক সম্পাদক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকার মাদারটেক মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী, 'রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'-এর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আব্দুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, আত-তাহরীক টিভির প্রোগ্রাম পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয়

সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, রাজশাহী -সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ফায়ছাল মাহমূদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুর রঊফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক ও বগুড়া যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা কলেজের সভাপতি হাফেয নাজমুছ ছাকিব ও হাফেয আব্দুল আলীম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট) ও রাকীবুল ইসলাম (মেহেরপুর)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম (জয়পুরহাট)।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

দেশের সরকার ও প্রশাসনের প্রতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ পেশ করা হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ প্রস্তাবনা পাঠ করেন ও উপস্থিত সকলে সমর্থন করেন।-

১. ৯০% মুসলিমের দেশ হিসাবে এদেশের আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শালীন পোষাক ও পর্দাপ্রথা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে নারীদের পর্দা পালনে বাধা সৃষ্টিকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে। মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদ সহ সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী মতবাদ প্রত্যাহার করতে হবে।

৩. জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থাসহ ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার সমূহ দূর করার জন্য ধর্মমন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিয়ে একটি 'ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করতে হবে।

৪. কোটা নয়, মেধাভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সবাইকে সমানভাবে দেশ সেবার সুযোগ দিতে হবে। জাতীয় বাজেটে যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং দক্ষ, নিরপেক্ষ ও সৎ জনপ্রশাসন নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে ছেলে ও মেয়েদের নৈতিক উন্নয়নের জন্য সহশিক্ষা প্রথা বাতিল করতে হবে এবং তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৫. সূদী ও মহাজনী দাদন প্রথা এবং অফিস-আদালত থেকে ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

৬. যুবচরিত্র রক্ষার্থে বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সমূহ থেকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে যত্রতত্র মাদকের সয়লাব রোধে কঠোর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. জঙ্গীবাদের ভয়ংকর থাবা থেকে ধর্মপ্রাণ যুবসমাজকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং জঙ্গীবাদের উস্কানীদাতাদের চিহ্নিত করতে হবে। কিন্তু জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের নামে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে কোনভাবেই হয়রানী করা যাবে না।

৮. এ সম্মেলন দেশের বিভিন্ন স্থানে আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহ প্রতিষ্ঠায় বাধাদান ও ভাঙচুর করা, সভা-সমিতিতে বাধাদান এবং আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। সেই সাথে নতুন আহলেহাদীছদের নিরাপত্তাদান এবং তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম অবাধে পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর আহ্বান জানাচ্ছে।

৯. এ সম্মেলন আহলে কুরআন, কাদিয়ানী, হিজবুত তাওহীদ, দেওয়ানবাগী প্রভৃতি ইসলামের নামে ভ্রান্ত ফের্কাসমূহের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।

১০. ভারত, মিয়ানমার, চীন, সিরিয়া, ইয়ামন, কাশ্মীর, ফিলিস্তীনসহ বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতন বন্ধে সরকারীভাবে জাতিসংঘ, ওআইসিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১১. অত্র সম্মেলন ভারতে রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে কটূক্তির বিরুদ্ধে চলতি সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের জোর দাবী জানাচ্ছে। সেই সাথে ভারতে বিক্ষোভ প্রতিরোধের নামে মুসলমানদের বাড়ি-ঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্মম প্রতিশোধ নীতির বিরুদ্ধে অত্র সম্মেলন তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

১২. এই সম্মেলন যুবসমাজকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার জন্য সরকারের নিকট শিক্ষার সর্বস্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর 'সীরাত' পাঠকে বাধ্যতামূলক করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছে।

১৩. বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে।

১৪. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে হবে এবং অসাধু ব্যবসায়ী ও মওজূদদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫. পদ্মাসেতুসহ দেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য আমরা সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে এই সম্মেলন কৃষিবান্ধব বাজেট প্রণয়ন করে কৃষি অর্থনীতিকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

সম্মেলনের অন্যান্য খবর

কর্মী উপস্থিতি : দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে প্রায় তিন হাযার কর্মী ও সুধী উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মূল অডিটোরিয়ামসহ পৃথকভাবে বাহিরে প্রজেক্টরের ব্যবস্থা রাখা হয়। উল্লেখ্য, অডিটোরিয়াম কর্তৃপক্ষ মূল গেইট খুলে দিতে গড়িমসি করায় অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরি হয় এবং সকাল ৯-টার অনুষ্ঠান ১১-টায় শুরু করতে হয়। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সারারাত জেগে ঢাকায় সম্মেলনে আসা কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সকালে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়। এরপরও তারা

কোন রকম বিশৃংখলা না করে পূর্ণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সম্মেলন সফল করেন।

স্টল সমূহ : সম্মেলনে সকাল ১১-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত মিলনায়তনের বাইরে মূল গেইটের বারান্দায় 'আল-'আওন' কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন-এর পরিচালনায় উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল, প্রচার সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ জাহিদ প্রমুখ। এ সময় ঢাকা-দক্ষিণ, ঢাকা-উত্তর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও পাবনা যেলা থেকে আগত আল-'আওন-এর যেলা দায়িত্বশীলগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ২৩ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১৫ জন রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনর' তালিকাভুক্ত হন।

এছাড়াও মূল গেইটের দু'পার্শ্বে 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উদ্যোগে সংগঠন পরিচিতি বিষয়ক স্টল স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে সংগঠনের পরিচিতি, গঠনতন্ত্র, শ্লোগান সম্বলিত গেঞ্জি, চাবির রিং, স্লিপিং প্যাড ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

[উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের রিপোর্ট ১৯.০৬.২০২২ রবিবার দৈনিক ইনকিলাব ২য় পৃষ্ঠার ১ম কলামে ছবিসহ প্রকাশিত হয়]।

কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হজ্জব্রত পালন

গত ২৩শে জুন ২০২২ইং রোজ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম পবিত্র হজ্জব্রত ১৪৪৩ হিঃ পালনের উদ্দেশ্যে সঊদী আরব গমন করেন। এসময় তাঁরা মক্কা ও মদীনায় বিভিন্ন দাওয়াতী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন এবং বিশিষ্টজনদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। যাদের মধ্যে ছিলেন মক্কাস্থ দাওয়াহ এসোসিয়েশনের পরিচালক এবং দারুল হাদীছ আল-খাইরিয়াহ-এর সাবেক পরিচালক ড. ছালেহ বিন ইউসুফ আয-যাহরানী, নির্বাহী পরিচালক শায়খ মূসা বিন সালমান আল-মালেকী, রাবেতা আলমে ইসলামীর কর্মকর্তা ও উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদ সদস্য ড. হাশেম আলী আহমাদ আল-আহদাল, কা'বার গিলাফের লিপিকার ও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত সঊদী নাগরিক জনাব মুখতার আলম শিকদার, মাসজিদুল হারামে কর্মরত একমাত্র বাংলাদেশী মুফতী ড. মানছূর গোলাম (টেকনাফ) প্রমুখ।

দীর্ঘ ৩৬ দিনের সফর শেষে গত ৩০শে জুলাই রাত ২টায় তারা ঢাকায় অবতরণ করেন। উল্লেখ্য যে, এ বছর আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ক্বাযী হারূন, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, বাগেরহাট যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা (উত্তর) যেলা সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, জামালপুর (দক্ষিণ) যেলা সভাপতি বজলুর রহমান, কুষ্টিয়া (পূর্ব) যেলা সভাপতি ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ খালেদ, যুবসংঘ দিনাজপুর (পশ্চিম) যেলা সভাপতি মুছাদ্দিক বিল্লাহসহ সংগঠনের বিভিন্ন যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ হজ্জব্রত পালন করেন।

সুধী সমাবেশ

মদীনা, সঊদী আরব, ২২শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ মদীনার নিকটস্থ ইস্তিরাহাত নাইসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখা কর্তৃক এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসং'ঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। আরো উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী, সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই মাদানী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত হোসাইন, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান মাদানী। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন রিয়াদ থেকে আগত সানাইয়া আছেমা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুনীর হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাছির হোসাইন, অর্থ সম্পাদক আবুল হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ছাবের হোসাইন ও সানাইয়া কাদীমা শাখার দফতর সম্পাদক যিয়াউদ্দীন। এছাড়া আল-ক্বাছীম থেকে অংশগ্রহণ করেন আল-ক্বাছীম 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবু যয়নাব সাদ্দাম, আল-খাফরা শাখা সহ-সভাপতি মোস্তফা ভুঁইয়া, 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার আইটি বিভাগের সদস্য আল-আমীন মুন্সী ও রাফসান হাসান। ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত হোসাইনের সঞ্চালনায় এবং আবু যয়নাব সাদ্দামের ব্যবস্থাপনায় উক্ত অনুষ্ঠানে ক্বাযী হজ্জ কাফেলার মাধ্যমে আগত হাজীগণকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

কমিটি গঠন

কক্সবাজার ৫ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র বাজারঘাটায় অবস্থিত ও ইসলামিক কমপ্লেক্স রাজশাহীর অধীনে পরিচালিত হাফেয আহমাদ চৌধুরী জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কক্সবাজার যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আবুদাঊদ চৌধুরী, সেক্রেটারী মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে আরাফাত হোসাইনকে আহ্বায়ক ও আব্দুল আযীযকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কক্সবাজার যেলা 'যুবসংঘে'র আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন কে ছিলেন?
উত্তর : আবু জাহল।

২. প্রশ্ন : কুরায়েশ বংশের সেরা ঘোষক এবং অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী কে ছিলেন?
উত্তর : জামীল বিন মা'মার আল-জুমাহীর।

৩. প্রশ্ন : 'মক্কায় হয় তোমরা থাকবে না হয় আমরা'-কথাটি কে বলেছিলেন?
উত্তর : ওমর (রাঃ)।

৪. প্রশ্ন : ওমরকে হত্যার উদ্দেশ্য সন্ধিচুক্তির সময় কোন নেতা উপস্থিত ছিলেন?
উত্তর : 'আছ বিন ওয়ায়েল সাহমী।

৫. প্রশ্ন : 'ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা সর্বদা শক্তিশালী ছিলাম' একথাটি কে বলেছিলেন?
উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)।

৬. প্রশ্ন : 'আব্দে মানাফের পুত্র দুয়ের নাম কি?
উত্তর : হাশেম ও মুত্ত্বালিব।

৭. প্রশ্ন : কে বনু হাশিম ও বনু মুত্ত্বালিব গোত্রের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানায়? উত্তর : আবু ত্বালিব।

৮. প্রশ্ন : অঙ্গীকারনামাটি কা'বাগৃহের ভিতরে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল কত তারিখে?
উত্তর : ৭ম নববী ১লা মুহাররমের রাতে।

৯. প্রশ্ন : অঙ্গীকারনামাটির লেখক কে ছিলেন?
উত্তর : বাগীয বিন 'আমের।

১০. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হজ্জ চলাকালীন সময়ে তাওহীদের দাওয়াতের কথা শুনতে কে নিষেধ করতেন?
উত্তর : চাচা আবু লাহাব।

১১. প্রশ্ন : অঙ্গীকারনামা ছিন্ন ও বয়কটের সমাপ্তি হয় কখন?
উত্তর : তিন বছরের মাথায় ১০ম নববী বর্ষে।

১২. প্রশ্ন : অঙ্গীকারনামাটিতে কতটুকু লেখা পড়তে পেরেছিল কাফেররা?
উত্তর : 'বিসমিকা আল্লা-হুম্মা'।

১৩. প্রশ্ন : বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের সাথে বিয়ে-শাদী কোন মাসে বন্ধ থাকবে সিদ্ধান্ত নিলেন?
উত্তর : মুহাররম মাসে।

১৪. প্রশ্ন : আবু ত্বালিবের মৃত্যু হয় কত সনে?
উত্তর : ১০ম নববী বর্ষ রজব মাসে।

১৫. প্রশ্ন : 'আপনি কি আব্দুল মুত্ত্বালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন' কথাটি কে বলেছিল?
উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া।

১৬. প্রশ্ন : আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) আবু তালিবের কে হন? উত্তর : চাচাতো ভাই।

১৭. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আবু তালিবের আখিরাত বিষয় কোন ছাহাবী জিজ্ঞেস করছিল ?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।

১৮. প্রশ্ন : আবু ত্বালিবের মুখ দিয়ে শেষ বাক্য কি বেরিয়ে ছিল?
উত্তর : আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের দ্বীনের উপরে।

১৯. প্রশ্ন : জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাবপ্রাপ্ত কে হবেন? উত্তর : আবু তালিব।

২০. প্রশ্ন : জাহান্নামবাসীদের মধ্যে আবু তালিবের আযাব কোন ধরণের হবে?
উত্তর : আগুনের দু'টি জুতা পরিহিত হবে যাতে মাথার মগয টগবগ করে ফুটবে।

২১. প্রশ্ন : খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু কত সনে?
উত্তর : ১০ম নববী বর্ষ রামাযান মাসে।

২২. প্রশ্ন : আবু ত্বালিবের মৃত্যুর কত দিন পরে খাদীজা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : অনধিক তিন মাস।

২৩. প্রশ্ন : খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স কত বছর ছিল?
উত্তর : ৫০ বছর।

২৪. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) খাদীজার (রাঃ)-এর দাম্পত্য জীবন কত বছর কাটিয়েছিলেন?
উত্তর : ২৫ বছর।

২৫. প্রশ্ন : খাদীজা (রাঃ) বিশ্বসেরা কয় জন মহিলার অন্যতম? উত্তর : চারজন।

২৬. প্রশ্ন : জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লেন কে?
উত্তর : খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ।

২৭. প্রশ্ন : জিব্রীল নিজের পক্ষ হ'তে ও আল্লাহর পক্ষ হ'তে রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে কোন মহীয়সী মহিলাকে সালাম দেন ? উত্তর : খাদীজা (রাঃ)।

২৮. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ত্বায়েফ সফর করেন কত তারিখে?
উত্তর : দশম নববী বর্ষের শাওয়াল মাস।

২৯. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ত্বায়েফ সফর করার সময় কোন ছাহাবীকে সঙ্গে নিলেন?
উত্তর : যায়েদ বিন হারেছাহকে।

৩০. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ত্বায়েফ সফরে কোন গোত্রের সাথে দেখা করেন?
উত্তর : বনু ছাক্বীফ।

৩১. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ত্বায়েফ থেকে কত দিন পরে আসলেন? উত্তর : দশদিন।

৩২. প্রশ্ন : ত্বায়েফবাসী রাসূল (ছাঃ)-কে পাথর ছুঁড়ে মারলে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেন?
উত্তর : ত্বায়েফ শহরের বাহিরে এক আঙ্গুর বাগিচায়।

৩৩. প্রশ্ন : ত্বায়েফের কোন নেতার কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন?
উত্তর : ইবনু 'আব্দে ইয়ালীল বিন 'আব্দে কুলাল।

৩৪. প্রশ্ন : কুরআন তেলাওয়াত শুনে কোন জাতি ইসলাম গ্রহণ করেন? উত্তর : জিনরা।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনের নাম কী?
উত্তর : মৈত্রী এক্সপ্রেস, মিতালী এক্সপ্রেস, বন্ধন এক্সপ্রেস।

২. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : ৬.১৫ কিমি।

৩. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর প্রস্থ কত?
উত্তর : ১৮.১০ মিটার।

৪. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর স্প্যান সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৪২টি।

৫. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
উত্তর : ৫১ টি।

৬. প্রশ্ন : বর্তমান দেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
উত্তর ঃ ৭টি।

৭. প্রশ্ন : দেশের সপ্তম সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যায় কোনটি?
উত্তর : কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. প্রশ্ন : প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : সপ্তম।

৯. প্রশ্ন : ২০২২ সালের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশ অবস্থান কত?
উত্তর : ১৬২ তম।

১০. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে সরকারী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কতটি?
উত্তর : ৯টি।

১১. প্রশ্ন : ২০২২ সালে বাংলাদেশের সাথে কোন দেশের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি কার্যকর হয়?
উত্তর : ওমান।

১২. প্রশ্ন : দেশের প্রথম ৬ লেন বিশিষ্ট কালনা সেতু কোন নদীর ওপর নির্মিত?
উত্তর : মধুমতি।

১৩. প্রশ্ন : স্বাদু বা মিঠা পানির মৎস উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম?
উত্তর : তৃতীয়।

১৪. প্রশ্ন : সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম?
উত্তর : ২৫তম।

১৫. প্রশ্ন : ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম।
উত্তর : ৩য়।

১৬. প্রশ্ন : হাইকোর্ট কবে সকল থানা ও কারাগারে বায়োমেট্রিক ডাটা পদ্ধতি চালুর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করে?
উত্তর : ৫ই জুলাই ২০২২।

১৭. প্রশ্ন : বিশ্বের কতটি দেশে ম্যানগ্রোভ রয়েছে?
উত্তর : ১১৮টি।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : প্রবাসী আয় গ্রহণে শীর্ষ কোন দেশ?
উত্তর : ভারত।

২. প্রশ্ন : প্রবাসী আয়ের উৎসে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

৩. প্রশ্ন : বিশ্বের দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতুর নাম কী?
উত্তর : sky Bridge 721 (চেক প্রজাতন্ত্র)।

৪. প্রশ্ন : সংযুক্ত আরব আমিরাতের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : শেখ মোহাম্মাদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান।

৫. প্রশ্ন : বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঝুলন্ত সেতুর নাম কী?
উত্তর : চানাক্কালে সেতু, তুরস্ক।

৬. প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী কাঁধে বহনযোগ্য আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার নাম কী?
উত্তর : স্ট্রিঙ্গার।

৭. প্রশ্ন : ৮ মার্চ ২০২২ ইরান কোন সামরিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে?
উত্তর : Noor-2।

৮. প্রশ্ন : ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : ভ্লদিমির জেলেনস্কি।

৯. প্রশ্ন : ২০২১ সালের বৈশ্বিক বায়ুমান প্রতিবেদনে সবচেয়ে দূষিত রাজধানী কোনটি?
উত্তর : নয়াদিল্লী (ভারত)।

১০. ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২২ কোন দেশের জনগণ পারমাণবিক অস্ত্র রাখার জন্য সংবিধান সংশোধনের পক্ষে রায় দেয়?
উত্তর : বেলারুশ।

১১. প্রশ্ন : ৯ মার্চ ২০২২ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হন কে?
উত্তর : ইউন সুক-ইওল।

১২. প্রশ্ন : হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র Kinzhal কোন দেশের তৈরি?
উত্তর : রাশিয়া।

১৩. প্রশ্ন : ১৮ মার্চ ২০২২ রাশিয়া কোথায় প্রথম হাইপারনসিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়?
উত্তর : ইউক্রেন।

১৪. প্রশ্ন : সম্প্রতি রাশিয়া ইউক্রেনে কোন নিষিদ্ধ ঘোষিত বোমা ব্যবহার করে?
উত্তর : ভ্যাকুয়াম বা থার্মোব্যারিক বোমা।

১৫. প্রশ্ন : জে-১০সি কোন দেশের তৈরি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান?
উত্তর : চীন।

১৬. প্রশ্ন : বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (UNWTO) বর্তমান সদস্য কত?
উত্তর : ১৬০টি।

উচ্চাভিলাষী ও মাত্রাতিরিক্ত বিলাসী জীবন মুমিনের অন্তর থেকে আল্লাহভীতি দূর করে দেয়। ইবাদতের আগ্রহ বিনষ্ট করে। মানুষকে অস্থির ও হতাশাগ্রস্থ করে তোলে। তাই সুখী ও আত্মিক প্রশান্তিতে ভরপুর জীবন লাভের জন্য অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন করার কোন বিকল্প নেই। বইটিতে অল্পে তুষ্টি সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে, দ্বীনদার ভাই-বোনদের নির্লোভ ও প্রশান্তিময় জীবন গঠনে তা সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

গুরুত্বপূর্ণ দো'আ ও যিকর সমৃদ্ধ ৩টি বই

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

সদ্য প্রকাশিত

যুবসমাজের অধঃপতন কারণ ও প্রতিকার

লেখক : শায়খ সুলায়মান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী

কুরআন বর্জন, হাদীছ থেকে দূরে সরে যাওয়া, সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ না বুঝা, জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের ব্যাপারে ঔদাসীন্য, অসৎ সঙ্গ, সময়ের অপব্যবহার, ইন্টারনেট আসক্তি ইত্যাদি নানা কারণে বর্তমান মুসলিম যুবসমাজ ক্রমশঃ অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রশান্তিময় জীবন-যাপনের দিশা লাভের জন্য বইটি পাঠ করা প্রত্যেক মুসলিম যুবকের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে জানতে নিম্নোক্ত বইগুলো পড়ুন

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার

২য় সংস্করণ

লেখক
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করা। বরং এটিই হ'ল উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের রূহ। এক্ষণে এ দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে, কখন কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে এবং পূর্ববর্তী আলেমগণ কিভাবে এ কঠিন দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন তার ১৯টি দৃষ্টান্ত বইটির ২য় সংস্করণে স্থান পেয়েছে। অতএব বইটি পাঠ করা অতীব যরূরী।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

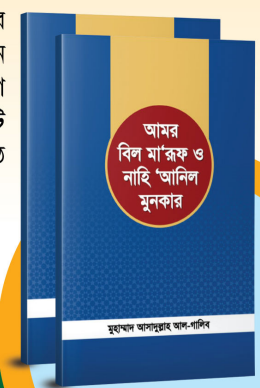

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০